বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঃ একটি অনুসন্ধান

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

সুপারভাইজার
অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল এহসান
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোঃ জহিরুল ইসলাম
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
মার্চ, ২০১৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঃ একটি অনুসন্ধান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট-এ পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য

উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

সুপারভাইজার
অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল এহসান
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোঃ জহিরুল ইসলাম
রেজি.নং: ১২৬, শিক্ষাবর্ষ :২০১১-২০১২
পুনঃরেজি.নং: ১৭১, শিক্ষাবর্ষ :২০১৫-২০১৬

শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ, ২০১৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঃ একটি অনুসন্ধান শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমি নিশ্চিত করছি যে/আমার জানামতে এই গবেষণা কর্মটি বা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি লাভ বা গবেষণা জার্ণালে প্রকাশের জন্য প্রদান করা হয়নি। অত্র অভিসন্দর্ভটি শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

মোঃ জহিরুল ইসলাম
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি. নং: ১২৬, শিক্ষাবর্ষ :২০১১-২০১২
পুনঃ রেজি. নং: ১৭১, শিক্ষাবর্ষ :২০১৫-২০১৬
শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

স্থান ঃ ঢাকা

তারিখ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ জহিরুল ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঃ একটি অনুসন্ধান শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ গবেষক অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

গবেষককে তাঁর অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হলো।

স্থান ঃ ঢাকা
তারিখ ঃ

অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল এহসান
সুপারভাইজার
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঃ একটি অনুসন্ধান শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি মহান আল্লাহুতা'য়ালার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যিনি আমাকে এই দূরহ কাজটি সম্পন্ন করতে বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি দিয়েছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার গবেষণা সুপারভাইজার অধ্যাপক ড. মো. আবুল এহসান স্যারের প্রতি যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন এবং তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও গঠনমূলক পরামর্শ, স্নেহমাখা নির্দেশনা, পরিপূর্ণ সহযোগিতা,অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং শত প্রতিকুলকার মধ্যেও গবেষণা কর্মটি শেষ করতে আন্তরিক সহযোগিতা দিয়েছেন। এ গবেষণা কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে মূল্যবান পরামর্শ,অনুপ্রেরণা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । বিশেষ করে অধ্যাপক ড. আবদুল মালেক, অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, তাপস কুমার বিশ্বাস সহযোগী অধ্যাপক, মো. আলমগীর হোসেন সহযোগী অধ্যাপক এর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অন্যান্য শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক হোসনেআরা বেগম ও বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা এর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণা সম্পাদনে বিভিন্ন পরামর্শ ও তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছেন আমার সহকর্মী মো. সোলাইমান খন্দকার সহযোগী অধ্যাপক, সরকারি মহিলা কলেজ নারায়ণগঞ্জ, ড.এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ সহকারী অধ্যাপক, ফরিদ আহমেদ মজুমদার প্রভাষক, মৃনাল কান্তি সাধু প্রভাষক টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুমিল্লা । আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

গবেষক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক যারা লাইব্রেরি থেকে প্রয়োজনীয় বই,জার্নাল,গরেষণা পত্র দিয়ে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন। আমি আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট লাইব্রেরির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি।

Dhaka University Institutional Repository

আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পিএইচ.ডি সেমিনার আয়োজন কমিটির আহবায়ক, সদস্য সচিব ও অন্যান্য সদস্যদের প্রতি যারা দুইটি সেমিনার আয়োজন করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে আমার গবেষণা কর্মটি সমৃদ্ধ করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন।

পরিশেষে গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গের প্রতিও গবেষক বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

পরিশেষে আমার পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আমাকে এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে প্রতিনিয়ত উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং মানসিক শক্তি যুগিয়েছেন। বিশেষ করে আমার স্ত্রী ইয়াছমিন সুলতানা যিনি আমার অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে মানসিক শক্তি যুগিয়েছেন এবং সার্বক্ষণিক উৎসাহ,অণুপ্রেরণাসহ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও কারিগরি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি যারা আমাকে বৃত্তি প্রদান করে প্রেষণ মঞ্জুরসহ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন।

গবেষক

মোঃ জহিরুল ইসলাম

রেজিস্ট্রেশন নং: ১২৬, শিক্ষাবর্ষ :২০১১-২০১২

পুন.রেজি. নং: ১৭১, শিক্ষাবর্ষ :২০১৫-২০১৬

শিক্ষা ও গবেষণা ইনিস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

Acronyms

ADPEO : Assistant District Primary Education Officer

AIEC : Access and Inclusive Education Cell

AOP : Annual Operational PLan

ASC : Annual School Census

ASPR : Annual Seector Performance Report

AUEO : Assistant Upazilla Education Officer

BANBEIS : Bangladesh Bureau of Education Information and statistics

BBS : Bangladesh Bureau of statistics

BOU : Bangladesh Open University

BSA : Bangladesh Shishu Academy

BU-IED : Brac University Institute of Educational Development

C-In-Ed : Certificat in Education

CMC : Centre Management Committee

DFA : Dakar Framework for Action

DPE : Directorate of Primary Education

DPEO : District Primary Education Officer

DU : Dhaka University

ECCD : Early Childhood Care and Development

ECCE : Early Childhood Care and Education

ECD : Early Childhood Development

GOB : Government of Bangladesh

GPS : Government Primary School

GDP : Gross Domestic Product

GNP : Gross National Product

HDI : Human Development Index

IER : Institute of Education and Research

INFEP : Integrated Non-formal Education Program

MOE : Ministry of Education

MoPME : Ministry of Primary and Mass Education

MLE : Multi Lingual Education

NCTB : National Curriculum and Text Book Board

NGO : Non -Government Organization

NI : National Income

NCPL : National Committee on Primary Education

NAPE : National Academy for Primary Education

PEDP : Primary Education Development Program

PPE : Pre Primary Education

PTI : Primary Training Institute

PSQL : Primary School Quality Level

PMED : Primary and Mass Education Division

RNGPS : Registered Non- Government Primary School

UEO : Upazilla Education Officer

UNICEF : United Nations Children Fund

UNDP : United Nations Development Program

UNESCO : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

SMC : School Management Committee

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারমর্ম বা এ্যাবস্ট্রাক্ট (Abstract)

একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হল শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে সকল শিক্ষার মৌল সোপান । প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষারই অবিচ্ছেদ্য অংশ, যাহা প্রাথমিক শিক্ষার সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এ ৫-৬ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং সে লক্ষে সরকার ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য়ের কথা বিবেচনা করে গবেষক বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন : একটি অনুসন্ধান শীর্ষক শিরোনামে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ গবেষণার লক্ষ ছিল বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার যে নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন অনুসন্ধান করা। দৈবচয়নের মাধ্যমে নমূনা নির্বাচন করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের ২টি বিভাগের ৬টি জেলার ১২ টি উপজেলার ২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ গবেষণার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার এবং অভিভাবকদের উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষক এই গবেষণা পরিচালনার জন্য জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। গবেষণাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য গুণগত ও পরিমানগত পদ্ধতির সমন্বয়ে বা মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার প্রধান প্রধান ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

সারা বাংলাদেশে ৫ থেকে ৬ বছর বয়সী সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার প্রদান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকা পূনঃনির্ধারণপূর্বক সঠিক তথ্য যাচাই বাছাই করে শিশু জরিপ পরিচালনা করার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তি কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে করে কোন শিশুই বিদ্যালয় থেকে বাদ না পড়ে। ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ৫-৬ বছরের শিশুরা কোন না কোন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। প্রায় অর্ধেক শিশু সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ক্যাচমেণ্ট এরিয়ার ৫-৬ বছরের শিশুর মধ্যে বালক ৫২% এবং বালিকা ৪৮% কিন্তু বিদ্যালয়ে বালকের চেয়ে বালিকার উপস্থিতর হার বেশি । প্রাক-প্রাথমিকে অধ্যয়নকারীর মধ্যে ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয় ৮৯%। বাসস্থান পরিবর্তরে ফলে অনেকে বিদ্যালয় আসা বন্ধ করে দিয়েছে।

কচি-কাঁচা শিশুদের দূরবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করার সমস্যার কথা বিবেচনা করে যে সব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই সে সব গ্রামে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। শিক্ষক স্বল্পতার ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অভিভাবক সভার ব্যবস্থা করা হয়। এ সভায় শিশুদের বাড়িতে একটি শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে অভিভাবক ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সচেতন করে তোলা হয়।

শিশুর চাহিদা পূরণের জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিবারের সম্পৃক্ততা ও অন্যান্যদের সাথে Relationship বৃদ্ধি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং পরিবেশ বান্ধবতা বিষয়টি শিক্ষাক্রমে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। শিশুর স্বভাব, প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধি, বিকাশ ও শিশুর Life long learning এর জন্য Child Centeredness শিশু কেন্দ্রিকতা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ভৌত অবকাঠামো পর্যালোচনা করে দেখা গেছে সকল বিদ্যালয়েরই স্কুল ভবন কংক্রিটের বা ইটের তৈরি। এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ও দেয়াল খুবই দূর্বল এবং পুরাতন ভবনগুলো খুবই ঝুকিপূর্ণ। এছাড়াও কিছু স্কুল পাকা রাস্তা ও পুকুরের পাড়ে অবস্থিত ফলে যখন স্কুল ছুটি হয় তখন শিশুরা দৌড় দিয়ে ছুটে চলে ফলে বিভিন্ন সময় দূর্ঘটনায় পতিত হতে পারে বলে অভিভাবকরা সব সময় আতংকিত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

অধিকাংশ (৭১%) প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা চট বা মাদুরে বসে এবং ২৯% শিক্ষার্থী বেঞ্চ সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে বসে ক্লাস করে। গ্রামীন বিদ্যালয়ের টিউবওয়েল কিছুটা উচুতে ফিটিং করা হয়েছে, ছোট শিশুরা টিউবওয়েল থেকে পানি পান করতে গিয়ে জামা কাপড় ভিজিয়ে শরীর নষ্ট করে ফেলে। গ্রামীন অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে টয়লেট বিদ্যালয় থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত এবং টয়লেটগুলো বেশীর ভাগ নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকে । প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ কিংবা শ্রেণিকক্ষ সংলগ্ন হাত ধোয়ার জায়গা এবং শিশুদের ব্যবহার উপযোগী টয়লেটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অধিকাংশ গ্রামীন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জানালা, ভেন্টিলেটর ও বারান্দার অবস্থা ভাল নয়। বর্ষার দিনে বৃষ্টিতে শ্রেণিকক্ষ ভিজে যায় ফলে ছোট শিশুদের শ্রেণি পাঠদান ব্যাহত হয়। শহরের অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নাই ফলে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের আনন্দে খেলতে ও দৌড়াদৌড়ি করতে পারে না । শিশু শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহ হারিযে ফেলে।

৯২% প্রধান শিক্ষকদের মতে শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত চঞ্চল থাকে তাদেরকে আয়ত্বে নিয়ে এসে শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রেখে পাঠদান করা শিক্ষকের পক্ষে কষ্ঠকর হয়ে পড়ে। মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে পুরো শিক্ষাবর্ষ জুড়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মত সাময়িক পরীক্ষা নেয়া হয় না। কোনো কোনো শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ইংরেজি সংখ্যা, বর্ণ বা ইংরেজি বিষয় পাঠদান করে থাকেন। ছোট শিশুদের বিদেশি ভাষার ধারণা দেওয়ার ফলে তারা অতিরিক্ত পড়ার চাপ বহন করতে পারে না ফলে পাঠদান বিঘ্ন ঘটে। শিক্ষার্থী পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে আসতে অনিহা প্রকাশ করে।

(৮৩%) প্রধান শিক্ষক মনে করেন মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায় ও পাঠে মনোযোগী হয় এবং সহজে শিখতে পারে। ফলে বিদ্যালয়ে আসতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বেড়ে যায়। ৭৫% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক মনে করেন পর্যাপ্ত সংখ্যক খেলার উপকরণ,প্রকৃত বস্তু, শিক্ষামূলক ব্লক,বর্ণমালার চার্ট, সংখ্যা চার্ট, গল্পের বই,স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহিত বিভিন্ন সামগ্রী ও অডিও ভিজুয়াল উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের প্রত্যেকের ১৫ দিনের কর্মকালিন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিন্তু তাদের দীর্ঘমেয়াদী কোনো প্রশিক্ষণ নেই। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের দীর্ঘ মেয়াদী কোন প্রশিক্ষণ না থাকাতে তিনি শিক্ষার্থীদের মনের অবস্থা না বুঝে পাঠদান করেন ফলে পাঠটি ফলপ্রসু হয় না। ইহা ছাড়া বেশির ভাগ শিক্ষক স্নাতোকোত্তর ডিগ্রীধারী হওয়াতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ক্লাস নিতে লজ্জাবোধ করে ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। প্রধান শিক্ষকদের প্রাক-প্রাথমিক বিষয়ে তেমন কোনো প্রশিক্ষণ না থাকায় তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তিনি পর্যবেক্ষণ করে তেমন কিছু বুঝতে না পারাতে শিশু শ্রেণির কাজ চলে শিশু শিক্ষকের খেয়াল খুশি মত। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয় না। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ছুটিতে থাকলে শ্রেণি কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়।

শারীরিক প্রতিবন্ধি বা অক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ কেনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে নতুন নতুন যে সব ভবন হচ্ছে সেখানে নীচতলায় হুইল চেয়ারে বসে উঠার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নেই। ইহা ছাড়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধি শিশুদের মন মর্জি বুঝে পাঠদান করা একজন শিক্ষকের পক্ষে অনেকটাই কষ্টদায়ক হয়ে দাড়ায়। প্রাক-প্রাথমিকে উপকরণ বাবদ সরকারি বরাদ্ধ খুবই নগন্য। ফলে আইসিটি নির্ভর উপকরণ ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিকের শিশুরা উপকরণ নষ্ট করে ফেলে,সঠিক সময়ে সকল ধরনের উপকরণ সংগ্রহ করতে না পারায় উপকরণের অপ্রতুলতা শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয়।

পরিবার ও সমাজের সম্পৃক্ততা বাড়াতে "মা" সমাবেশের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা,প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং শিশু বিকাশের বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা করা হয়। শিশু শিক্ষার্থীরা ২ঘন্টা ৩০ মিনিট বিরতিহীন ভাবে শ্রেণিকক্ষে অবস্থান করার কারনে এক ঘেয়েমি এসে যায় ও বিরক্তবোধ করে। উক্ত ফলাফলের প্রেক্ষিতে কিছু সুপারিশ দেওয়া হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

- ৪-৬ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য স্কুল ম্যাপিং এর স্থান বা ক্যাচমেন্ট এরিয়া সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যাতে করে কোনো ক্রমেই কোনো শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে না পারে।
- প্রাক-প্রথমিক শিক্ষার জন্য "প্যারা টিচার" নিয়োগ এবং একজন "আয়া " এর ব্যবস্থা করা। শিশুদের সরকারিভাবে বিনামূল্যে ইউনিফর্ম এবং টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষকদেরকে যথোপযুক্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা। প্রতিনিয়ত যে সব নতুন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট ও নিয়োজিত হবেন তাদেরকেও নিয়মিত প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। প্রধান শিক্ষকদেরকেও শিশুর বিকাশ ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিকে ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট শ্রেণি কার্যক্রমের মধ্যে ১৫ মিনিটের বিরতি দিতে হবে। প্রধান শিক্ষকের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ পদস্থ কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত সুপারভিশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রত্যেক সাব ক্লাষ্টার ট্রেনিং এ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক একটি সেশন এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মজবুত পাকাদালান ও আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে এবং শারীরিক অক্ষম শিশুসহ সকল শিশুই সহজে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে পারে এমন শ্রেণিকক্ষ তৈরি করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের পাশে বাথরুম বা টয়লেট রুমের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গতানুগতিক বা সনাতনধর্মী পাঠদান পরিহার করে শিক্ষার্থীরা খেলবে ও শিখবে এবং বহুমূখী পদ্ধতিতে জেন্ডার সমতা বজায় রেখে পাঠদান করার ব্যবস্থা করতে হবে। একই ধরনের খেলাতে এক ঘেয়েমী এসে যায় সেই জন্য ২/৩ মাস পর পর খেলাধূলার আইটেম পরিবর্তন করে দিতে হবে। ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পছন্দ অনুযায়ী খেলার সামগ্রী বাছাই করতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিকের উপকরণ ক্রয়ের জন্য সরকারি বরাদ্ধ আরো ও বৃদ্ধি করতে হবে, পাশাপাশি অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।
- পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের নিয়ে শিশু শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ৩/৪ মাস পর পর সচেতনতামূলক সভা করতে হবে এবং প্রতি মাসে "মা" দিবস উদযাপন করতে হবে।
- শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিভাবকদের ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে মিল রেখে বাড়িতে শিশুদের সহায়তা করার কৌশল আয়ত্ব করানো। প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের করণীয় সম্পর্কে মাতা-পিতাদের প্যারেন্টিং এডুকেশন এর ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ঘোষণা পত্র	i
	প্রত্যয়ন পত্র	ii
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
	শব্দ সংক্ষেপ বা Acronyms	v
	সারমর্ম বা এ্যাবস্ট্রাক্ট	vii
	সূচিপত্র	x
	সারণিসমূহের সূচি	xiii
	চিত্রসমূহের সূচি	xiv
	প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা	
১.১	পটভূমি	২
১.২	গবেষণা শিরোনামের বর্ণনা	৭
১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য	৭
১.৪	গবেষণা প্রশ্ন	৮
১.৫	গবেষণার উপযোগিতা	৮
১.৬	গবেষণায় ব্যবহৃত বিশেষ পদসমূহের কার্যকর সংজ্ঞা	১২
১.৭	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	১৩
১.৮	গবেষণা রিপোর্টের কাঠামো	১৪
	দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা	
২.১	সূচনা	১৬
২.২	সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা	১৭
২.২.১	প্রাচীন কালের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা	১৭
২.২.২	বৃটিশ যুগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	২২
২.২.৩	পাকিস্তান আমলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	২৪
২.২.৪	বাংলাদেশ আমলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	২৬
২.২.৫	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বৈশ্বিক ইতিহাস	৩৬
২.২.৬	এশিয়ার কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	৪১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২.২.৭	সমন্বিত প্রারম্ভিক শিশু যত্ন ও বিকাশ	৪৮
২.২.৮	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা ও তাৎপর্য	৫৮
২.৩	সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা	৬৭
২.৪	গবেষণার ধারণাগত কাঠামো	৭৩
	তৃতীয় অধ্যায় ঃ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ও কৌশল	
৩.১	সূচনা	৭৫
৩.২	গবেষণার পদ্ধতি	৭৫
৩.৩	গবেষণা তথ্যের উৎস	৭৬
৩.৪	গবেষণার নমূনা নির্বাচন	৭৭
৩.৫	নমূনা ছক	৭৭
৩.৬	তথ্য সংগ্রহ উপকরণ	৭৮
৩.৭	তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া	৭৮
৩.৮	তথ্য সংগ্রহ উপকরণ মেট্রিক্স	৭৯
৩.৯	তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল	৮০
৩.১০	নৈতিকতা বিবেচনা	৮০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	চতুর্থ অধ্যায় ঃ তথ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	
৪.১	সূচনা	৮২
৪.২	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা	৮৩
৪.৩	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম	৯৭
৪.৪	বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও শ্রেণিকক্ষের অবস্থা	১০৪
৪.৫	শিখন-শেখানো পরিবেশ	১১১
৪.৬	শিখন-শেখানো সামগ্রী বা উপকরণ	১১৬
৪.৭	পরিবার ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা	১২৪
৪.৮	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা	১২৭
	পঞ্চম অধ্যায় ঃ গবেষণার ফলাফল, আলোচনা ও সুপারিশ	
৫.১	সূচনা	১৩১
৫.২	ফলাফল	১৩১
৫.৩	আলোচনা	১৪০
৫.৪	সুপারিশ	১৪৫
৫.৫	পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশ	১৪৮
৫.৬	উপসংহার	১৪৮
	গ্রন্থপুঞ্জি	১৫০
	পরিশিষ্ট	১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণিসমূহের সূচি

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩.৫	গবেষণার নমূনার ছক	৭৭
৩.৮	তথ্য সংগ্রহ উপকরণ মেট্রিক্স	৭৯
৪.১	উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৮৬
৪.২	উত্তরদাতাদের প্রশিক্ষণ	৮৭
৪.৩	ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিশু সংখ্যা	৮৯
৪.৪	বালক ও বালিকার সংখ্যা এবং উপস্থিতির হার	৯১
৪.৫	প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণের হার	৯২
৪.৬	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভৌগোলিক ক্ষেত্র	১০৩
৪.৭	বিদ্যালয়ের নিরবিঘ্ন নিরাপত্তা	১০৫
৪.৮	প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের অবস্থা	১০৬
৪.৯	প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের আসন ব্যবস্থা	১০৭
৪.১০	প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা	১১০

চিত্রসমূহের সূচি

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	গবেষণার ধারণাগত কাঠামো	৭৩
২.	ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিশু ভর্তির হার	৯০
৩.	শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকার প্রবাহ চিত্র	৯৯
৪.	বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখন ক্ষেত্র	১০১
৫.	শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন	১১৭
৬.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে উপকরণের ব্যবহার	১২১
৭.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার	১২২
৮.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে টি.জি বা শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার	১২৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ পটভূমি

১.২ গবেষণা শিরোনামের বর্ণনা

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ গবেষণা প্রশ্ন

১.৫ গবেষণার উপযোগিতা

১.৬ গবেষণায় ব্যবহৃত বিশেষ পদ বা শব্দ সমূহের কার্যকর সংজ্ঞা

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১.৮ গবেষণা রিপোর্টের কাঠামো

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ পটভূমি ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে সকল শিক্ষার মৌল সোপান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুর জন্য এ শিক্ষা অর্জন একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষারই অবিচ্ছেদ্য অংশ যা প্রাথমিক শিক্ষার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার আনুষ্ঠানিক প্রচলন কখন কোথায় প্রথম শুরু হয় তা বলা বেশ জটিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুসারে বৈদিক যুগে এ দেশে বিশেষ এক ধরণের প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে সময় এদেশে শিক্ষা ছিল প্রধানত ধর্মকেন্দ্রিক ও মন্দিরভিত্তিক এবং বিদ্যালয় বলতে গুরুগৃহকেই বুঝানো হতো। বৈদিক যুগে প্রথম স্তরে শিশুকে ৫ বছর বয়সে অক্ষর চেনা বা বিদ্যারম্ভ বা হাতে খড়ি দেয়া হতো। এটা ছিল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্তর। আদি বৈদিক যুগের পর ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুরা পাঁচ বছর বয়স থেকে বার বছর বয়স পর্যন্ত গুরুগৃহে মৌখিকভাবে গুরুর সান্নিধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতো। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় আট বৎসর বয়স পর্যন্ত বৌদ্ধ শিশু পিতৃগৃহে শিক্ষালাভ সম্পন্ন করতো। এ শিক্ষা ব্যবস্থা বেশিরভাগই ছিল মঠকেন্দ্রিক। এটাকে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। অষ্টম শতাব্দীতে সুলতানী আমলে মসজিদ সংলগ্ন মক্তবগুলো প্রাথমিক শিক্ষালয় হিসেবে শিশুদের শিক্ষাদান কাজে সহায়তা করতো। মুঘল আমলেও শিশুর বয়স চার বছর হলেই মক্তবে 'সবক' বা হাতে খড়ি প্রদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হতো।

ষোড়শ শতকে মিশনারীরা শিক্ষা বিস্তার ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পর্তুগীজরা শিক্ষা বিস্তারে গীর্জা ও মিশন সংলগ্ন স্থানে পর্তুগীজ ও ল্যাটিন ভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। পর্তুগীজদের পদাংক অনুসরণ করে ফরাসিরা তাদের কুঠি সংলগ্ন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। এদেশে শিক্ষার প্রসারে ওলন্দাজ মিশনারীদের তেমন কোনো বিশেষ ভূমিকা না থাকলেও দিনেসা মিশনারীদের ভূমিকা ছিল অসামান্য। এ্যাডামস এর হিসাব অনুযায়ী ১৮৩৫ সনে স্বাধীন বঙ্গভূমিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ যা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হতো। আজ যাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলে আমরা আখ্যায়িত করছি সে সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ করা হয় ১৮৫৪ খ্রি. "উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচ" এর সরকারি নথিতে। পরবর্তিতে ১৮৮২সালে হান্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত দায় দায়িত্ব স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনের উপর

ন্যস্ত করেন । ১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অধিক সরকারি অনুদান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথা প্রচলন করেন। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৪৪ সালে "সার্জেন্ট রিপোর্ট" এ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিন বছর থেকে ৫ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে বলা হয়েছে। শহর অঞ্চলে শিশুর সংখ্যাধিক্য থাকায় শহরে স্বতন্ত্র শিশু বিদ্যালয় (Nursary school) স্থাপিত হবে এবং গ্রাম অঞ্চলে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা বুনিয়াদি বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত থাকবে।

পাকিস্তান আমলে তিনটি শিক্ষা কমিশনের মধ্যে ১৯৫২ সালে আকরাম খান শিক্ষা কমিশনই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ কমিশনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি বা দুইটি শ্রেণি এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা শিক্ষিকার মাধ্যমে অনুর্ধ্ব ছয় বছরের শিশুর শিক্ষাদান করার কথা বলা হয়। জনবহুল শহর, শিল্প এলাকা এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় কিন্ডার গার্টেন স্থাপনে সুপারিশ করা হয়।

১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান শিক্ষা সংস্কার কমিশন প্রত্যেক জেলা শহরে প্রাক প্রাথমিক স্কুল (নার্সারি এবং কিন্ডার গার্টেন) প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করে। তবে যেসব জেলা শহরে পিটিআই এবং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে প্রস্তাবিত নার্সারি ও কিন্ডার গার্টেন মূলত সেখানে স্থাপিত হবে। পিটিআইগুলোতে বিশেষ কোর্স হিসেবে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কথা বলা হয়।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও অনানুষ্ঠানিক "শিশু শ্রেণি" চালু করা হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের জন্য সমসাময়িক, প্রাসঙ্গিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ কমিশন শিশুর জন্ম থেকে ৫ বছর পর্যন্ত বয়সকে মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। শিশুর কয়েকমাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত দিবাযত্নের এবং ৩ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত কিন্ডার গার্টেন শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন- ১৯৮৮ এ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ৩-৫ বছরের শিশুদের জন্য শিশু শ্রেণি খোলার কথা বলা হয়।

১৯৯১ সালে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (INFEP) কর্মসূচীর অধীনে এনজিওদের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় কার্যক্রমে প্রস্তুতিমূলক পড়া, লেখা ও গণিত বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা হয়। ১৯৯৪ সালে সরকারি পরিপত্রের মাধ্যমে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে "শিশু শ্রেণি" আয়োজনে উৎসাহ যোগায়। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি তাদের জেলা পর্যায়ের কার্যালয়গুলোতে প্রস্তুতিমূলক বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু করে। ১৯৯৫ সালে NCTB প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রথম পাঠ প্রণয়ন করেন। ১৯৯৭ সালে

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটি শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগি করে গড়ে তুলতে প্রথম শ্রেণির প্রথম ছয় মাস শিক্ষাকালকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব দেয়া হয়। ২০০২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্বাচিত কিছু এনজিওকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়।

২০০৩ সালে মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে শক্ত ভিত্তির উপর দ্বার করানোর জন্য ৪-৬ বয়সের শিশুদেরকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে বিদ্যমান সকল প্রকারের প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রমকে সমন্বয় করে একটি অভিন্ন কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার লক্ষে "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা কাঠামো-২০০৮ প্রণযন করেন। সেখানে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাঠামো দেয়া হয়েছে। এই কাঠামোতে সরকারি, এনজিও এবং কমিউনিটি পরিচালিত সকল প্রাক-প্রাথমিক কর্মসূচির জন্য একটি সাধারণ আদর্শমান উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এ ৫+ বছর বয়সের শিশুদের জন্য প্রারম্ভিকভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কথা বলা হয় এবং পরবর্তীতে তা ৪+ বছর বয়সের শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার কথা উল্লেখ করা হয়। ২০১২ সালে সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর ৫-৯ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৭৬ টি এতিমখানায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা ও গুরুত্ব ঃ শিশুর শারীরিক, মানসিক,সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থা নির্বিশেষে শিশুবান্ধব পরিবেশে আদর-যত্ন, খেলাধুলা ও বিনোদনের মাধ্যমে ৫ থেকে ৬ বছরের বয়সী শিশুকে শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করাই হল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে গন্য করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে সকল শিক্ষার মূল ভিত্তি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুর জন্য এ শিক্ষা লাভ একটি সাংবিধানিক অধিকার। একটি জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হল শিক্ষা। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য পূরণে শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা চেতনায় অগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌছে দিতে পারে (Mundle,1995) । আগামী প্রজন্মকে নৈতিক মূল্যবোধ, জাতীয় ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি যুগোপযোগি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার। ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিশুকে সার্থক মানুষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একান্ত আবশ্যকীয় কতগুলো যোগ্যতা,দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ আয়ত্বকরণে সহায়তা করাই প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য (Stevenson,1998; Moris & Suiting,1995) ।

একটি দেশের গণমানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও তার ফল হিসেবে দেশের সামগ্রীক কল্যাণ ও উন্নতি যে সব পথে আসতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি সুষ্ঠু ও গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা (বাংলাদেশ শিক্ষা

কমিশন,১৯৭৪)। Quah (১৯৯৯) তার গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সরাসরি সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে Mingat বলেন-যদি কোন দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ আরেকটি দেশের চেয়ে ৯০ শতাংশ বেশী থাকে তাহলে ৩০ বছর পর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অত্যন্ত ৭৫ শতাংশ বেশী হবে (লতিফ, ২০০৩;৭)। ইন্ডিয়ান নোবেল বিজয়ী শ্রী কৈলাস বলেছেন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক ডলার বিনিয়োগ করলে পনের বছর পরে ২০ গুণ লাভবান হওয়া যায় (ইত্তেফাক ১৮ফেব্রুয়ারি ২০১৫খি.)।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষারই অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা প্রাথমিক শিক্ষার সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যা শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও আজীবন শিখনের ভিত্তি তৈরি এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম সোপান ও প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে (Rao,1995)। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার একটি বিস্তৃত পরিসরের সূচনার অংশ হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। যদিও আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর পূর্ববর্তী এক বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত কিন্তু এর ব্যাপ্তি ও পরিধি শুধু এই সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু জন্মের পর প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতা, অনানুষ্ঠানিক শিখন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বড় হতে থাকে তা তার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করেই শিশু পরবর্তি ধাপে পৌছায়। প্রারম্ভিক শৈশবকালে শিশুর এ পরিবর্তনের হার অন্য সময়ের তুলনায় দ্রুত ও ব্যাপক বিধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়ে শিশু অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করে। প্রতিটি ধাপে শিশুর যথাযথভাবে বেড়ে উঠা ও শিখনই হচ্ছে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করার ভিত্তি (Phillipsen,Burchinal,Howes & Cryer,1997।

বাংলাদেশে আশির দশক থেকে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বের সংগে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে (DPE,2008)। জাতীয়ভাবে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি-নির্দেশনা না থাকায় বিচ্ছিন্নভাবে নানা প্রতিষ্ঠান বিগত প্রায় তিন দশক ধরে বিভিন্নভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করে আসছে। নিজ নিজ প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রাধিকার, অবস্থান, গুরুত্ব, কর্ম এলাকা ইত্যাদি বিবেচনা করে যেসব শিক্ষা প্যাকেজের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে তা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে এর উদ্দেশ্য, শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠক্রমে ভিন্নতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে সরকার ২০১০ সালে অন্তর্বর্তিকালীন সময়ের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবর্তনের পর একটি সর্বজনগ্রাহ্য, মানসম্পন্ন ও বাস্তবায়নযোগ্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের জন্য গঠিত কারিগরি কমিটি এ সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতি-কাঠামো, সরকারি -বেসরকারি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষাক্রম, গবেষণাপত্র, বিভিন্ন

আন্তর্জাতিক নীতি ও দলিল, বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা করে ২০১২ সালে যুগোপযোগি একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেন।

প্রাথমিক এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষা লাভের উপর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি জোরালো ও ইতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম (রহমান;২০১০)। বিশ্বব্যাপী অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও একই শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তি হ্রাসে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে (Nagda,Gurin & Lopez 2003)। তাছাড়া মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। মূলত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ছোট ছোট শিশুদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিভিত্তিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিকাশের মজবুত ভিত্তি তৈরি করে থাকে। এই ভিত্তি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা বিস্তরণের একটি বীজতলা হিসেবে কার্যকর দায়িত্ব পালন করে আসছে। পরিবার থেকে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, তারপর প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশুকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। এ ক্ষেত্রে শিশুকে ক্রমাগত নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হয় এবং নতুন নতুন মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে হয়, যা তার বয়সের তুলনায় যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। পরিবারের পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশ যথেষ্টই ভিন্নতর হয়। আবার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন পরিবেশ থেকে প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো পরিবেশের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথাযথভাবে প্রস্তুত করে এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে উত্তরণে সহায়তা করা। সুতরাং শিশুদের বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের প্রস্তুতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার অধিকার পূরণ করে শিক্ষার সুযোগসমূহ থেকে পুরোপুরি সুফল অর্জন এবং মানব সম্ভাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশে তাদেরকে সক্ষম করে তোলার জন্যই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়।

অতএব, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় কিনা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কোমলমতি শিশুর বয়স, চাহিদা, মেধা এবং জীবনমূখী প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, কচি-কাচা শিশুদের শিখন-শেখানো সহায়ক সামগ্রী শিশুবান্ধব কিনা, শিশুর শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক নিবিড় ও বন্ধুত্বপূর্ণ কিনা, একীভূত শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা বিশেষ করে ঝুকিগ্রস্থ শিশু, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কিনা, শিশুর পাঠের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু এবং পরিশেষে শিশুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে এবং পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে

যুগোপযোগী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তাই গবেষক তার একাডেমিক ডিগ্রীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানমূলক গবেষণা করতে সচেষ্ট হয়েছে। এ জন্য নিম্নরূপভাবে গবেষণা শিরোনাম নির্বাচন করা হয়েছে।

১.২ গবেষণা শিরোনাম

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঃ একটি অনুসন্ধান

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণায় নিম্নের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করার প্রয়াস চালানো হয় :

১। বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহিত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা অনুসন্ধান করা।

২। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলোর উপযোগিতা যাচাই করা

- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক
- ভৌত অবকাঠামো ও শ্রেণিকক্ষের অবস্থা
- শিখন-শেখানো পরিবেশ
- শিখন-শেখানো সামগ্রী
- পরিবার ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা

৩। বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের গৃহিত বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা।

১.৪ গবেষণা প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার কী নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

২। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম কিভাবে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে ?

৩। বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও শ্রেণিকক্ষের অবস্থা কীরুপ ?

৪। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো পরিবেশ কীরুপ ?

৫। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষা উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী পাঠদানে কী ভূমিকা রাখে ?

৬। প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে পরিবার ও অভিভাবকদের ভূমিকা কী ?

৭। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো কী ?

১.৫ গবেষণার উপযোগিতা ঃ

প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষাস্তরের একটি গুরুত্বপূর্ন স্তর। এ স্তর থেকে শুরু হয় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সূত্রপাত। শিক্ষা আমাদের অধিকার, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার। শিক্ষার মধ্যে প্রথমেই আসে মৌলিক শিক্ষা যা যেকোনো শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরের বা শিক্ষার ভিত্তি গঠন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি শিক্ষা নিশ্চিত করে এবং পরবর্তীকালে জীবনব্যাপি শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করে (রহমান, কিবরিয়া; ২০০৫:৪)। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জগতে প্রবেশের আগে অত্যাবশ্যকভাবে শিশুর যে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, সেটি পূরণের লক্ষ্যেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। তাই বলা যায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে।

শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের উৎকৃষ্টতম হাতিয়ার। শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তা সর্বোৎকৃষ্ট দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত । আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উপর পরবর্তী স্তরের শিক্ষার উন্নতি ও ধারাবাহিকতা বহুলাংশে নির্ভর করে। একটি দেশের উন্নয়নেও প্রাথমিক শিক্ষার অবদান সবচেয়ে বেশি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্ময়কর উন্নতির পিছনে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে (World Bank, 1993,Rao,1995)। পঞ্চাশের দশকে সিঙ্গাপুরে এক চতুর্থাংশ জনগণ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করত। আশির দশকের পর থেকে সেই দারিদ্র নেই বললেই চলে। চাকুরির সুযোগ ও মানুষের আয় বেড়ে যাবার কারনেই এই অভাবনীয় উন্নয়ন ঘটেছে, অথচ সিঙ্গাপুরের বেশির ভাগ জনগণের প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া তেমন কোন শিক্ষা ছিল না (Rao,1995)। ইহাতে প্রতিয়মান হয় প্রাথমিক শিক্ষা সিঙ্গাপুরের দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ১৯৬০ সালে দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ ও ভারতের ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা প্রাপ্ত শিশুর হার

ছিল ১৭ শতাংশ যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালেশিয়ায় এই হার ছিল ৭৪ শতাংশ এবং সিঙ্গাপুরে ৮৩ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে লক্ষ করা যায় দক্ষিণ এশিয়া প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা পিছিয়ে ছিল।

দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া এপর্যায়ে খুবই দক্ষতার সাথে তার সম্পদ ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিল। প্রথম দিকের এই প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নব্বইয়ের দশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছিল (রহমান ও কবির, ২০১২;১২৮)। ১৯০০ সালেই জাপান সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করেছে। অন্যান্য পর্যায়ের শিক্ষার প্রসার ঘটানোর পরও জাপান প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদানের ধারাবাহিকতা বরাবরই অব্যাহত রেখেছে। একই ধারাবাহিকতা দক্ষিণ কোরিয়া এবং হংকংও অনুসরণ করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে সব দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাফল্য অর্জন করেছে তাদের প্রত্যেকেই ষাটের দশকে শতকরা ১০০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল (রহমান ও কবির ২০১২ঃ১৩৩)।

বাংলাদেশের ৩৩ মিলিয়ন শিশু রয়েছে যার অর্ধেক শিশু দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে (ইউনিসেফ-২০১৫)। এই শিশুদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ শিশু ৫টি মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাসন সুবিধা থেকে বঞ্চিত (ইউনিসেফ,২০০৯,এ)। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো-২০১২ এর সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১ম শ্রেণিতে ১০০ জন ভর্তি হয় তাদের মধ্যে ৭৮ জন ৫ম শ্রেণি উত্তীর্ণ হয় এবং ৪১ শতাংশ শিশু ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঝরে পড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি প্রকট সমস্যা । ২০১৪ সালের মার্চ মাসে ঢাকার বিশ্বব্যাংক মিশন বাংলাদেশের শিক্ষার উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এতে উল্লেখ করা হয় যে, মূলত দারিদ্রের কারণেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে এবং স্কুলের বাইরে থেকে যাচ্ছে শিক্ষার্থীর একটি বড় অংশ। ২০১৬ সালে বাংলাদেশে ৬-১০ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের শতকরা ৮৭ ভাগ বিদ্যালয়ে যায়, ১৯৯০ সালে এই হার ছিল শতকরা ৬০ ভাগ (ডিপিই-২০১৭)। প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলে ও এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে তৃতীয় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই বাংলা পড়তে পারে না। ৩০% শিক্ষার্থী নিজে নিজে পড়তে পারে, ২০% শিক্ষার্থী শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে পড়তে পারে এবং অবশিষ্ট ৫০% শিক্ষার্থী কোন কিছু পড়তে পারে না (দৈনিক সমকাল, ৭ মে,২০১৫)। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার এই করুন চিত্র জাতিকে হতবাক করেছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার অভিযোজন হিসেবে কাজ করে তাই আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী শিশুদের (৫+ বছর) বয়স ও সামর্থ অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও ভাষাবৃত্তীয় তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে

পরবর্তী জীবনের শিখন ভিত্তি রচনা করে এবং প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের সানন্দ ও স্বত:স্ফুর্ত অভিষেক ঘটাতে পারলে এই দূরবস্থা থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব।

বাংলাদেশ "সবার জন্য শিক্ষা" (Education for All) এবং Dakar Framework for Action ও ২০১৫ সালের জন্য নির্ধারিত জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। সেহেতু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য PEDP-1, PEDP-2, PEDP-3 সহ অন্যান্য কর্মসূচির আওতায় ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ ও একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি হ্রাসে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশের সকল ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫-৬ বছরের শিশুদের এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, নীতি, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাসহ যাবতীয় কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও জনগণের অতীব জরুরী বিষয়। তাই এ গবেষণার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার একটি বাস্তব চিত্র তুলে আনা এ গবেষণার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। যার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা কর্মকর্তা, গবেষক, সমাজ চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমকে বিন্যস্ত করা হয়েছে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র অনুযায়ী যাতে করে শিশুর প্রতি সকলের প্রত্যাশা একটি সাধারণ মাত্রায় থাকে। এক্ষেত্রে শিশুর শিখনের সংগে সংগে শিশুর বিকাশকে অধিকতর সচেতনতার সাথে লালন করার সুযোগ রাখা হয়েছে যেন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় প্রবেশের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সার্বিকভাবে শিশুকে প্রস্তুত করতে পারে। এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের পর্যাপ্ত ও যথাযথ সমন্বয় যাতে শিশু এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উত্তরণে শিখনের ক্ষেত্রে কোনো বাঁধার সম্মুখীন না হয়। এ জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত বিষয় ও ক্ষেত্র ভিত্তিক অর্জনযোগ্য দক্ষতা যেমন ভাষা, শারীরবৃত্তীয়, গাণিতিক, সৃজনশীলতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ইত্যাদির সাথে প্রাথমিক স্তরের প্রথম শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট দক্ষতাসমূহের সমন্বয় করে উলম্ব সম্প্রসারণ (Vertical expansion) করা প্রয়োজন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সাথে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমের যথাযথ সমন্বয় সাধন করতে হবে যেন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহের সাথে প্রাথমিক শিক্ষার অর্জনযোগ্য দক্ষতার সেতুবন্ধন তৈরি করে শিক্ষক শিশুর ভবিষ্যত শিখনের ক্ষেত্র উম্মুক্ত করতে পারেন এবং প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর সাবলীল উত্তরণ ঘটাতে পারেন তা নির্ণয়ে এ গবেষণা সহায়ক

ভুমিকা পালন করবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় কোন কোন শিক্ষা দর্শন বা শিখন তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে তা যাচাইয়ে ও এই গবেষণা কাজ করবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে সবল ও দূর্বল দিকগুলো জেনে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে শিক্ষক ও গবেষক এবং সমাজচিন্তাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে এই অভিসন্দর্ভটি। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য যাদের সাথে একটি সুন্দর মেরুকরণ ও মেলবন্ধন থাকা জরুরী তা হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক ও সমাজ। শিক্ষক তার পেশায় কীভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করে সমাজ ও অভিভাবকের সহায়তায় একটি শিখন বান্ধব পরিবেশের বেষ্টনী তৈরি করে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারু ও সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান এর একটি সুন্দর ও রৈখিক ধারণা জানা যাবে এই গবেষণায়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে এর পরিকল্পনার সবল এবং দূর্বল দিক জেনে কর্মরত শিক্ষক, ভবিষ্যৎ শিক্ষক ও গবেষকগণ তাদের কাজের যথাযথ দিক নির্দেশনা ও প্রয়োগিক দিক নিয়ে সময়োপোযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবেন এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এ ধারণা সঠিকভাবে কাজ করবে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের অপচয়রোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখতেও এই গবেষণাটি যথার্থ বলে পরিগণিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়-একবিংশ শতাব্দীতে একটি মাত্র মাধ্যমে সবকিছুকে জানা যায় তা হল শিক্ষা আর প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে এর অগ্রযাত্রার প্রধান নিয়ামক। এই গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা স্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষাবিদ, গবেষক ও প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও জনগণ এই গবেষণার ফলাফল উপলব্ধি করে তাদের বস্তুনিষ্ঠ কর্মকান্ড এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে এবং সাথে সাথে সমাজ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

১.৬ গবেষণায় ব্যবহৃত বিশেষ পদ সমূহের কার্যকর সংজ্ঞা

বিশেষ পদ সমূহের কার্যকর সংজ্ঞা নিচে দেয়া হলো ঃ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ঃ বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫-৬ বছরের বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য ১ বছর মেয়াদী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা হলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা।

নীতি,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঃ জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এবং পরিচালন কাঠামো-২০০৮ এ উল্লেখিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নীতিসমূহ এবং সময় সময় সরকার কর্তৃক গৃহিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারি সার্কুলার, আদেশ-নির্দেশও এর অন্তর্ভূক্ত। এ ছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে সফলভাবে বিদ্যালয়ে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ইত্যাদি বিষয়গুলোও এর আওতায় আসবে।

শিখন-শেখানো পরিবেশঃ যেখানে শিশু আনন্দময় পরিবেশে নিজেকে নিরাপদ মনে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলাধুলার মাধ্যমে ভয়ভীতির উর্ধ্বে উঠে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে তাকেই এ গবেষণায় শিখন-শেখানো পরিবেশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইসিসিডি ঃ Early Childhood Care and Development বা শিশুর সমন্বিত প্রারম্ভিক শিশু যত্ন ও বিকাশ বলতে বুঝায় শিশুর গর্ভাবস্থা থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর যাবতীয় যত্ন ও পরিচর্য়া।

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ঃ সমগ্র বাংলাদেশে ৫ থেকে ৬ বছরের কম বয়সী শিশুরাই হচ্ছে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যেমন সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশু, সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশু, বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে বসবাসকারী শিশু।

একীভূত শিক্ষা ঃ এ গবেষণায় একীভূত শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন শিক্ষার মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ভিন্নতাকে বিবেচনা করে একই ধারায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং শিশুদের মধ্যে বিভিন্নতার কারণে কোনো শিশুকে শিক্ষার সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা

জেন্ডার সাম্য ঃ 'জেন্ডার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো ছেলে-মেয়ের সমদর্শিতা। অর্থাৎ ছেলে-মেয়েকে সমাজ কীভাবে দেখে অথবা সমাজ ছেলে-মেয়েকে কীভাবে উপস্থাপন করে মূলত তাই-ই জেন্ডার । লিঙ্গভেদের কারণে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমান সুযোগ-সুবিধা অথবা সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম বৈষম্য সৃষ্টি না হওয়ার প্রμ য়াই হলো জেন্ডার সাম্য।

ঝুকিগ্রস্থ শিশুঃ যেসব শিশুরা নানা বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি শিকার হয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারাই ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু যেমন চরম দরিদ্র্যতার মধ্যে নিমজ্জিত শিশু, ভৌগোলিক কারণে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বা দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী শিশু, কর্মজীবী শিশু, জেলে আটক শিশু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু, পরিত্যক্ত শিশু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশু, এইচআইভি আμ ান্ত শিশু, গোত্র বা জেন্ডার বৈষম্যের শিকার এমন শিশু।

ক্ষুদ্রজাতি সত্ত্বার শিশু ঃ বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর শিশুর পরিবেশ, সংস্কৃতি, ধর্মাচারসহ জীবণাচরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং এদের জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও নৃ-ভৌগোলিক পরিস্থিতির কারণে এরা স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে অভিহিত করা হযেছে।

উপকরণ ঃ শিশু শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যালয়ে আসার প্রস্তুতি ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য যে সমস্ত সহায়ক বস্তু শিখন-শেখানো কাজে সহায়তা করে তাকে উপকরণ বলে অভিহিত করা হয়।

টি. জি বা টিচার্স গাইড ঃ শিশু শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো কার্যাবলী বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার কর্তৃক বা এনসিটিবি কর্তৃক প্রণিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের নির্দেশিকামূলক পুস্তক।

অভিভাবক ঃ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের বাবা-মা কে বুঝায়। বাবা-মার অনুপস্থিতিতে আদালত কর্তৃক স্বীকৃত বৈধ বাংলাদেশের নাগরিককে বুঝায়।

এস এম সি ঃ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বৈধ স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে বুঝায়।

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

বর্তমান গবেষণা ক্ষেত্রে গবেষক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে আন্তরিকতার সহিত কাজ করার প্রয়াস পান। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। গবেষকের পক্ষে সমগ্র বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে গবেষণার কাজ পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল কাজ এবং ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই গবেষক গবেষণার ক্ষেত্র সমগ্র বাংলাদেশকে অন্তর্ভূক্ত না করে ২টি বিভাগ সমতল ও আরবান হিসেবে ঢাকা বিভাগ এবং বাণিজ্যিক, পাহাড় ও উপকুলীয় অঞ্চল হিসেবে চট্রগ্রাম বিভাগকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে তিনটি জেলা করে ৬টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি জেলা থেকে ২টি উপজেলা করে শুধুমাত্র ১২টি উপজেলা নেয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি উপজেলার সদর থেকে ১টি এবং গ্রামীন অঞ্চল থেকে একটি অর্থাৎ প্রতিটি উপজেলা থেকে ২টি করে বিদ্যালয় নিয়ে দৈব চয়নের ভিত্তিতে সর্বমোট ২৪টি বিদ্যালয়কে

এ গবেষণার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ৬টি জেলার অভিভাবক ও এসএমসিদের নিয়ে ৬টি উম্মুক্ত আলোচনা বা এফজিডি করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সমস্ত বিদ্যালয়কে অন্তর্ভূক্ত না করে ৬টি জেলার ৩টি শহরের বিদ্যালয় ও ৩টি গ্রামীন বিদ্যালয়ের অভিভাবক ও এসএমসিদের নিয়ে উম্মুক্ত আলোচনা বা এফজিডির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সমস্ত অভিভাবক ও এসএমসিদের একত্রে করা সম্ভব হয়নি।

এছাড়াও গবেষক সরেজমিনে শুধু ২৪টি বিদ্যালযের শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করে গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। এ ক্ষেত্রে গবেষক শুধু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্য কোন শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়নি। এছাড়াও গবেষক ২৪টি বিদ্যালয়ের ২৪ জন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ও ২৪ জন প্রধান শিক্ষকের মতামত নেয়া হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের অন্য কোন শিক্ষকের মতামত এ গবেষণায় প্রতিফলিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকা সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের স্বাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে, অন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের স্বাক্ষাৎকার বা মতামত নেয়া হয়নি। সংশ্লিষ্ট থানাও জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের স্বাক্ষাৎকার বা মতামত প্রতিফলিত হয়েছে। উপরিউক্ত সীমাবদ্ধতার কারনে এই গবেষণার ফলাফল সতর্কভাবে ব্যবহার করতে হবে।

১.৮ গবেষণার রিপোর্টের কাঠামো

গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য গবেষণা ফর্দকে ৫টি অধ্যায়ে সংগঠিত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে- ভূমিকা ও গবেষণার উপযোগিতা, গবেষণার বিবরণ, গবেষণার উদ্দেশ্য এবং বিশেষ শব্দাবলির ব্যাখ্যা সংযুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে- গবেষণার সাহিত্য পর্যালোচনা, সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা ও গবেষণার কাঠামোগত ধারণা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে - গবেষক গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন করার জন্য কোন কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন এবং গবেষণার ফ্রেম, নমুনা নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহের হাতিয়ার ও তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে- বাংলাদেশের প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও শিখন-শেখানো পরিবেশ, শিখন-শেখানো সামগ্রী, পরিবার ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে - গবেষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ফলাফল ও সুপারিশ উলেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা

২.১ সূচনা

২.২ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

২.২.১ প্রাচীন কালের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

২.২.২ বৃটিশ যুগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

২.২.৩ পাকিস্তান আমলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

২.২.৪ বাংলাদেশ আমলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

২.২.৫ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বৈশ্বিক ইতিহাস

২.২.৬ এশিয়ার কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

২.২.৭ সমন্বিত প্রারম্ভিক শিশু যত্ন ও বিকাশ

২.২.৮ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা ও তাৎপর্য

২.৩ সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা

২.৪ গবেষণার ধারণাগত কাঠামো

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশিস্নষ্ট সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা

২.১ সূচনা : সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার লক্ষ্য হচ্ছে, পূর্বেকৃত প্রাসঙ্গিক তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে বর্তমান গবেষণা সম্পর্কে গবেষককে সুগভীর ও সুচিন্তিত ধারণা প্রদান ও অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় অনুসন্ধান তৎপরতা সম্পর্কে রুপরেখা প্রদান করা। সংশ্লিষ্ট পূর্বের গবেষণা প্রত্যেক গবেষণারই সুতিকাগার এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। Mangal & Shubhra Mangal বলেছেন "Research is a constantly and continuously evolving human pursuit for seeking excellence and development in the fields of knowledge and experience. Every research is bult upon the work of the previous researches and paves the way for future researches". (Mangal & mangal-2013:237)

প্রত্যেকটি গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেগুলো গবেষণা প্রক্রিয়ায় কম্পাস হিসেবে কাজ করে। অতএব বলা যায়, সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা গবেষণা পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং নক্সার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখে। গবেষণার মূল্যবান সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা গবেষণার উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং ব্যাখার প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করে থাকে।

কোনো গবেষণা কার্য সম্পাদনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট গবেষণার সাথে সম্পর্কিত কোনো গবেষণা পত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার অনুসৃত কৌশলগত দিক, পদ্ধতি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। গবেষকের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, নমুনা নির্বাচন এবং গবেষণা বিষয়ের উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গবেষণা পর্যালোচনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পূর্ববর্তী বিভিন্ন গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতি ও কলাকৌশল থেকে বর্তমান গবেষণার সমস্যা সমাধানের ধারণা লাভ করা যায়। তাছাড়া গবেষণার বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রবন্ধ,পত্র-প্রত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি পর্যালোচনা করে বর্তমান গবেষণা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

তাই বর্তমান অভিসন্দর্ভটিতে এতদসংক্রান্ত পাঠ সামগ্রীকে যথাক্রমে

(১) সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

(২) সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা

এই দুই ভাগে ভাগ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.২ সংশিস্নষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ঃ

"বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঃ একটি অনুসন্ধান" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য গবেষক দেশী-বিদেশী লেখকের সংশ্লিষ্ট বই, সরকারি পরিপত্র, দলিল ও বিভিন্ন রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন। উক্ত গবেষণা সম্পাদনের জন্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা এবং সুদুর প্রাচীন কাল থেকে অদ্যবধি এই বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক তথা প্রাথমিক শিক্ষার বিবর্তন এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশকে বিশেষ কতকগুলো মূল কাজের সাথে কেন্দ্র করে করা হয়েছে। নিম্নের বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে সাহিত্য পর্যালোচনা করা হলো ঃ

- প্রাচীন কালের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা
- বৃটিশ যুগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
- পাকিস্তান আমলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
- বাংলাদেশ আমলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বৈশ্বিক ইতিহাস
- এশিয়ার কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
- সমন্বিত প্রারম্ভিক শিশু যত্ন ও বিকাশ
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা ও তাৎপর্য

২.২.১ প্রাচীন কালের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিড়্গা ঃ

সুদুর প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ছিল। দ্রাবিড়,হুন,আর্য,মঙ্গোলিয়া,আরব তুর্কী,আফগান,মুগল,পর্তুগীজ প্রভৃতি বহু জাতি দ্বারা অধ্যুষিত এই উপমহাদেশে আনুমানিক ৩০০০ বছরের ও পূর্বে ঋকবেদ রচিত হওয়ার সময়কালে এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বীজ রোপিত হয় যা কালের আবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার একেবারে সূচনাকালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মাঝে কোনো সুস্পষ্ট সীমারেখা ছিল না। তাই আলাদাভাবে সেই সময়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বর্ণনা করা খুবই কঠিন। তবুও বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে অবিভক্ত উপমহাদেশের প্রাথমিক তথা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরা হলো।

প্রাচীনকালে শিক্ষার মূল লক্ষ ছিল আত্মার উন্নতিসাধন যার জন্য সাধনা, চিন্তা ও আত্ম সংযমের প্রয়োজন হতো। ঐতিহাসিকদের মতে বৈদিক যুগে এদেশে বিশেষ এক ধরণের প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ছিল। ঐতিহাসিকদের ধারণা অনুসারে প্রাক বৈদিক যুগে ও শিক্ষার প্রচলন ছিল তবে তাছিল একবারেই মন্দিরকেন্দ্রিক। সেখানে পুরোহিতদেরই শধু জ্ঞান চর্চার অধিকার ছিলএবং তাঁরা পুজো অর্চনার বিষয়েই মূলত শিক্ষা গ্রহণ করতো। পাশাপাশি পার্থিব উন্নতির জন্য কৃষিকাজ, ব্যবসা,কারুশিল্প ইত্যাদি শেখারও ব্যবস্থা ছিল। তবে সম্ভবত এ উপমহাদেশে বেদ রচনার সঙ্গে সঙ্গে আর্য শিক্ষার শুরু হয়। বেদ যুগের এ শিক্ষাকে বৈদিক শিক্ষাও বলা হয়।

আদি বৈদিক যুগে এদেশে শিক্ষা ছিল প্রধানত ধর্মকেন্দ্রিক এবং বিদ্যালয় বলতে গুরুগৃহকেই বুঝানো হতো। তখন ব্রক্ষ্মচর্য বা ছাত্রজীবন পাঁচ স্তরে বিভক্ত ছিল। এক্ষেত্রে শিক্ষার কাল ছিল একাধারে ১২ (বার) বছর, এর মধ্যে প্রথম স্তরে শিশু ৫ বছর বয়সে অক্ষর চেনা বা বিদ্যারম্ভ বা হাতে খড়ি দেয়া হতো। এটা ছিল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্তর। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের উপযুক্ত হবার পর গুরু যাকে যোগ্য বলে মনে করতেন তাকে শিষ্য হিসেবে পুত্রব্যৎ স্নেহ দিয়ে পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আপন করে নিতেন। শিষ্যের বয়স এবং উপযুক্ততা বিচার করে গুরু শিষ্যদের উপলব্ধিজাত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানদান করতেন। এভাবে আরোহিত জ্ঞানকে শিষ্যরা পরবর্তীতে অনুরূপভাবে যোগ্য ব্যক্তির হাতে তুলে দিতেন। প্রথমদিকে শিক্ষাতত্ত্বগুলো এক একটি পরিবারের সম্পদ হিসেবে সংরক্ষিত হতো। পরে ক্রমে ক্রমে বাইরে থেকে আগত শিক্ষার্থীরাও এসে এসব তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হতে লাগলেন। ফলে বেদ শিক্ষায় বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি হওয়ার সাথে সাথে এর সম্প্রাসারণও ঘটতে থাকে। স্তোত্রের আকারে শিক্ষাতত্ত্বগুলি প্রথমদিকে পরিবারকেন্দ্রিক হলেও ক্রমে ক্রমে স্তোত্রগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির ও জটিলতর হবার কারণে পুরোহিতদের শিক্ষাদানের কাজে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা স্কুল গড়ে উঠতে থাকে (ঘোষ, অরুন ১৯৮৮.পৃ ৬০)।

বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা খুব একটা সুসংগঠিত না হলেও সে যুগের কাজকর্ম, সংস্কৃতি, ভাষায় নৈর্ব্যক্তিক শব্দ, প্রবাদ, ধারণা ইত্যাদির ব্যবহার প্রমাণ করে যে তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। তবে এদের মাঝে একমাত্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত পুরোহিতগণই ধর্ম, দর্শন, আর্ট, বিজ্ঞান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অধ্যায়নের অধিকার রাখতো এবং তারাই সমাজে সর্বাধিক প্রাধান্য পেত। বৈদিক যুগেই মহাভারত ও রামায়ন রচিত হয়। বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করলে দেখা যায়, তখনকার দিনে শিক্ষা ছিল একান্তভাবে ব্যক্তি কেন্দ্রিক। বাসগৃহে অবস্থানের ফলে শিক্ষার্থী নৈকট্য ও নিবিড় সাহচার্য লাভ করত। ফলে ব্যক্তির সার্বিক জীবনাচরণে গুরুর প্রভাব ছিল প্রত্যক্ষ ও অত্যন্ত কার্যকর। গুরু ও শিষ্য উভয়েই শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণকে

একটি পবিত্র কাজ হিসেবে গণ্য করতেন। শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে ও মূল্যবোধের উজ্জীবান ও ধরণের শিক্ষা দিল অত্যন্ত ফলপ্রসু।

আদি বৈদিক যুগের পর আসে বাক্ষণ্য যুগ। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ সনে এ যুগের সূচনা হয়। এ যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পুরোহিত তৈরিই ছিল না বরং "সত্য অনুসন্ধান" ও এ যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। আদি বৈদিক শিক্ষার মত বাক্ষণ্য শিক্ষা ব্যবস্থাও বৈদিক চিন্তাধারা ও দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তবে এই শিক্ষা পূর্ব অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল এবং ইহাকে বিশ্ব "ব্রাক্ষণ্য শিক্ষা" বলে অভিহিত করা হত। সে সময় ধ্যানমগ্ন ঋষিরা গভীর মননে যে সব জ্ঞানের সন্ধান পেতেন সেগুলো সুর সংযোগে পরিবেশিত হতো। পরিবারের অন্যরা তা মনোযোগ সহকারে শুনে আত্তস্থ করতেন। সম্ভবত ঋষি পরিবারের এই শিক্ষাদানের সূত্র থেকে ব্রাক্ষণ্য শিক্ষার সূত্রপাত হয়। সে সময়ের এ ধরণের শিক্ষাকে শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

তাছাড়া ব্রাক্ষণ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে ছাত্রজীবনে দীক্ষিত করার লক্ষ্যে "উপনয়ন" অর্থাৎ শিক্ষা লাভের জন্য গুরুর কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। শিশুরা পাঁচ বছর বয়স থেকে বার বছর বয়স পর্যন্ত গুরুগৃহে বাস করতো। এ সময় মৌখিক শিক্ষাদান পদ্ধতিই অধিক প্রচলিত ছিল। উপনয়ন বা ছাত্র জীবন শুরু কোন বয়সে হবে সে সম্পর্কে শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। কারণ ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সন্তানদের উপনয়নের পৃথক বিধি ছিল। তুলনামূলকভাবে ব্রাক্ষণ শিশুরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিশুদের চেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক সুবিধা ভোগ করতো। অবশ্য সময়ের অববাহিকায় এই বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা গৃহীত হয় এবং শিক্ষাদান প্রথার উন্নতি সাধন করা হয়। তবে সে সময়ে শুদ্র শ্রেণীর শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজ কখনই অনুমোদন দেয়নি। ব্রাক্ষণ্য যুগে শিক্ষা "অপরাবিদ্যা" এবং "পরাবিদ্যা" নামক দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। অপরাবিদ্যাকে শুধুমাত্র বেদ মুখস্ত করার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হতো কিন্তু এখানে বেদের অর্থ অনুধাবনের ওপর কোনো জোড় দেয়া হতো না। অপরদিকে পরবিদ্যায় বেদের অর্থ উপলব্ধি এবং তদানুযায়ী ক্রিয়া করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হতো। এ সময়েও শিক্ষা ছিল গুরুকেন্দ্রিক এবং শিক্ষাক্রম ছিল গুরু নির্ধারিত। বনবাসী ঋষির আশ্রম ছাড়াও জনসমাজে বা লোকালয়ে গৃহ-শিক্ষকরা শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করতেন। কোনো বিশেষ লোকালয়ে গৃহ-শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সেই জনপদ বিরাট শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণতি লাভ করত। সে কারণে পরবর্তীকালে গুরু গৃহ ছাড়াও অবিভক্ত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের পশ্চিম বাংলার নবদ্বীপ, বিক্রমশীল, পাকিস্তানের তক্ষশীলায় তৎকালীন প্রাচীন হিন্দু শিক্ষানিকেতনের সন্ধান পাওয়া যায়।

ব্রাক্ষণ্য শিক্ষা যুগের পর আসে বৌদ্ধ শিক্ষাযুগ, বৌদ্ধরা অজ্ঞাতকে পাপ বলে মনে করত এবং তাদের মতে শিক্ষাই হচ্ছে একমাত্র পাপ মোচনের উপায়। বৌদ্ধ শিক্ষার মূল বিষয় ছিল জ্ঞানানুশীলন, স্বাস্থ্য গঠন, ধর্মভক্ত দর্শন,

চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ। খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের নেতৃত্বে যে বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে তা ছিল অনেকটা উদার এবং সর্বজনীন। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার বেশিরভাগই ছিল মঠকেন্দ্রিক। এই মঠগুলোই প্রাথমিক শিক্ষার কাজ করতো। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় আট বৎসর বয়স পর্যন্ত বৌদ্ধ শিশু পিতৃগৃহে শিক্ষালাভ করত। এটাকে আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের প্রস্তুতি বলা হত। আট বছর পূর্ণ হলে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য তাকে বৌদ্ধ মঠে প্রেরণ করা হতো। এ উদ্দেশ্যে তাকে মস্তক মুন্ডণ করে বিশেষ গেরুয়া বস্ত্রে সঙ্গরাম অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষার্থী হিসেবে পন্ডিতের সম্মুখীন হতে হতো। এভাবে বৌদ্ধসঙ্ঘে প্রবেশের এই প্রাথমিক আনুষ্ঠানকে বলা হলো 'প্রব্রজ্যা বা প্রাথমিক দীক্ষা"। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর শিশু "শ্রমণ" উপাধি পেত। বৌদ্ধ শিক্ষায় সাধারণত আট বছরের কম বয়সের কেউ 'প্রব্রজ্যা' বা প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন না। তবে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাগ্রহণ সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল (সেনগুপ্ত,ইরা)।

এখানে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র সকলেই প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারত। একারণে বলা যায় যে, গণতন্ত্র ও সর্বজনীনতাই ছিল বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এছাড়া একসঙ্গে অনেক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করতো বলে তাদের মাঝে সামাজিকতার গুণও বিকাশ লাভ করতো। লেখা ও পড়া উভয় প্রকার কৌশলের উপর তখন সমান গুরুত্ব আরোপ করা হতো। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি সহযোগে গঠিত শব্দাবলী সম্মিলিত ১২টি অধ্যায়ন বিশিষ্ট 'সিদ্ধাম' বা 'সিদ্ধিরত্ন (অর্থাৎ তোমার সিদ্ধি লাভ হোক)' নামক একখানি প্রাথমিক পুস্তক পড়তে দেয়া হতো। এই পুস্তকখানির পাঠ শেষ হলে শিক্ষার্থীকে সাত বছর বয়সে পাঁচটি বিজ্ঞান শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করানো হতো। এভাবে উচ্চশিক্ষার ভিত্তিকে পাকা করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা ছিল।

ইৎসিঙ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই হিউয়েন সাঙের পর ভারত ভূমিতে ভ্রমণ করেন। তিনিও সেই যুগের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর বর্ণনা মতে, ৬ বছর বয়সে শিক্ষার্থীরা পাঠ শুরু করত। ঊনপঞ্চাশটি অক্ষর এবং তিনশত থেকে সাজানো দশ হাজার সিলেবলস (Syllables) বিশিষ্ট প্রথম প্রস্তুকখানির নাম ছিল 'সিদ্ধরস্তু'। আট বছর বয়সে পড়তে হতো ১০০০ শ্লোকযুক্ত পাণিনিয় সূত্র। দশ বছর বয়সে তারও গভীরভাবে ব্যাকরণের অধ্যাপনা চলতো। এই ব্যাকরণে থাকত ১৮,০০০ শ্লোক। ১৫ বছর বয়সে শিক্ষার্থীকে পতঞ্জলীর মহাভাষ্য, হেতু বিদ্যা, অভিধর্মকোষ, জ্ঞাতকমালা প্রভৃতি আয়ত্ত্ব করতে হতো। এই ভাবে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করার বিধি প্রবর্তিত ছিল। হিন্দু জাগরণের যুগে রাজনৈতিক কারণে বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটে। পাল বংশের পর হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন বংশীয়রা ক্ষমতা দখল করে। ফলে বৌদ্ধ শিক্ষার প্রভাব ক্রমে ক্রমে ম্লান হতে শুরু করে এবং শিক্ষা ও ধর্মকর্মের ব্যাপারে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রাধান্য লাভ করে।

মুঘল আমলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ঃ মুঘল আমলের পূর্বে মুসলমান সুলতানদের সময় প্রাক-প্রাথমিক বা প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত মসজিদ ভিত্তিক মক্তবে। মসজিদ ভিত্তিক মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ লাভ করত মাদ্রাসাগুলোতে। ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা বিস্তারে মুঘল সম্রাটদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং সর্বোপরি তাঁদের কল্যাণ দৃষ্টি শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। মুঘল সম্রাটগণ শিক্ষার পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধি উভয় দিকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং শিক্ষার্থীদের সহায়তাদান করে শিক্ষার প্রসারকে ত্বরান্বিত করেছিল।

মুঘল আমলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হত মক্তবগুলোতে। এধরনের মক্তব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিচালিত হত মসজিদগুলোতে। সাধারণভাবে সাত বৎসর বয়সে মক্তবের শিক্ষা শুরু হত ; তবে শিশুর বয়স চার বছর পুরো হলেই 'সবক' বা হাতে খড়ি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। 'সবক' অনুষ্ঠানে শিশুকে নতুন জামা কাপড় পরিয়ে পবিত্র কোরআন থেকে অংশ বিশেষ আবৃত্তি করানো হত। প্রাত্যহিক ধর্মকর্মের প্রয়োজনে পবিত্র কোরআন থেকে আবৃত্তি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা ছিল মক্তবগুলোতে। শিক্ষা পদ্ধতিতে মুখস্থ করানোর উপর জোর দেওয়া হত। শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের দ্বারা পাঠদান করা হত। এটাকে সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। বস্তুত পড়তে ও লিখতে পারা এবং হিসাব নিকাশ জানার মধ্যেই মক্তবের শিক্ষা সীমিত ছিল। মুঘল আমলে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য অসংখ্য মক্তব, মাদ্রাসা ও হিন্দুদের জন্য পাঠশালা ও টোল ছিল। তবে সাধারণত এগুলো ছিল শহরকেন্দ্রিক। গ্রামাঞ্চলের লোকজন এসব সুবিধা তেমন পেত না। সাধারণতঃ মক্তব গুলো মসজিদের মধ্যে পরিচালিত হত (আহমেদ,ওয়াকিল:২০০৫ পৃ.৩২)।

ঐতিহাসিক আবুল ফজল কর্তৃক রচিত আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে সম্রাট আকবর বলেছিলেন শুধু বর্ণ পরিচয়ে শিশুর কয়েক বছর নষ্ট হয়। ইহা সময়ের অপচয় এবং শিশুর জন্য নিরুৎসাহজনক। তাই আদেশ দেন যে, শিশুকে প্রথমেই অক্ষর লিখতে ও পড়তে শিখাতে হবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শিশু তা শিখতে সক্ষম হবে। অতঃপর তাকে কিছু কবিতা মুখস্থ করতে এবং প্রার্থনা বাক্য শিখাতে হবে। শিশু যা শিখবে বুঝে শিখবে এবং শিক্ষক তাকে সাহায্য করবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে (আলী, ১৯৮৬:১৬)।

মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে ছিল মক্তব শিক্ষা। মক্তবে নামাজের প্রয়োজনীয় সুরা ও অন্যান্য নিয়ম কানুন শেখানো হতো। চার বছর বয়সে শিক্ষার্থীর হাতে কোরআনের একটি আয়াত লিখিত রৌপ্য ফলক থাকত। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে এই আয়াতটি উচ্চারন ও মুখস্থ করতে সাহায্য করতেন। এরপর কালিমা পাঠ করতে হতো। সাত বছর বয়সে আসল শিক্ষা শুরু হত। মসজিদের ইমামদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে কাজ করতে হত (বেগম ও আখতার, ১৯৮৭:১৯)।

২.২.২ বৃটিশ যুগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষ্টি, সভ্যতা, ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য্যের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। অতি প্রাচীনকাল থেকে এদেশে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য্য ছিল এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রা ছিল অতি সহজ, সরল। প্রবাদ আছে 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে'। এই অফুরন্ত ধন সম্পদ যুগে যুগে বহু বিদেশি শক্তিকে এদেশ আক্রমনে প্রলুব্ধ করেছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কত জাতি যে এদেশে এসেছে তার ইয়াত্তা নাই। মিশনারীরা শিক্ষা বিস্তার ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে এদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। পর্তুগীজরা শিক্ষা বিস্তারে গীর্জা ও মিশন সংলগ্ন স্থানে পর্তুগীজ ও ল্যাটিন ভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পর্তুগীজদের পদাংক অনুসরণ করে ফরাসিরা তাদের কুঠি সংলগ্ন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে ফরাসি ভাষা ছাড়াও আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং তাঁরা ভারতীয় শিক্ষকদের দ্বারা পাঠদান করাতেন। এদেশে শিক্ষার প্রসারে ওলন্দাজ মিশনারীদের তেমন কোনো বিশেষ ভূমিকা না থাকলেও এ ব্যাপারে দিনেসা মিশনারীদের ভূমিকা ছিল অসামান্য। মিশনারীরাই এদেশে সর্বপ্রথম ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে উদ্দ্যোগী হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বানিজ্যের অভিপ্রায়ে আগত ইংরেজরা ঘটনাচক্রে এদেশের অধিপতির আসনে অধিষ্ঠিত হয়। প্রথমে তারা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিল। পরবর্তীতে ধর্ম যাজকদের দিয়ে ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের কাজও শুরু করে। ইংরেজরা উপলব্ধি করতে পারে যে, এদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান সন্ততিদের শিক্ষিত করতে না পারলে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এদেশের প্রশাসনিক কাজে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয়দের শিক্ষিত করার তাগিদ ও অনুভব করেন। ফলে তারা এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন যে, যারা শিক্ষিত হয়ে বা লেখা পড়া শিখে ইংরেজ শাসকদের প্রতি একান্ত অনুগত থাকবে এবং সুবিধাভোগী এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করা হবে যারা ইংরেজ সেজে ইংরেজদের স্বার্থের অনুকুলে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে দোভাষী হিসাবে কাজ করবে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে এদেশে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হবে "যারা বর্ণে ও রক্তে শুধু ভারতীয় থাকবে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে শেতাঙ্গ বর্ণের ইংরেজ"। এই উপলব্ধি থেকে তারা ভারতবর্ষে শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং ভারতবর্ষে শিক্ষার অবস্থা জানতে গিয়ে দেখতে পায়- মধ্যযুগের শেষভাগে যখন নবাবী শাসন ব্যবস্থা ছিল তখন বঙভূমিতে শিক্ষা চর্চা ছিল খুব সমৃদ্ধ। খ্রীষ্টান মিশনারী এ্যাডামের বিবরণী থেকে এর প্রমান পাওয়া যায়।

১৮৩৫ সালের এ্যাডাম্স এর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, উচ্চবিত্তদের ছেলে মেয়েদের পারিবারিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য ছিল প্রতি গ্রামেই এক বা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মিঃ এ্যাডামের মতে সে সময় স্বাধীন বঙভূমিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। জনসংখ্যার

হিসাব অনুযায়ী প্রতি ৪০০ লোকের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু ছিল (চৌধুরী ২০১০:৯)। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জন্য মিশ্র বা ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক স্কুল চালু ছিল। গ্রামের সংখ্যা ছিল ১৫০৭৪৮টি। গ্রামের সংখ্যানুসারে প্রতি তিনটি গ্রামের জন্য দুইটি বিদ্যালয় ছিল।এখন থেকে ১৫০ বছর আগের এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত। ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত মক্তব কিংবা টোল ছিল প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম। ১৮৫৪ সালে "উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচ"এ সর্বপ্রথম এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্তর ভিত্তিক (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ) শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। এটাই এদেশে আধুনিক প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে গন্য করা হয় (ঘোষও অরুন,১৯৮৮:৯০)।

ভারতবর্ষ বৃটিশ উপনিবেশের অন্তর্ভূক্ত হয় ১৮৬১ সালে। ১৮৬১-১৮৭১ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে স্থানীয় কর ধার্য করা হয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। কিন্তু তৎকালীন বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে এমন একটি ঝামেলাপূর্ণ ও অদ্ভূত ভূমি কর ব্যবস্থা যা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর ধার্যে বাধা হয়ে দাড়ায়। ১৮৮২ সালে ভাইসরয় লর্ড রিপন একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন যা "ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন" বা হান্টার কমিশন নামে পরিচিত। এই কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার দায় দায়িত্ব স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন যেমন- জেলা বোর্ড ও পৌরসভার থাকা উচিত বলে সুপারিশ করেন। কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন গ্রহণেরও সুপারিশ করা হয়। কমিশন আরও সুপারিশ করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা একান্ত ভাবেই স্থানীয় পর্যায়ে সংগৃহীত অর্থ এবং প্রাদেশিক রাজস্বের উপর নির্ভরশীল হবে। ১৮৩৪ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত এই ৬৮ বছর সময়কাল এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এর মধ্যে স্কুল ভবন নির্মাণ, শিক্ষদের প্রশিক্ষণ, নিম্নবর্ণের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো এবং ছাপানো বইয়ের বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন লক্ষণীয়।

১৮৯৮ সালে লর্ড কার্জন ভাইসরয় হিসেবে এই উপমহাদেশে আসেন। লর্ড কার্জনকে গণ্য করা হয় একজন উল্লেখ্যযোগ্য শিক্ষা সংস্কারক হিসেবে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অধিক সরকারি অনুদান প্রদানের নীতি গ্রহণ করেন। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আর্থিক সাহায্যের প্রথা বাতিল করেন এবং এক্ষেত্রে বিজ্ঞান সম্মত এবং অগ্রণী ব্যবস্থা হিসেবে গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথা প্রচলন করেন। পরিমাণগত বিকাশ এবং গুণগত মানের উন্নয়ন, উভয়ই ছিল লর্ড কার্জনের প্রাথমিক শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

১৯২৩ সালে তৎকালীন বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ হয়। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনকে এই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার তদারকীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন

আইন পাশ করা হয়। যাতে প্রাদেশিক সায়ত্ত্বশাসন দেওয়া হয়। এরপরই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইতোপূর্বে স্থানীয় পর্যায়ে প্রদত্ত শিক্ষা তদারকী ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৪৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত বাস্তব পরিকল্পনা গৃহিত হয়। যা "সার্জেন্ট রিপোর্ট" নামে পরিচিত। এ রিপোর্ট অনুযায়ী- তিন বছর থেকে ৫ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। শহর অঞ্চলে শিশুর সংখ্যাধিক্য থাকায় শহরে স্বতন্ত্র শিশু বিদ্যালয় (Nursary school) স্থাপিত হবে এবং গ্রাম অঞ্চলে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা বুনিয়াদি বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত থাকবে। ৬-১৪ বছর বয়সীদের জন্য সার্বজননী বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা হয়। ৬-১১ বছর বয়সীদের জুনিয়র বেসিক এবং ১১-১৪ বছর বয়সীদের সিনিয়র বেসিক পর্যায়ে ভাগ করা হয়। সার্জেন্ট পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত জীবনের জন্য সর্বাঙ্গ সুন্দর শিক্ষা। তাই এ শিক্ষা শুরু করতে বলা হয়েছে খুব ছোট বয়স থেকেই। সরকারি অর্থে পরিচালিত নার্সারি ও শিশু স্কুলের প্রস্তাব একেবারে নতুন ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এই ছোট শিশুরা পরবর্তীতে আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য তৈরি হতে পারে এবং তাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মূল ভিত্তি গড়ে উঠতে পারে এবং মাঠ ও উদ্যান সম্বলিত ঝকঝকে তকতকে বাড়ীতে আনন্দঘন শিক্ষার পরিবেশে বিদ্যালয় গড়ে তুলে এবং শিক্ষা দেবার কথা বলা হয়েছে (মাহমুদ,১৯৯০:৩৬)।

২.২.৩ পাকিস্তান আমলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন থেকে ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ও ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৃটিশ উপনেবিশক ত্রুটিপূর্ণ, ভারসাম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করে একে স্বাধীন দেশের জনমানুষের আশা আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দেশের চাহিদা ও সময়োপযোগী করে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালে মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে সমস্ত সুপারিশ পেশ করেন তা হলো ঃ

- প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দেশের প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে অর্থাৎ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে স্থান দেয়া হবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি বা দুইটি শ্রেণি থাকবে এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলা শিক্ষিকার মাধ্যমে অনুর্ধ্ব ছয় বছরের শিশুর শিক্ষাদান করা হবে।
- জনবহুল শহরে এবং শিল্প এলাকায় পূর্ণাঙ্গ কিন্ডার গার্টেন স্থাপন করতে হবে। এছাড়া সরকারকে বিশেষ বিশেষ এলাকায় কিন্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- শিক্ষার্থীদেরকে শিশু কাল থেকে শ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রমে ব্যবহারিক কাজ ও খেলাধুলা অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
- পৌর প্রতিষ্ঠান, কারখানা ইত্যাদির মত বড় প্রতিষ্ঠানে শিশু রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র নার্সারি স্থাপন করতে হবে এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরি করার জন্য প্রত্যেক সদরস্থ পিটিআই ও উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক কিন্ডার গার্টেন ও শিশু শিক্ষা সদন স্থাপন করা হবে। পি.টি.আই গুলোতে "প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা" নামে একটি বিশেষ কোর্স প্রবর্তন করা হবে।

১৯৫৭ সালে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান শিক্ষা সংস্কার কমিশন পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় উন্নয়নের একটি স্থিতিশীল, কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য ব্যবস্থা হিসেবে পূণর্গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছিল। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের প্রধান সুপারিশমালা হলো ঃ

- প্রত্যেক জেলা শহরে প্রাক-প্রাথমিক স্কুল, যেমন নার্সারি এবং কিন্ডার গার্টেন প্রতিষ্ঠা করা হবে। তবে যেসব জেলা শহরে পিটিআই এবং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে প্রস্তাবিত নার্সারি ও কিন্ডার গার্টেন মূলত সেখানে স্থাপিত হবে।
- দেশের ছয়টি রেঞ্জে মহিলাদের জন্য ছয়টি পিটিআই প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এগুলোতে বিশেষ কোর্স হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা।
- দেশের সকল পিটিআইতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন করা এবং মহিলা প্রশিক্ষণার্থীকে এই বিশেষ শিক্ষা কোর্স হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নার্সারি ও কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা হবে ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- শহরাঞ্চলে যেসব মহল্লায় অত্যাধিক স্কুল গমনোপযোগি শিশু রয়েছে সেসব মহল্লায় নার্সারি ও কিন্ডার গার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিধিবদ্ধ দূরত্ব কার্যকর হবে না।
- শহরের শিল্প এলাকায় পুরোপুরি ও স্বয়ং সম্পূর্ণ নার্সারি ও কিন্ডার গার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সরকার নির্বাচিত এলাকায় মডেল নার্সারি ও কিন্ডার গার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে।

১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কল্পে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক যে সকল প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেনি। পাকিস্তান আমলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের কথা বারবার বলা হলেও বৃটিশ আমলে প্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল চরিত্রের ধারাবাহিকতাই বজায় রাখা হয়।

২.২.৪ বাংলাদেশ আমলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (১৯৭১-২০১৭) ঃ

জাতীয় উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির প্রথম শর্তই হল প্রাথমিক শিক্ষা। আধুনিক বিশ্বের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল ও সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাঙ্গালী জাতিকে একটি উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার বিধান রাখা হয়। আর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষারই সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করছে। প্রাথমিক এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষা লাভের উপর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি জোরালো ও ইতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বব্যাপী অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া ও একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি হ্রাসে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাছাড়া মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। মূলত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ছোট ছোট শিশুদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিভিত্তিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিকাশের মজবুত ভিত্তি তৈরি করে থাকে। এই ভিত্তি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা চিন্তা করে নবগঠিত বাংলাদেশে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭২ সাল থেকেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন সময়ে স্বতঃস্ফূর্ত ও অনানুষ্ঠানিক "শিশু শ্রেণি" চালু করা হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন (কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন) এ শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের জন্য সমসাময়িক, প্রাসঙ্গিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সেখানে শিশুর জন্ম থেকে ৫ বছর পর্যন্ত বয়সকে মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। শিশুর কয়েকমাস থেকে ৩ বছর পর্যন্ত দিবাযত্নের এবং ৩ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত কিন্ডার গার্টেন শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে এবং শিশু প্রারম্ভিক শিক্ষা বিষয়ক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়।

সত্তরের দশকে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটি প্রণীত বিস্তারিত শিক্ষা নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল "একটি শিশু শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন। এই ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য হবে শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিশু শিক্ষা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করে দেশে বিজ্ঞান সম্মত শিশু শিক্ষা প্রবর্তন করা। যতদিন পর্যন্ত

পৃথক ভাবে এই ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা সম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিতে একটি শিশু শিক্ষা বিভাগ খোলা যেতে পারে। ১৯৭৬ সালে শিশুদের নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক ও নৈপূন্য প্রদর্শন মূলক শিল্পকলার সংঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮১ সালে সরকার পরিচালিত শিশু শ্রেণীর জন্য এনসিটিবি চাহিদা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করে, যদিও আগ্রহের অভাবের কারণে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে সব যুগোপযোগী সুপারিশ প্রণয়ন করেছে তা অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয় নাই। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন শিশুর শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক পরিপুষ্টি সাধনে ও সুসমন্বিত ও সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবন যাপন উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে শিশুর আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি স্থাপনে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ৩-৫ বছরের শিশুদের জন্য শিশু শ্রেণি খোলার ব্যবস্থার কথা বলা হয়। স্থানীয় প্রয়োজনে জনসাধারণের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণি নেই সেখানেও শিশু শ্রেণি খোলার সুপারিশ করা হয়।

শিল্পাঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা ও আর্থিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর বর্তাবে। শ্রমজীবি সমাজের শিশুদের জন্য শিশু নীড় গড়ে তোলার সুপারিশ করে। বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুরা (৬ বছর এর নীচে) যারা তাদের বড় ভাই বা বোনের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যায়, তাদের জন্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে স্বতঃস্ফূর্ত ও অনানুষ্ঠানিক "শিশু শ্রেণি" রয়েছে। ১৯৯০ এর দশকে প্রায় দশ লাখ শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসব শিশু শ্রেণিতে যোগ দেয় এবং প্রায় সমান সংখ্যক শিশু বিভিন্ন কিন্ডার গার্টেন, মাদ্রাসা, উপজাতি এলাকার নিকটবর্তী কেন্দ্র (পাড়া কেন্দ্র) এবং শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়।

নব্বই এর দশকের শুরুর দিকে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (INFEP) কর্মসূচীর অধীনে এনজিওদের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় কার্যক্রমে প্রস্তুতিমূলক পড়া, লেখা ও গণিত বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা হয়। ১৯৯২ সালে শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা ও বিকাশ অংশে বেসরকারি ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে বিদ্যমান শিশু শ্রেণি গুলো অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করা হয়, যদিও শিশু শ্রেণিগুলোকে আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হয়নি। ১৯৯৪ সালে একটি সার্কুলার জারির মাধ্যমে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে "শিশু শ্রেণি" আয়োজনে উৎসাহ যোগায়, তবে পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষাক্রমের কোন ব্যবস্থা করেনি। "শিশু শ্রেণিগুলো" বরং "শিশুদেরকে বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডের সাথে পরিচিত করিয়ে দেয়ার একটি কাজ" হিসাবেই ভূমিকা পালন করতে থাকে, সেগুলো "শিশুর বিকাশ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ" করতে পারেনি।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ১৯৯৫সালে জেলা পর্যায়ের কার্যালয় গুলোতে প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু করে, তবে তাদের সেই কার্যক্রম মৌলিক পড়া, লেখা এবং গণিতে সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৯৫ সালে NCTB প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রথম পাঠ প্রণয়ন করেন তবে পরবর্তীতে তা হালনাগাদ করা হয়নি। ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় কমিটি ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষক এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষাপটে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগি করে গড়ে তুলতে প্রথম শ্রেণির প্রথম ছয় মাস শিক্ষাকালকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি এবং শিশু শ্রেণি কার্যক্রম আগের মতোই চলতে থাকে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে ১৯৯১-৯৭ মেয়াদে সমন্বিত ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির (INFEP) শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সম্পর্কিত একটি অংশ ছিল। যার আওতায় একটি পাঠক্রম ও বেশ কিছু শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন করা হয় এবং এই কর্মসূচি থেকে ৬৩,০০০ শিশু উপকৃত হয়। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সরকার PEDP-1 (১৯৯৮-২০০৩) এর মাধ্যমে শিশু শ্রেণি কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও সহায়তা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিন্তু এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোন ধরনের সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০০২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্বাচিত কিছু এনজিওকে অনুমতি প্রদান করা হয়।

সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৮ সালের মার্চ মাসে একটি "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা কাঠামো" প্রকাশ করে যার মাধ্যমে সরকার দেশে বিদ্যমান সকল ধরনের প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রমকে সমন্বয় করে একটি অভিন্ন কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করা হয় যে, সকল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই পরিচালন কাঠামো মেনে চলবে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন কাঠামো, ২০০৮ এ ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাঠামো দেয়া হয়েছে। এই কাঠামোতে সরকারি, এনজিও এবং কমিউনিটি পরিচালিত সকল প্রাক-প্রাথমিক কর্মসূচির জন্য একটি সাধারণ আদর্শমান উল্লেখ করা হয়েছে (প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো, - ২০০৮)।

বাংলাদেশ সরকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ঘোষণা করার মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনঃব্যক্ত করেছে। সরকার নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, তারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে সর্বজনীন করার লক্ষ্যে কার্যকর সহায়তা দেবে। প্রাথমিক ভাবে সরকার দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সহায়তা দেয়ার কথা জানিয়েছেন এবং ২০১২ সালের মধ্যে অবশিষ্ট সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এই শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। এছাড়াও প্রতিটি উপজেলায়

সরকার একটি করে সমন্বিত শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করবে। (বাজেট অধিবেশন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ জুন ৩০, ২০০৯) ।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals) গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ অল্প বয়সী শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। সবার জন্য শিক্ষা (Education for all) এবং ডাকার ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন ২০০০ সনদে স্বাক্ষর করেছে, যেখানে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনের উপায় হিসেবে প্রারম্ভিক শৈশব কালের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে "প্রারম্ভিক শৈশব যত্ন ও শিক্ষা সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন করা হবে, বিশেষ করে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য।" (EFA) অর্জনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। MDG এবং EFA এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বা এদের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় National Plan of Action (NPA) প্রণয়ন করেছেন। NPA অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সকল শিশুর মধ্যে নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রতকরণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলনও অসাম্প্রদায়িক চিন্তার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নত জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এ সকল কর্মসূচীর আওতায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% বা শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধে বিদ্যালয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, বছরের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে উন্নতমানর রঙিন নতুন বই প্রদান, শিক্ষা বঞ্চিত অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের জন্য শিশু বান্ধব শিখন কেন্দ্র স্থাপন করে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুণগত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি নতুন ইউনিট স্থাপন করছে, যার দায়িত্বে আছেন একজন পরিচালক। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালকের মূল দায়িত্বাবলীর অন্তর্ভূক্ত পরিকল্পনা, সমন্বয়, প্রমিতমান নির্ধারণ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার। এই ইউনিট সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সেবাদানকারী এবং শিক্ষা ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করছে । সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর ৫-৯ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৭৬ টি এতিমখানায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করছে। এনজিও পরিচালিত এতিমখানায় ও এই শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শিশুকে সর্বাঙ্গীন ভাবে প্রস্তুত করে তোলার লক্ষ্যেই সুচারুরূপে বিনস্ত করতে হবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সকল শিক্ষা ব্যবস্থা। সেখানে থাকবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক, থাকবে উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষামূলক খেলনা ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি।

সরকার অতি সম্প্রতি ১৯৭৪ সালের কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন এবং শিক্ষা নীতি ২০০০ পর্যালোচনা করে তারই ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ প্রণয়ন করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করেছেন। তাই কমিশন মনে করেন শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর আগে শিশুর অন্তর্নিহিত অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতুহল, আনন্দবোধ ও অফুরন্ত উদ্যমের মতো সর্বজনীন মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। তাই তাদের জন্য বিদ্যালয় প্রস্তুতি মূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরী। অন্যান্য শিশুর সঙ্গে একত্রে এই প্রস্তুতি মূলক শিক্ষা শিশুর মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কাজেই ৫+ বছর বয়সের শিশুদের জন্য প্রাথমিক ভাবে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে তা ৪+ বছর বয়সের শিশু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।

প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম হবে, শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন এবং অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়ণ কমিটি- ২০১০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কতকগুলো কৌশল নির্ধারণ করেছেন তা হলো ঃ

- অন্যান্য গ্রহণযোগ্য উপায়ের সঙ্গে ছবি এবং নানা ধরনের সহজ আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ, মডেল, হাতের কাজের সঙ্গে ছড়া, গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।
- শিশুদের স্বাভাবিক অনসুন্ধিৎসা ও কৌতুহলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি ও উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে আনন্দময় পরিবেশে মমতা ও ভালোবাসার সঙ্গে শিক্ষা প্রদান করা। শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা যেন তারা কোনো ভাবেই কোন রকম শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের শিকার না হয়।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শ্রেণিকক্ষ বৃদ্ধি করা । তবে তা সময় সাপেক্ষে ও ব্যয়বহুল হওয়ায় ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে বলা হয়।
- মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও প্যাগোডায় ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত সকল ধর্মের শিশুদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান, অক্ষর জ্ঞানসহ আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়।

এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর

- আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ও সৌন্দর্য্য ও নান্দনিকতাবোধের বিকাশে সহায়তা করে।

- পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ও উপাদানের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটে।
- নিজস্ব সাংস্কৃতিক আচার, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের পাশাপাশি এর চর্চায় উৎসাহিত হয়।
- নৈতিকতা, সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক হয়।
- শিশুর স্থুল ও সূক্ষ্মপেশী তথা চলনশক্তির বিকাশে সহায়তা করে।
- শারীরিক সুস্থতা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ ঘটে ।
- গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করে।
- শিশুর স্তঃস্ফূর্ত কল্পনা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশে সহায়ক হয়।
- শিশুর আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা বিকাশে সহায়ক হয় এবং নিজের কাজ নিজে করতে উদ্বুদ্ধ হয়।
- শিশুর আবেগ বুঝতে পারা ও তার যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করা এবং পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও ভাগাভাগি করতে উদ্বুদ্ধ করা।
- শতভাগ বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর শিক্ষাভীতি দূর হবে এবং বিদ্যালয়ের প্রতি ইতোবাচক মনোভাব গড়ে উঠবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার এই অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করার জন্য সরকার PEDP-1, PEDP-2 PEDP-৩ এর মাধ্যমে বিভিন্ন সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-১ (১৯৯৭-২০০৩) প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি, প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সপন্ন, মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ নিয়ে কাজ করছে। এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ২ঃ (২০০৪-২০১১) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিকীকরণ এবং দক্ষতার মানোন্নয়ন, বিদ্যালয় ও শ্রেণি কক্ষের মানোন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিদ্যালয়ে সবার সমান সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ শিক্ষার্থীর শিখন ফল অর্জন, সবার সমান অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, আঞ্চলিক ও অন্যান্য পর্যায়ে বৈষম্য কমানো, উপজেলা বা বিদ্যালয় পর্যায়ে পরিকল্পনা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা এবং প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি এই ৫টি ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে একীভূত শিক্ষার আওতায় ৪টি কর্মপরিকল্পনা যেমন Special Need children, Gender, Special tribal children, Vulnerable Group children প্রণয়ণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়ন করছে- PEDP- 3।

একীভূত শিক্ষা: শিশুর মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতিভিত্তিক, ভাষাগত, আবেগ-অনুভূতি ও বিশ্বাস বা অন্য কোনো বিভিন্নতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করাই একীভূত শিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।একীভূত হলো এমন একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া যা শিক্ষার প্রতিটি স্তরের (প্রাক-প্রাথমিক,প্রাথমিক,মাধ্যমিক,উচ্চ শিক্ষা) সকল শিক্ষার্থীকে সফলতার সাথে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করে। একীভূত শিক্ষা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে স্বাভাবিক সমস্যাযুক্ত এবং অসুবিধাগ্রস্থ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থী একত্রে যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে পড়ালেখা করবে। শিক্ষার মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং ভিন্নতাকে বিবেচনা করে একীভূত শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এই প্রμ য়ার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রের যেমন উন্নয়ন হয় তেমনি সকল শিশুর অংশগ্রহণে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধরনের সুফল পাওয়া যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারও প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষা কার্যμ ম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সনদ, ঘোষণা ও নীতিমালা যেমন সবার জন্য শিক্ষা, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ-১৯৯০ প্রভৃতির সাথে বিভিন্ন সময়ে একাত্মতা প্রকাশের বিষয়টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে একীভূত শিক্ষার একটি কর্মপরিকল্পনা ও পরিকাঠামো (Strategies and Action Plans for Inclusive Education) প্রণয়ন করেন। এই পরিকাঠামোতে একীভূত শিক্ষার চারটি ক্ষেত্রের চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো:১. জেন্ডার সমতা ও সাম্য: ২. ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু ৩. ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশু ৪. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা ও সাম্য: 'জেন্ডার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো নারী-পুরুষের সমদর্শিতা। অর্থাৎ নারী ও পুরুষকে সমাজ কীভাবে দেখে অথবা সমাজ নারী-পুরুষকে কীভাবে উপস্থাপন করে মূলত তাই-ই জেন্ডার । নারী পুরুষ সমদর্শিতার বিষয়টিকে একটি সর্বব্যাপী (Cross-Cutting) ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। লিঙ্গভেদের কারণে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা অথবা সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো রকম বৈষম্য সৃষ্টি না হওয়ার প্রμ য়াই হলো জেন্ডার সাম্য। শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জনের জন্য ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে যেন একই ধরনের জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণিক সৌজন্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব গড়ে উঠে তার জন্য শিখন-শিখানো কৌশল এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে তা জেন্ডার নিরপেক্ষ হয়।

- নির্বাচিতব্য কৌশলগুলো ছেলে বা মেয়ে শিশু - উভয়ের জন্য যেন যথাযথ হয়, কেউ যেন তার ভৌগোলিক, নৃ-তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক বা মনো-সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের কারণে নিজেকে অধঃস্তন ভাবার সুযোগ না পায়।

- শিশুদের খেলা নির্বাচন, গল্প ও ছড়া নির্ধারণ ভূমিকাভিনয়ের বিষয়বস্তু চয়ন, শিশুতোষ ব্যায়াম, পাজ্‌ল্‌ বা কাজ পছন্দের সময় জেন্ডার-বান্ধবতার বিষয় বিবেচনায় রাখা হয়।
- শিক্ষা উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে তা জেন্ডার বান্ধব করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সেলক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী ও ওয়ার্ক বুকসহ অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবহৃত ভাষা হবে জেন্ডার নিরপেক্ষ। শিক্ষা সামগ্রীর ভাষায় পক্ষপাতমূলক কোন শব্দ, উদাহরণ বা উপমা ব্যবহার করা উচিত হবে না।
- বিষয়বস্তু রচনা, উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় জেন্ডার সচেতন হতে হবে। মেয়ে শিশুর মর্যাদা সমুন্নত রাখে এবং সেই সঙ্গে পারস্পরিক সম্মানবোধ উজ্জীবিত করে এমন বিষয় শিক্ষা সামগ্রীতে প্রতিফলিত করা ।
- বিভিন্ন পাঠ্য সামগ্রীতে 'নাম' ব্যবহারের সময় যেন শুধু মেয়ে শিশু অথবা ছেলে শিশুর 'নাম' না আসে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। 'নাম' ব্যবহার সমতাভিত্তিক হলে তা সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়।
- শিক্ষা সামগ্রীতে ব্যবহৃতব্য আলোকচিত্র ও অলংকরণের মাধ্যমে যেন মেয়ে শিশুকে হেয় না করা হয় বা পক্ষপাতমূলক চিত্রাবলি প্রতিফলিত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে। মূল্যায়নে জেন্ডার সমতা ও সাম্যের প্রতিফলন নিশ্চিত করতে মূল্যায়ন কৌশল ও পরিমাপক (টুলস) যেন জেন্ডার-নিরপেক্ষ হয় সে দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন।
- শিক্ষাμ মের সফল বাস্তবায়নে জেন্ডার-বান্ধব বিদ্যালয় বিশেষ ভূমিকা রাখে। জেন্ডার-বান্ধব বিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় তা হলো:
- বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়ে শিশুদের জন্য, বিশেষ করে মেয়ে শিশুর সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং উদ্দীপনাময় ও নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখা।
- মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে আসার ক্ষেত্রে যে সব বাধা রয়েছে তা চিহ্নিত করে যতদূর সম্ভব দূরীকরণের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
- গোটা বিদ্যালয়কে এমনভাবে আকষর্ণীয়ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা, নিয়ম কানুন মেনে চলা, শিক্ষক, বিশেষ করে পুরুষ শিক্ষকদের সহায়ক-আচরণ, শিশু-বান্ধব ওয়াশরুমও চাপকল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি যেন মেয়ে শিশুর জন্য কাঙ্ক্ষিত হয় সে বিষয় ব্যবস্থা নেওয়া।
- ছেলে ও মেয়ে শিশুর সমঅংশ গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা খুঁজে বের করা এবং এ সব প্রতিবন্ধকতা অপসারণে অভিভাবক ও সমাজের সহায়তা নিশ্চিত করা।
- চাহিদার ভিত্তিতে ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য সাম্যতার নীতিতে সম্পদ বরাদ্দ করা ।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু ঃ যেসব শিশুরা নানা বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি যেমন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক, প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তারাই ঝুঁকিগ্রস্থ শিশু। এ ধরনের শিশুরা হচ্ছে চরম দরিদ্র্যতার মধ্যে নিমজ্জিত শিশু, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রান্তিক শিশু, ভৌগোলিক কারণে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বা দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী শিশু, কর্মজীবী শিশু, জেলে আটক শিশু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু, পরিত্যক্ত শিশু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশু, এইচআইভি আμ ান্ত শিশু, গোত্র বা জেন্ডার বৈষম্যের শিকার এমন শিশু। ভাষা, লিঙ্গ, পেশা, আয়, পরিবার, সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র জাতিগত বৈচিত্র আঞ্চলিকতা বা দুর্গম এলাকায় অবস্থান করার কারণে কোনো শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত না করা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান, উপযোগিতা এবং একই সাথে শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা। শিখন-শেখানো কৌশল নির্বাচনের সময় এমন সব কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন যেগুলো ঝুঁকিগ্রস্থ শিশুদের সম্বন্ধে ইতিবাচক ধারণা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশু ঃ বাংলাদেশের বৃহত্তর বাংলা ভাষাভাষি শিশুদের পাশাপাশি ৪০টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভাষাভাষি জনগোষ্ঠীর শিশু রয়েছে। এসব শিশুর পরিবেশ, সংস্কৃতি, ধর্মাচারসহ জীবণাচরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এদের জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্য, ভাষা ও নৃ-ভৌগোলিক পরিস্থিতির কারণে এরা স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে অভিহিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুর জন্য দ্বিতীয় ভাষা যেহেতু তাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, এসকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুরা যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তাদের প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ভাষা। এজন্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার এবং একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তির হার বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশি। মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ প্রতিটি শিশুর অধিকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্ম স্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের শিক্ষার পরিবেশ উন্নত ও যুগোপযোগি করার জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করার সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলায় দক্ষতা অর্জন ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য 'মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা' কার্যμ ম (Mother Tongue based Multi Llingual Education-MTbMLE) গ্রহণ করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের মূল্যায়নের ভাষা হবে তাদের মাতৃভাষা।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা : শিক্ষা একটি মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে এ দেশের সংবিধানে স্বীকৃত। সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় অঙ্গীকারের পাশাপাশি ১৯৯৪ সালে স্পেনের সালামনকায় ইউনেস্কো কর্তৃক আয়োজিত World Conference on Special Needs Education: Access and Quality' এর সাথেও বাংলাদেশ সরকার একাত্মতা ঘোষণা করে। শিখনের জন্য বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এমন শিশুরাই হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু। এসব শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোন বিশেষ দিকে যেমন, শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধি, দৃষ্টি, শ্রবণজনিত অসুবিধা থাকতে পারে যা বিশেষ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তার শিক্ষা কার্যμ ম অব্যাহত রাখতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার মূল স্রোতধারার বিদ্যালয়ে মৃদু ও মধ্যম পর্যায়ের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষা কার্যμ মে অংশগ্রহণের বিষয়ে উৎসাহিত করা হয়।

শিক্ষা সামগ্রী প্রস্তুতি, শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতি সমতার দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ওয়ার্কবুকের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও চরিত্র চিত্রণে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতি শ্রেণির অন্যান্য শিশুদের সাথে সহানুভূতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভূতি তৈরি হয় সে বিষয়ে লেখক, চিত্রকরদের সচেতন থাকতে হবে। ওয়ার্কবুকে নেতিবাচক কোন ভাষা ব্যবহার করা সমীচীন নয়। যারা শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করবেন, μ য় করবেন তাদের ভেতর যেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে ধারণা সুস্পষ্ট থাকে।

মূল্যায়নের ভিত্তি যেহেতু Criterion referenced assessment সুতরাং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মুল্যায়ন কৌশল বিশেষক্ষেত্রে ভিন্ন হয়। এসব শিশুদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মুল্যায়ন কৌশল নির্বাচন করা হয়।

- যে সকল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যμ ম পরিচালনা করা সম্ভব তাদের এ সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ প্রদান।
- এ ধরনের শিক্ষার্থীদেরকে যাতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বন্ধু ও সহপাঠী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে সে জন্য শিক্ষকদের বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহশিক্ষাμ মিক কার্যμ ম যথা খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যাতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীগণ সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে অংশ নিতে পারে এ জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা যাতে উপবৃত্তি প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পায় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা।

বিদ্যালয়ে একীভূত শিক্ষার কাজে নিয়োজিত মূখ্য ব্যক্তি (Focal person), অভিভাবক, এসএমসি, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে সমতা বিধানের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মূল্যায়ন। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের যদি প্রচলিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয় তবে এ সকল শিশুদের মূল স্রোতধারায় বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যμ ম

অব্যাহত রাখা দূরহ হয়ে পড়বে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা যাতে শিক্ষা কার্যμ ম সুষ্ঠুভাবে অন্যান্য শিশুদের সাথে চালিয়ে যেতে পারে এজন্য শিক্ষাμ মের মূল্যায়ন কার্যμ মে বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতির সুযোগ রাখা হয়েছে।

২.২.৫ প্রাক-পাথমিক শিড়্গার বৈশ্বিক ইতিহাস

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP), জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO), জাতিসংঘ শিশু তহবিল-এ (UNICEF) এবং বিশ্ব ব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডে জমটিয়েন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত সেনেগালের রাজধানী ঢাকারে ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক কনসালটেটিভ ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত বিশ্ব সামাজিক আন্দোলন জমটিয়েন এবং ঢাকার সম্মেলন বিশ্বজুড়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই ফোরামটি ১৯৯১ সাল থেকে "সবার জন্য শিক্ষা" কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। জমটিয়েন সম্মেলন শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে কারণ এই সম্মেলন থেকেই উচ্চারিত হয় যে, গোটা পৃথিবীর সর্ব বয়সের সকল মানুষের জন্য শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। এই সম্মেলনে শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং শিক্ষাকে নিরাপদ, শক্তিশালী এবং উপযুক্ত পরিবেশ গঠনে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয় (UNICEF,1990)।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকার ঘোষণা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ কারণ বিশ্বে বসবাসকারী শিশু এবং সংখ্যালঘু ধর্মের শিশুদের মান সম্মত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার অধিকারের কথা তুলে ধরেছেন (Torres,2001,p.6)। নার্সারি স্কুল সর্ব প্রথম ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং এশিয়ার যেসব দেশ ইউরোপের উপনিবেশ ছিল বিশেষ করে চীন এবং ভারতে স্বীকৃতি লাভ করে (Kamerman,2006)। এ্যাংলো আমেরিকার দেশ, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ায় প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক এবং এর ক্রম বিকাশের ইতিহাস নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

<u>ইউরোপ এবং এ্যাংলো আমেরিকার দেশ সমূহে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ঃ</u> গোটা বিশ্বে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা পরিবর্তিত রূপ লাভ করার অন্তরালে বেশ কয়েকটি নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে অর্থনৈতিক উত্থান এবং নারীদের বেতনভূক্ত কর্মসংস্থান পিতা-মাতাকে তথাকথিত শিশু সেবা এবং শিক্ষার অনুশীলন সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে। কোনো কোনো দেশে ২৫-৫৪ বছর বয়সী

মহিলাদের শতকরা ৭৫ জন শ্রম বাজারে নিয়োজিত (OECD, 2006, p.20)। নারী কর্মসংস্থানের এই তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র তাদের সন্তানদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা অনেকাংশে বৃদ্ধি করে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের যত্ন নেওয়া সংক্রান্ত নীতি এবং কর্মসূচি ইউরোপ এবং এ্যাংলো আমেরিকার দেশ সমূহে ব্যাপক উন্নতি লাভ করে (Kamerman, 2006)। Kamerman এর মতে, সকল দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিপ্লব শুরু হয় মূলতঃ ব্যক্তিগত চ্যারিটি থেকে যা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এবং মধ্যভাগে সূচনা লাভ করে এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সরকারি পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং প্রসার লাভ করে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দী জুরে (Sells, 2012)। জার্মানীর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গোটা বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে। "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা" বা Pre-school শব্দটির অর্থ হল "শিশুদের বাগান" যা একজন জার্মান আবিষ্কার করেন। ঐ জার্মান কর্তৃক আবিস্কৃত 'শিশুদের বাগান' বা Children's Garden প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার তত্ত্ব ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করেছে। ফ্রেডরিক ফ্রোয়েবেল সর্ব প্রথম জার্মানীতে ১৮৩৭ সালে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নার্সারী স্কুল সর্ব প্রথম চালু হয় ইংল্যান্ডে ১৮১৬ সালে। এই নার্সারী স্কুল তুলা কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের শিশুদের দিবা যত্ন সেবা প্রদান করতো। পাঁচ বা তদুর্দ্ধ বছর বয়সী ইংরেজ শিশুদের বাধ্যকতামূলক শিক্ষা শুরু হয় ১৮৭০ সালে (Sells, 2012)।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে এবং ইতালীতে ব্যক্তি মালিকানা থেকে সরকারি মালিকানা প্রতিষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন শুরু হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এরূপ আন্দোলন যাত্রা শুরু করে। সেসব প্রতিষ্ঠানগুলো মূলতঃ গরীব, অনগ্রসর এবং পরিত্যক্ত শিশুদের নিয়ে কাজ করতো (David & Lezine, 1974; Pistillo, 1989)। ফ্রান্সের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৮৩৬ সালে ৩ থেকে ৫ বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য কার্যক্রম হাতে নেয় এবং পরবর্তীতে ঐ কার্যক্রম সরকারি বিদ্যালয়গুলোর সাথে ১৮৮৬ সালে সমন্বিত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকে ঐ শিক্ষা প্রসারের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির চাপ বেড়ে যায় এবং সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিশুদের ঐ শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করে (Kamerman, 2006)। ১৯০৭ সালে মারিয়া মনটেসরী ইতালীতে একটি স্কুল খোলেন এবং তিনি পর্যবেক্ষণ করে এই মতামতে উপনীত হন যে, শিশুরা উপযুক্ত পরিবেশে সবচেয়ে বেশী শিখে (Sells, 2012) ।

আমেরিকায় কোমলমতি শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় শিশু বিদ্যালয় বা ইনফ্যান্ট স্কুলের মাধ্যমে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমেরিকার অর্থনীতি চাঙ্গা হতে শুরু করে এবং অভিবাসীদের

আগমন ঘটতে থাকে। এই পরিস্থিতির কারণে আমেরিকায় দিবা নার্সারি স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় যা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কিত বিষয়াদি শিক্ষা দিতো এবং তাদের পিতা মাতাদেরকে চাকুরীতে প্রবেশের বিভিন্ন বিষয়াদি এবং ভাষা শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদির শিক্ষা দেয়া হয় (Kagan & Reid, 2008, p.3)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে শেষ ভাগ পর্যন্ত সময়ে শুরু হওয়া আমেরিকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত ছিল পুষ্টি, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং সু-স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা যার লক্ষ্য ছিল শিশুদের দৈহিক বিকাশ (Beatty,1995; Cahan, 1989; Ross, 1976)। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন প্রাক-বিদ্যালয়গুলোর প্রতি জনসমর্থন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। তখন আমেরিকার প্রায় অর্ধেক সরকারি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অন্তর্ভূক্ত হয় (Kahn & Kamerman, 1987)। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত জাতীয় বিপর্যয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার "চাইল্ড কেয়ার" নামে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে দারিদ্রকে ঘিরে যে যুদ্ধ শুরু হয় তা নিম্ন আয়ের গরীব শিশুদের জন্য গৃহীত "Head start" কার্যক্রমকে আন্দোলিত করে। এই কার্যক্রম এখনো আমেরিকা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে (Kagan & Reid, 2008)।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ঃ অস্ট্রেলিয়ায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নারীদের দাতব্য কাজের অংশ হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যাত্রা শুরু করে। ফ্রোয়েবেল এর শিক্ষানীতি অনুসারে সিডনীর ক্রাউন স্ট্রীট পাবলিক স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয় ১৮৮২ সালে (Brennan, 1994)। উপরে উল্লেখিত পশ্চিম ইউরোপের প্রাক-শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করেছে। এর মধ্যে একটি হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণিগুলোতে ফ্রোয়েবল এর পদ্ধতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন। অন্যটি হল নিউ সাউথ ওয়েলসে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ইউনিয়ন এর উত্থান যেটি সিডনির বস্তি এলাকায় বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল (Mellor, 1990)।

১৯৮৩ সালে সিডনিতে ধন্যাঢ্য পরিবারের মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় এবং রাষ্ট্রীয় সরকার এই কার্যক্রমে আগ্রহ প্রকাশ করে। ফলশ্রুতিতে, একদল সমাজ সংস্কারক এবং শিক্ষাবিদ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রি-স্কুল ইউনিয়ন অব নিউ সাউথ ওয়েলস প্রতিষ্ঠা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের মত অস্ট্রেলিয়ায় ও কিছু কিছু ব্যক্তি আবেগিক এবং শিক্ষার উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে গ্রহণ করে সমাজ পুনর্গঠনের একটি পদ্ধতি হিসাবে (Brennan, 1994)। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির

নারীরা অপরিচ্ছন্ন, জনাকীর্ণ এবং দরিদ্র এলাকায় বসবাসরত নিম্ন শ্রেণির পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ধ্যান-ধারণা সঞ্চালিত করতে চেয়েছিল (Brennan, 1994)। যদিও অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ভিত্তি হিসাবে ফ্রোয়েবল এর পদ্ধতি অনুসরণ করতঃ তথাপি এই শিক্ষা আমেরিকার অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়। যা আধুনিক সামাজিকীকরণে গুরুত্ব বহন করে (Mellor, 1990) ।

অতএব তাদের নিয়মনীতি এবং কার্য-কলাপ (অনুশীলন) মন্টেসরী এর মতো নতুন নতুন তত্ত্ববিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সাথে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ফলশ্রুতিতে প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি করে অবৈতনিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংঘ গড়ে উঠে। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশে প্রোটেস্ট্যান্ট গীর্জাগুলো প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ১৯০১ সালে অস্ট্রেলিয়ার মেলবার্নের কার্লটনে সর্বপ্রথম প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় একদল মহিলা ব্যপ্টিস্টদের দ্বারা (Brennan, 1994) । ১৯৯৫ সালে একদল প্রেসবিটারিয়ান অস্ট্রেলিয়ার অত্যন্ত ঘন বসতিপূর্ণ মেলবোর্ন শহরের শহরতলী বার্ণলীতে একটি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করে যেখানে দরিদ্র পরিবারের লোকেরা বসবাস করতো (Brennan, 1994) । অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়াতে স্থাপিত প্রি-স্কুল এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ সদস্য এবং সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির সদস্য যেমন- গভর্নর জেনারেল এর স্ত্রী, লেডি জারা গাওরি এই শিক্ষার প্রসারে উৎসাহী ছিলেন এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক নীতি ঃ- সাম্প্রতিক বছর গুলোতে অস্ট্রেলিয়া সরকার শিশুদের শিখন প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে মনোযোগী হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক-শৈশব শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষকদের জন্য সর্ব প্রথম জাতীয়ভাবে "প্রারম্ভিক বছরের শিক্ষা কার্যক্রম অবকাঠামো" ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। অস্ট্রেলিয়া সরকারের কাউন্সিল বা পর্ষদ এই কার্যক্রমকে প্রাক শৈশব শিক্ষাখাত, প্রাক-শৈশব সম্পর্কিত শিক্ষাবিদ, অস্ট্রেলিয়া প্রাদেশিক ও টেরিটরী সরকারের সহায়তায় উন্নত করে। এই প্রামানিক দলিলের লক্ষ্য হল শিক্ষানুরাগীদের সমর্থন যোগানো এবং পথ দেখানো যাতে তারা শিশুদের শিক্ষার জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে পারে তাদের নৈপুণ্য ও ভবিষ্যৎ সাফল্য অর্জনের ভিত্তি স্থাপন করা (শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিভাগ,অস্ট্রেলিয়া)। এই শিক্ষা কাঠামো স্বীকৃতি দেয় যে, প্রাক- শৈশব পর্যায় শিশু শিখনের ও তাদের বিকাশের একটি মৌলিক সময়। প্রাক শৈশব পর্যায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে যাতে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা গুণগত শিক্ষা লাভ করতে পারে। এই শিক্ষা অবকাঠামো শিশুদের খেলার মাধ্যমে শিখন, ভাষাগত যোগাযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধি ,অক্ষর ও সংখ্যাজ্ঞান বৃদ্ধি এবং সামাজিক ও আবেগিক উন্নয়নের উপর জোর

দিয়ে থাকে (Department of Education,Employment and Workplace relations for the Council of Australian Governments, DEEWR, 2009)।

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় শিক্ষা অবকাঠামো শিশুদের জীবনকে টিকিয়ে রাখা, অবস্থান করা এবং হওয়া এই তিনটি স্তরে বিভক্ত করে। 'টিকিয়ে রাখা' বলতে বুঝিয়েছেন শিশুদের পরিবারের সদস্যদের সাথে, প্রতিবেশীদের সাথে এবং কোন গোষ্ঠীর সাথে পারস্পারিক নির্ভরশীলতাকে স্বীকৃতি দেয়া। "অবস্থান করা" বলতে বুঝানো হয় শিশুদের জীবনে স্থান এবং সময়ের প্রভাব। "হওয়া" বলতে বুঝানো হয় পরিপূর্ণ এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সমাজে শিশুর শিখন প্রক্রিয়াকে (DEEWR, 2009)।

২.২.৬ এশিয়ার কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিড়্গা

যেহেতু বাংলাদেশ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে অবস্থিত সেহেতু বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশ-গুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কিভাবে চলছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। মূলতঃ পৃথিবীর সকল দেশের শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রবেশের পূর্বে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার এই ধাপটি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং সাব সাহারা আফ্রিকান দেশগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সব দেশ- গুলোতে শিশুরা দরিদ্র ক্লিস্ট পরিবশে বেড়ে উঠে (Rao & Sun,2010)। গোটা বিশ্বের ২০০ মিলিয়নেরও বেশি শিশু যাদের বয়স পাচ বছরের নীচে তারা যথাযথ ভাবে বেড়ে উঠছে না। এর কারণ তারা গরীব, স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং পুষ্টিগত সুবিধা থেকে বঞ্চিত অথবা তারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও পরিচর্যা থেকেও বঞ্চিত (Grantham-McGregor,Cheung,Cueto,Glewwe,Richter & Strupp,2007)। এই সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকাংশই বসবাস করে ভারতে, আফগানিস্তানে, বাংলাদেশে, কম্বোডিয়ায় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী লাওসে। এই সকল শিশুদের শারীরিক বা দৈহিক বৃদ্ধি বিলম্বে ঘটার ঝুঁকি থাকে এবং বিদ্যালয়ে তাদের সফলতার হারও তুলনামূলকভাবে কম (Grantham,McGregor,Cheung,Cueto,Glewwe,Richter & Strupp,2007)।

নব্বই দশকের পূর্বে এই সব দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি মানুষের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না এবং এর কোন তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়নি। উপরে উল্লেখিত দুটি বিষয় যথা- সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন (১৯৯০) এবং ঢাকার ফ্রেম ওয়ার্ক ফর এ্যাকশন (২০০০) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটকে পরিবর্তন করতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে যা এশীয় দেশগুলোতে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই দুইটি সম্মেলন আলোকপাত করেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিশুদের মৌলিক অধিকার। সম্মেলন দুইটির একটি উল্লেখযোগ্য

সাফল্য হল এশিয়ার অনেক দেশে শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্বে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় (Kamerman,2006)।

২০০৯ সালে প্রকাশিত ইউনেস্কো প্রতিবেদন প্রমান করে যে, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সামষ্টিক অনুপাত ২০০৭ সালে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ায় লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়েছে (Rao & Sun,2010)। এই প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ গুলো "সবার জন্য শিক্ষা" এর লক্ষ্য অর্জনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় ভারত সরকার শিশু বিকাশের সবচেয়ে বড় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার নাম হচ্ছে "সমন্বিত শিশু বিকাশ সেবা-১৯৯৫"। এই কর্মসূচী ভারতে ১২১ মিলিয়ন শিশুকে শিক্ষা সেবা প্রদান করছে (Government of India,2009; Rao & Sun,2010)।

ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় শিক্ষানীতি আইন (২০০৩) প্রাক-শৈশব পরিচর্যা এবং শিক্ষার সংজ্ঞা ও সুযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে (Rao & Sun,2010)। ফিলিপাইনে প্রাক-শৈশব পরিচর্যা ও বিকাশ আইন, ২০০০ (ECCD) একটি সমন্বিত এবং বস্তুনিষ্ঠ জাতীয় প্রাক-শৈশব নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। অধিকিন্তু ফিলিপাইন সরকারের মৌলিক শিক্ষা আইন ২০০১ প্রাক-শৈশব শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতি রূপে স্বীকৃতি দেয় যা মৌলিক শিক্ষার অংশ হিসাবে কাজ করে (Caoli-Rodriguez, 2008)।

বাংলাদেশে প্রায়োগিক অবকাঠামোগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ২০০৮ প্রাথমিক এবং গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে ৩ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে যথাযথ পরামর্শ দেওয়া। এই কার্যক্রম সরকারি, বেসরকারি এবং কমিউনিটি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় মানদন্ড নিরুপন করে দেয় হয়েছে (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০৯) ।

যদিও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে তথাপি এশীয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর নিকট এটি একটি চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই শিক্ষা পদ্ধতি ইসিইসি (ECEC) কর্তৃক বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার ফলে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের কারণে, সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাছে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে দূর্বলতার কারণে, বয়সভিত্তিক দলে বিভাজন করার ব্যর্থতার কারণে, শিশু পরিচর্যা এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান থাকার ফলে, কার্যক্রমটির মান নিম্ন হওয়ার ফলে এবং শিক্ষক স্বল্পতার ফলশ্রুতিতে এই ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিয়েছে (Kamerman,2006,p.32)।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মত এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সকল উপ-অঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সামগ্রিক হার বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুরা এখন বিদ্যালয় ভিত্তিক, কেন্দ্রভিত্তিক, কমিউনিটি ভিত্তিক অথবা বাসাবাড়ী ভিত্তিক গড়ে উঠা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দিচ্ছে (Rao & Sun,2010)।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার এই দ্রুত অগ্রগতি এশিয়ার বিভিন্ন অংশে এর মান নিয়ে উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছে। যাহোক এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ শিশু এখনো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ না পাওয়ার কারণ হচ্ছে দারিদ্র, পিতা-মাতার শিক্ষার নিম্নমান, ভাষা এবং জাতিগত সমস্যা, গ্রাম্য আবাসন এবং শারীরিক অক্ষমতা (Rao & Sun,2010)।

ভারতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ঃ ভারতের শিক্ষার ইতিহাস ঐ দেশটির ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্মীয় দর্শন এবং বৈদেশিক সামাজিক, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রভাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে ফরাসী, পর্তুগীজ, ডাচ এবং বৃটিশ ব্যবসায়ীরা এবং পরবর্তীতে ট্রেডিং কোম্পানী ভারতে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে আসে। তারা ইউরোপীয় এবং খ্রিষ্টীয় শক্তিকে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় অণুপ্রবেশ ঘটান (গুপ্ত, ২০০৬)। ভারতের শিক্ষায় বৃটিশদের হস্তক্ষেপের মূল বিষয়টি ছিল শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজির প্রচলন এবং পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক পদ্ধতি চালুকরণ (গুপ্ত, ২০০৬) । এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়বস্তু না বুঝে মুখস্থ করাকে উৎসাহিত করে এবং এটি পরীক্ষা নির্ভর পদ্ধতিতে পরিণত হলো। বৃটিশরা এই শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন কেরাণী এবং নিম্নপদস্থ আমলা তৈরি করার জন্য যাহা তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করবে। ভারতে এখানো বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয় এই পদ্ধতি অনুসরণ করছে (গুপ্ত, ২০০৬)।

বর্তমানে ভারতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার এবং পরিচর্যা কেন্দ্রের অভাবে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ অনুশীলন ব্যহত হচ্ছে, ঝরে পড়া এবং একই শ্রেণিতে থাকার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে (Kaul & Sankar,2009)। ফলে ভারতের সংবিধানের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য। ভারতের জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম- ২০০৫ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মেয়াদ ২ বৎসর করেছে যাতে শিশুরা খেলাধুলার মাধ্যমে সঠিক ভাবে নিজেদেরকে বিকশিত করতে পারে। ভারতে প্রায় দশ লক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করছে (Kaul & Sankar,2009)।

শ্রীলংকায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ঃ শ্রীলংকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ যার সভ্যতার ইতিহাস দুই হাজার বছরেরও বেশী বছরের পুরানো। এই দেশটি ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল। বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ

আইন দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক অযাচিত অন্যায়ের জন্ম দিয়েছে। বৃটিশ শাসনাধীন শ্রীলংকার শিক্ষা ব্যবস্থায় মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তিদের। অধিকন্তু ইংরেজী ভাষাভিত্তিক শিক্ষা ছিল ভাল চাকুরী পাওয়ার এবং সামাজিক মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট স্বরূপ (MHRDECA,2004)। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় শ্রীলংকায় প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুসারে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শুধুমাত্র পঠন,লিখন,গণনা শিক্ষা দেয়াই নয় বরং শিক্ষার্থীদেরকে পঠনে এবং লিখনের জন্য প্রস্তুত করা এবং তাদেরকে অভিজ্ঞ করে তোলা যা তাদের সামগ্রীক উন্নয়ন সাধন করবে (Agbenyega,2009 ; Ahmed et al.., 2005; Friere, 1998;Mprah, 2008; EC)।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শ্রীলংকা এখন পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান এবং উন্নয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগী নয় (Achchillage, 2002; MHRDECA, 2004)। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত শ্রীলংকায় পাঁচ বছরের পরে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য শিশুদেরকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় (MHRDECA,2004)। তাছাড়া গৃহযুদ্ধ শ্রীলংকার তিন লক্ষ শিশুকে বাস্তুহারা করেছে এবং এতিমে পরিণত করেছে যারা বর্তমানে মানসিক চাপে এবং নিরাপদহীন পরিবেশে বসবাস করছে (Achehillage, 2002) । Achehillage এর মতে, বিদ্যালয় এবং হাসপাতালগুলোতে সেবার মান খারাপ হওয়ার কারণে শিশুরা মান সম্মত শিক্ষা এবং চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে শ্রীলংকার অনেক জায়গায় নাগরিক আইনের প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

২০০১ সালে শ্রীলংকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ "প্রাক-শৈশব পরিচর্যা এবং শিক্ষা" নামে একটি জাতীয় নীতি নির্ধারণ করে। বর্তমানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সমাজ সেবা এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (শিশু সচিবালয় দপ্তর) ; মানব সম্পদ, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় একত্রে এই আইনকে সংশোধন করছে (MHRDECA, 2004) । ২০১০ সালে উপাত্ত অনুসারে, শ্রীলংকার উনিশটি জেলায় প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৭২৫ টি যেখানে ২০৪৬৯৫ জন শিশু প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে (MHRDECA, 2004)।

শ্রীলংকার সরকার আশা করে এই সংখ্যা এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অভিভাবকদের মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেক দিবা পরিচর্যা কেন্দ্র "প্রাক-শৈশব পরিচর্যা এবং বিকাশ কর্মসূচি" হাতে নিয়েছে (MHRDECA, 2004)। যদিও শ্রীলংকার সরকার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন কল্পে কাজ করে যাচ্ছে তথাপি দেশটি এখনো এ ব্যাপারে কিছু কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় দেশটির সরকার এবং প্রাক-শৈশব শিক্ষা এবং

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। তাছাড়া নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং বিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ সুবিধার অভাব প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মানের ব্যাপারে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে (MHRDECA,2004) ।

ইন্দোনিশায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ঃ ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এর জনসংখ্যা ২০০ মিলিয়নেরও বেশী। এটি একটি নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ। ইন্দোনেশিয়ার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যপ্তিকাল ছয় বছর। এছাড়া নিম্ন মাধ্যমিক স্তর ৩ বছর মেয়াদী, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর তিন বছর মেয়াদী এবং উচ্চ শিক্ষা স্তর ৪ বছর মেয়াদী। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় শিক্ষানীতি আইন ২০/২০০৩ মৌলিক শিক্ষার পূর্ববর্তী ধাপ হিসাবে প্রাক-শৈশব শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই আইনে আরও উল্লেখ করা হযেছে যে প্রাক- শৈশব শিক্ষা আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক অথবা উপানুষ্ঠানিকভাবে আয়োজন করা যেতে পারে। ইউনেস্কোর ২০০৩ সালের প্রতিবেদন অনুসারে বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় প্রাক-শৈশব শিক্ষার পাঁচ ধরনের কার্যক্রম চালু আছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা তামান কানক (TK) এবং ইসলামিক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা রৌদাতুল আথফল (RA) এগুলো হল মূলতঃ চার থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের জন্য কেন্দ্রভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম। উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য একই কিন্তু R A (চৌদাতুল আথফল) ইসলামী শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

এই দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে সকল বিষয়ের প্রতি বেশী আলোকপাত করে সেগুলো হল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু বিকাশ, শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতকরণ এবং রৌধাতুল আথফলের সাথে সম্পর্কযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষা। ২০১২ সালের উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, ইন্দোনেশিয়ায় ৪৭,৭৪৬ টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যেখানে ১৭,৪৯,৭২২ জন শিশু শিক্ষা গ্রহণ করছে। পক্ষান্তরে গোটা ইন্দোনেশিয়া ১১৫৬০ টি ইসলামিক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে ৩৭৮০৯৪ জন শিশু শিক্ষা গ্রহণ করে। ২০১৫ সালে এসে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৩০ লক্ষ শিশু শিক্ষা গ্রহণ করছে। এই প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলো প্রতিদিন ২ ঘন্টা করে শিক্ষা কার্যক্রম চালায়। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় তামান কানক এবং রৌদাতুল আথফল এর কার্যক্রম তদারকি করে থাকে।

প্লেগ্রুপ (শিশু শ্রেণি) অথবা কেলুম্পক বারমেইন (K B) দুই থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের খেলা- ধুলা ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে এবং শিশুদেরকে মানসিক এবং আবেগিক বিকাশে সহায়তা করে থাকে। ২০১২ সালে সংগৃহীত উপাত্ত অনুসারে এই সব প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৫৬টি এবং এই বিদ্যালয় গুলোতে ৩৬৬৪৯ জন শিশু ভর্তি হয়। এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলো সপ্তাহে তিন দিন দুই ঘন্টা করে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাক্রম সরবরাহ করে এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর কার্যক্রম তদারকি করে।

শিশু চর্চা কেন্দ্র বা তামান পেনিটিপান আনক (TPA) তিন মাস বয়সী থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের সেবা প্রদান করে, বিশেষ করে যে সকল শিশুদের মা কর্মজীবি। এই শিশু সেবা কেন্দ্র গুলো পিতা- মাতার কর্মস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত। শহর অঞ্চলে এই কেন্দ্র গুলো সেবার সাথে সাথে শিক্ষাকেও সম্পৃক্ত করেছে এবং উচ্চ আয় সম্পন্ন কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের সেবা এবং শিক্ষা প্রদান করছে। ২০০২ সালের সংগৃহীত উপাত্ত থেকে জানা যায় টিপিএ এর সংখ্যা ১৭৮৯ টি যেখানে ১৫৩০৮ জন শিশু ভর্তি করা হয়েছিল। এই শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র গুলো প্রাত্যহিক আট থেকে দশ ঘন্টা কার্য পরিচালনা করে থাকে। দেশটির জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিচর্যা কেন্দ্রগুলোতে শিশু বিকাশের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সেবা কেন্দ্র গুলোতে শিশু সেবা এবং সমাজ সেবা সম্পর্কিত উপকরণ সরবরাহ করে এবং সেগুলোর কার্যক্রম তদারকি করে থাকে।

পসিয়ানডু অথবা সমন্বিত কার্যক্রম পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে একটি এলাকা ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ছিল যেখানে গর্ভবতী মা বা যে সকল মা নবজাত শিশুদের দুধ পান করান তারা স্বাস্থ্য সেবার জন্য আসতো। উদাহরণ স্বরূপ সেখান থেকে তারা সম্পূরক পুষ্টি, নিজেদের জন্য এবং তাদের সন্তানদের জন্য টিকা নেওয়া সম্পর্কে সহায়তা পেতো। ইহা বর্তমানে মায়েদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সেবা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মায়েরা এখন এই সব কেন্দ্রে মাসে দুইবার আসে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে এবং পিতা-মাতা হিসাবে কিভাবে আরো বেশি দায়িত্ব পালন করা যায় সে ব্যাপারে শিখতে। সাম্প্রতিক সময়ে এই কেন্দ্র গুলো শিশুদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এই সব কার্যক্রমের অংশ হিসাবে শিশুরা সেবা কেন্দ্র গুলোতে তাদের মায়েদের সঙ্গ দিতে পারে। এই কেন্দ্র গুলো প্রতি মাসে ২ বার করে ২ ঘন্টা ব্যাপী কোর্স পরিচালনা করে থাকে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই কার্যক্রম শুরু করেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় উক্ত কার্যক্রমে যান্ত্রিক সহায়তা প্রদান করেছে এবং কার্যক্রমটির তদারকির দায়িত্ব নিয়েছে।

মায়েদের কার্যক্রম অথবা বিনা কেলুয়ারগা বালিতা (B K B) এর প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য হল শিশু লালন পালনের ব্যাপারে মায়েদের বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা। যেমন- শিশু লালন পালন এবং তাদের দৈহিক, আবেগিক এবং বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশ পর্যবক্ষেণ করা। বর্তমানে এই সংস্থাটি পসিয়ানডু এর সাথে যৌথ উদ্যোগে শিশু লালন পালনের বিষয়টিকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। পসিয়ানডু এবং BKB উভয় সংস্থাগুলো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এর কার্যক্রম মাসে ২ বার ২ ঘন্টার জন্য চালু থাকে। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় নীতি প্রণয়ন করে এবং জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা সমন্বয় বোর্ড সেবা প্রদান করে এবং কার্যক্রম দেখভাল করে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র প্রাক- শৈশব শিক্ষার জন্য ২০০২ সালে দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেছে।

দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম একটি চলমান এবং নিত্য শিখন অবকাঠামোর অবয়ব থেকে বিভিন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সেবার প্রধান সমন্বয়ক হিসাবে কাজ করে (ইউনেস্কো, ২০০৫)।

প্রাক-শৈশব শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উন্নয়ন কল্পে বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাটিকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সুবিধাদি এবং টি কে শিক্ষা কর্মকর্তাদের পেশাগত উন্নয়ন মান-সম্মত পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলছে। প্রাক-শৈশব শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাক-শৈশব শিক্ষা ফোরাম এবং প্রাক-শৈশব শিক্ষা কনসোটিয়াম এর যৌথ সহায়তায় T P A এবং K B শিক্ষকদের জন্য চাকুরী কালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করছে (ইউনেস্কো, ২০০৫)।

একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে ইন্দোনেশিয়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের নিম্ন অংশ গ্রহণের হার মোকাবেলা করছে। ইউনেস্কোর ২০০৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার হার সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন। ২০১০ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রাক শৈশব শিক্ষায় ৪ বছর থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের উপস্থিতির হার ছিল ১৫%। বিশ্ব উন্নয়ন সূচক (World Develoment Indicators) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এই হার ২০১০-২০১১ সালে ২০% এ উন্নীত হয়। তথাপি ইন্দোনেশিয়া এশিয়ার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে আছে। উদাহারণ স্বরূপ বলা যায়- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু উপস্থিতির হার ২০০৪ সালে ভারতে ছিল ২৬% এবং ভিয়েতনামে ছিল ৪৩% যদিও এই দুইটি দেশের মাথা পিছু জিডিপি ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে কম ছিল (বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট, ২০১২)।

ইন্দোনেশিয়ার আরো একটি সমস্যা হল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সেবায় অসম সুযোগ। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার গ্রাম্য এবং শহরে শিশুদের মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধান লক্ষ্যনীয়। ২০১৩ সালে প্রাক - শৈশব শিক্ষা সেবায় শহর অঞ্চলের শিশুদের উপস্থিতির হার ছিল ৪৫.৩% যেখানে গ্রাম অঞ্চলের শিশুদের হার হল ২৪.১% (ইউনেস্কো, ২০১৫)। অধিকন্তু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের বিনিয়োগের অভাবে এবং বেতনভুক্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের কারণে পিতা-মাতার কাছে তাদের শিশুদের জন্য এই শিক্ষা বোঝা মনে হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া শিক্ষা ক্ষেত্রে জিডিপি'র মাত্র ১.৩% বিনিয়োগ করে। ২০১৩ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য শিক্ষা বাজেট ছিল ০.৫৫%। এই বাজেট বরাদ্দ ছিল প্রাক-শৈশব পরিচর্যা এবং শিক্ষার জন্য (ইউনেস্কো, ২০১৫)। তাছাড়া ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়স্থ দুটি অধিদপ্তর দেশটির প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাক-শৈশব সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সমন্বয়ে ব্যাপক হিমশিম খাচ্ছে।

২.২.৭ সমন্বিত প্রারম্ভিক শিশু যত্ন ও বিকাশ

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের ধারণা ঃ শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের ধারণা একটি ব্যাপক ও বহুমুখী বিষয়। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ হলো প্রতিটি শিশুকে তার প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করা, যা তার জন্মের সময় থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। সবার জন্য শিক্ষা (EFA) ছয়টি প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে প্রথমটিতে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের (ECCD) বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে স্থান দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা কাঠামো -২০০৮ শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। বর্তমানে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা ও পরবর্তী জীবনের শেখার ভিত তৈরির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত।

সাধারণভাবে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বলতে শিশুর জীবনের প্রথম বছরগুলোর সার্বিক বিকাশকে বোঝায়। বাংলাদেশে শিশু জন্মের পর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পূর্বের সময়কালকে প্রারম্ভিক বিকাশকাল হিসেবে ধরা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশকাল আট বছর বয়স পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়। একটি শিশু জীবনে গর্ভাবস্থা থেকে প্রথম আট বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। কারণ এ সময়েই একটি শিশুর পরবর্তী জীবন গঠনের ভিত রচিত হয়। এই সময়কাল শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব নামে পরিচিত।

শিশুর বৈশিষ্ট্য, আচরণ এবং মনোদৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশের ধরণের উপর নির্ভর করে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশকাল নির্ধারিত হয়ে থাকে। জুডিথ ইভান্স- এর মতে, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের অর্থ হলো প্রতিটি শিশুকে তার বেঁচে থাকা, সুরক্ষা পাওয়া, যত্ন ও শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করা, যা তার জন্মের সময় থেকে ৮ বছর বয়স পর্যন্ত কাম্য মাত্রার বিকাশ নিশ্চিত করবে। ইসিসিডি শিশু উন্নয়নের একটি সমন্বিত ও সামগ্রিক ধারণা, যা পরিবারকেন্দ্রিক, শিশু বান্ধব ও কম্যুউনিটিভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে গর্ভাবস্থা থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার, সুরক্ষা, যত্ন ও সর্বোচ্চ বিকাশ লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

সাধারণত এ সময়ে শিশুর শেখার ধরণ, চিন্তা-চেতনা, আচরণ এবং বৈশিষ্ট্যে বিশেষ ধরণের ও প্রকৃতি লক্ষনীয়, যা তাকে অন্য বয়সের থেকে আলাদা স্বাতন্ত্র প্রদান করে। শিশু মনোবিজ্ঞানী জ্যা পিয়াজের মতে, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশকালে শিশুর চিন্তা তার প্রত্যক্ষণের (Perception) উপর নির্ভরশীল থাকে। তার মতে, প্রাক-বিদ্যালয়গামী শিশুরা সমস্যা সমাধানে প্রতীক বা সংকেত ব্যবহার ও মনে মনে চিন্তা করে শেখে। প্রারম্ভিক কালে তাদের ভাবনা-চিন্তা নিরেট বস্তু ও চোখের সামনে যা কিছু তাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে বেশি। প্রারম্ভিক বিকাশ থেকেই শিশুরা ধীরে ধীরে যৌক্তিক চিন্তা করতে শুরু করে। বিশিষ্ট শিশুবিজ্ঞানী লেভ ভেগস্কির মতে, 'এ বয়সে শিশুরা বিভিন্ন খেলা (Play) ও কাজের (Activity) মাধ্যমে তাদের জ্ঞান গঠন করে।

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ এর তাৎপর্য ঃ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্ব নানা কারণে অপরিসীম। শিশুর সার্বিক উন্নয়নের একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে প্রারম্ভিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, যত্ন ও শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের ধারণাটি বেশ গুরুত্বের সাথে স্থান পেতে দেখা যাচ্ছে। আধুনিক গবেষণায় শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের জন্য গৃহীত কার্যক্রমকে বড় ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হয়। প্রারম্ভিক বিকাশকাল শিশুর জীবনের বিভিন্ন দক্ষতা লাভের ক্ষেত্রে খুবই সংবেদনশীল (Sensitive) এবং গুরুত্বপূর্ণ (Critical) সময় অতিক্রম করে। গবেষণায় দেখা গেছে, সংবেদনশীল সময়ে শিশুর বিকাশমূলক কিছু উদ্দীপনা তৈরী না করা গেলে স্নায়ূকোষগুলো অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর হয় (বার্নার, ১৯৯৯)।

আমেরিকার ন্যাশনাল কাউন্সিলের গবেষণায় দেখা গেছে, জন্মের পর থেকে প্রথম পাঁচ বছর শিশুর মস্তিস্কের বিকাশ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘটে, যা জীবনের অন্য কোনো সময়ে ঘটে না এবং এসময় শিশু সবচেয়ে বেশি শেখার জন্য প্রস্তুত থাকে শিশুর জীবনের এই প্রারম্ভিক কালের সঠিক ব্যবহার ও কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত হলে তা সারা জীবনে পূরণ করা যায় না। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও শিক্ষায় অনগ্রসর দেশে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের ধারণা খুবই কার্যকর। বাংলাদেশে শতকরা ৪৩ ভাগ মা-বাবারা কোনো রকমে স্কুলের অভিজ্ঞতা নেই। তাই বিশেষ ভাবে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা যারা বাড়িতে শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের জন্য এই কর্মসূচি খুবই গুরুত্বপূর্ণ (আহমেদ, ২০১১)।

প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের জোরালো ও ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা ও পরবর্তী জীবনের শিক্ষার ক্ষেত্রে। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু প্রারম্ভিক বয়সে প্রিস্কুল বা প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করেছে সেসব শিশু পরবর্তী জীবনে বিদ্যালয়ে অনেক ভালো ফল করেছে (Caroline, 2003) । বিশেষ করে, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিশুরা অকালে বিদ্যালয় ত্যাগ করে কম, উপস্থিতি ও উচ্চ শিক্ষার হার বৃদ্ধি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভালো

ফলাফল এবং শিক্ষামূলক আচরণের দিক থেকে অনেক ভালো করতে দেখা গেছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায়, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের জন্য বিনিয়োগ অন্য যেকোনো সময়ের বিনিয়োগের তুলনায় ভালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বিশিষ্ট নোবেল বিজয়ী আমেরিকান অর্থনীতিবিদ হেকম্যান তার গবেষণায় বলেছেন, প্রারম্ভিক যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশমূলক কর্মসূচিতে বিনিয়োগের লাভ বা প্রাপ্তি পরে গৃহীত বা অন্য যেকোনো কর্মসূচীর কার্যকারিতার তুলনায় অনেক বেশি ফলদায়ক (হেকম্যান, ২০০৬)। গবেষণায় দেখা গেছে, এই সময়ে শিশুর জন্য বিনিয়োগ করলে পরবর্তী কালে এর ফলাফল বা রিটার্ণ সাতগুন বেশি আসে।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত সময় হলো প্রারম্ভিক শৈশবকাল। শিশুর ছোটকালের আচরণিক শিক্ষা কার্যক্রম তার পরবর্তী জীবনের ইতিবাচক আচরণ গঠনে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে। এর ফলে পরবর্তী কালে সমাজে অপরাধ প্রবণতা এবং খারাপ আচরণের হার অনেক কমে যায়। বিশেষ করে কিশোর অপরাধ অনেকাংশে রোধ করে। ইসিসিডি শিশুর জীবনে উন্নত নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধ গঠনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। শিশু অধিকার রক্ষায় প্রারম্ভিক বিকাশের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ হলো শিশুর অধিকার। সকল শিশুর পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ, খেলাধুলা ও আনন্দ দায়ক কাজে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে (আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ-২০১০)। ছোট শিশুর সমাজে সঠিকভাবে বেড়ে উঠা, বিকশিত হওয়া ও শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। তাই শিশুর অধিকার সুরক্ষায় প্রারম্ভিককালকে গুরুত্ব প্রদান করা জরুরী।

শিশুর সঠিক বিকাশ ও শিক্ষার উন্নয়নে শিশুর জীবনের প্রারম্ভিক বছরগুলো (ভ্রুণ থেকে ৬ বছর) নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের যত্ন ও কার্যক্রম তার সারা জীবনের ভিত তৈরীতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আচরণিক ও মূল্যবোধগত দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের নানা ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে শিশুর জন্য গৃহীত যত্ন ও বিকাশমূলক পদক্ষেপ তার সার্বিক উন্নয়নে যে ভূমিকা রাখে তা শিশুর সারা জীবনে সুফল বয়ে আনতে সক্ষম। বর্তমানে প্রায় সারা বিশ্বে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও এখাতে জাতীয়ভাবে অধিক মাত্রায় বিনিয়োগ করতে দেখা যাচ্ছে। শিশুর সঠিক বিকাশের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে বাংলাদেশ সরকারও প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। তাই আমাদের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত মজবুত করা ও শিশুর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ কার্যক্রমে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা জরুরী।

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ তাৎপর্য (Early childhood care and Development-ECCD)ঃ শিশুর শৈশবের প্রারম্ভিক বছর গুলোতে একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর এবং পরিচর্যা মূলক পরিবেশ তৈরীতে ইসিসিডি কার্যক্রমগুলো জোরালো ভূমিকা রাখে। স্নায়ূ বিষয়ক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, মানুষের মস্তিস্কের বিকাশ

গর্ভাবস্থা থেকেই শুরু হয় এবং শিশুর প্রথম তিন বছরে এই বিকাশ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঘটে (ইউনিসেফ, ইসিডি রিসোর্স প্যাক, অধিবেশন ২.২)। সে কারণে শিশুর বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক এবং শিশুর মস্তিস্কের সর্বোচ্চ বিকাশ যাতে ঘটতে পারে সেলক্ষ্যে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে করে বারবার আদান প্রদান ও উদ্দীপনার ঘটনা ঘটে এবং শিশুর জন্য একজন যত্নশীল যত্নকারীর ব্যবস্থা করতে হবে (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্টার অন দ্যা ডেভেলপিং চাইল্ড, এ সায়েন্স বেইজড ফ্রেম ওয়ার্ক ফর আর্লি চাইল্ড হুড পলিসি, ২০০৭)।

তাত্ত্বিকভাবে বা তত্ত্বীয় দিক থেকে প্রাক-শৈশব বিকাশ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্নায়ূ বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক উপাত্ত এবং কার্যক্রম মূল্যায়ন ফলাফলের ভিত্তিতে। এর ফলে প্রাক- শৈশব শিক্ষা গোটা বিশ্ব জুড়ে একটি সাধারণ নীতি হিসাবে জাগ্রত হয়েছে (Britto et al., 2011)। একটি শিশু জীবনে গর্ভাবস্থা থেকে প্রথম আট বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। কারণ এ সময়েই একটি শিশুর পরবর্তী জীবন গঠনের ভিত রচিত হয়। এই সময়কাল শিশুর প্রারম্ভিক শৈশব নামে পরিচিত। শিশুর বিকাশের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে মস্তিস্ক এতটাই সংবেদনশীল থাকে যে, এ সময়ে শিশুর জীবন যদি অবহেলা, নির্যাতন, ক্ষুধা কিংবা অন্য কোন ধরনের দূর্দশায় আক্রান্ত হয় তখন শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্থ এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে (ইউনিসেফ বিশ্ব পরিস্থিতি, প্রারম্ভিক শৈশব- ২০০১)। শিশুর সর্বোত্তম বিকাশ সাধিত হতে পারে সমন্বিত ইসিসিডি কার্যক্রমে তার অংশ গ্রহণের মাধ্যমে যেখানে শিশু, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি শিশুর মাতা-পিতাকে ইসিসিডি বিষয়ে সচেতন করে তোলা হয়। সমন্বিত কর্মসূচিগুলোর মূল্যায়ন থেকে শিশুদের ইতিবাচক বৃদ্ধি ও বিকাশে তার অপুষ্টি ও পুষ্টিগত ঘাটতির প্রভাব খুজে পাওয়া গিয়েছে (ভারডিস্কো, নাসলুন্দ হেডলি, বেগালিয়া এন্ড ঝামোরা, ২০০৭, ইন্টিগ্রেটেড, চাইল্ড হুড সার্ভিসেস ইন নিকারাগুয়া)।

শিশুর বেঁচে থাকা ও বিকাশে তার চাহিদাগুলো যত্নকারীদের বুঝতে পারা এবং সে অনুযায়ী সময় মতো সাড়া দিতে পারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মৃত্যু, অসুস্থতা এবং পুষ্টি গ্রহণের ক্ষেত্রে তার যত্নকারীদের পক্ষে শিশুর অসুস্থতার বিপদ চিহ্নগুলো বুঝতে পারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষা এবং তার পরবর্তী শিক্ষার ক্ষেত্রে ECCE এর একটি জোরালো ও ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ব্রাজিলে PROAPE প্রকল্পে দেখা গেছে ECCE তে যেসব শিশু অংশগ্রহণ করেনি, তাদের তুলনায় অংশ গ্রহণকারী শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষা কর্মসূচির ব্যয়সহ বিদ্যালয় বাবদ মোট ব্যয় শতকরা ১১ ভাগ কম হয়। এই কর্মসূচি এবং অনুরূপ অন্যান্য কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া এবং একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তির হার কমিয়ে আনে (মিয়ার্স, আর-১৯৯২, দ্যা টুয়েলভ হু

সারভাইড ঃ স্ট্রেংদেনিং প্রোগ্রামস অব আর্লি চাইল্ড হুড ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা থার্ড ওয়ার্ল্ড। লন্ডন, রুটলেজ) ।

ভারতে সমন্বিত শিশু উন্নয়ন সার্ভিস প্রকল্প থেকেও একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায়। এই প্রকল্পের আওতায় ৩ কোটি ২০ লাখ শিশু সেবা পাচ্ছে (ইয়ং,এম.ই.এড.) ফ্রম আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট টু হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ।ওয়াশিংটন,ডি.সি বিশ্বব্যাংক)। এসব আন্তর্জাতিক গবেষণা ছাড়া প্লান বাংলাদেশ, ব্র্যাক ও আইসিডিডিআরবি পরিচালিত গবেষণায়ও দেখা গেছে শিশুর প্রাথমিক বয়সের উদ্দীপনা ও প্রস্তুতি বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের হার বৃদ্ধি করে এবং বিদ্যালয়ের শেষধাপ পর্যন্ত টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়ায়।

এসব প্রমাণ ছাড়াও, মস্তিস্ক বা মেধা গবেষণার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উন্নতি থেকে যেসব জ্ঞান অর্জিত হচ্ছে, সেটিও ECCE নীতি সমর্থন করে। "একটি সংবেদনশীল সময় বা বয়স রয়েছে যখন একটি শিশু কিছু কিছু জিনিস সবচেয়ে ভালভাবে শেখে"-এই ধারণাটি জোরদার হয়েছে। এটি দেখা যায় যে, সুনির্দিষ্ট এবং কখনো সংক্ষিপ্ত কিছু সময় রয়েছে যখন বিকাশমান মস্তিস্ক কিছু দক্ষতা অর্জনের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ, ভাষা শেখার দক্ষতা কয়েকটি ছোট ছোট (Subtask) সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এবং এসব ছোট ছোট কাজের জন্য রয়েছে বিভিন্ন সংবেদনশীল সময় (ওইসিডি-২০০২, অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অর্ডিনেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দা ব্রেইনঃ টুয়ার্ডস এ নিউ লার্নিং সায়েন্স, প্যারিস)। এসব সংবেদনশীল সময় কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের নয়, তবে এ সময় কিছু উদ্দীপনা যোগানো না হলে স্নায়ূ কোষগুলো অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর হয় (বার্নার, জে.টি -১৯৯৯, দ্যা মিথ অব দ্যা ফার্স্ট থ্রি ইয়ার্স ঃ এ নিউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব আর্লি ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড লাইফ লং লার্নিং, নিউইর্য়ক)।

এসব ফলাফল নির্দেশ করে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে শিশুদের সংগঠিত ও অ-সংগঠিত উভয় প্রকার শিখন অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজন রয়েছে। শিশুর জীবনে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিরা হলেন তার মাতা- পিতা। ইসিসিডি কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশুর মাতা পিতাকে সন্তানের বিকশিত হওয়ার মতো সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে কার্যকরভাবে সহায়তা করা হয়। যখন মাতা-পিতা এই ধরনের কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত থাকেন এবং শিশুরা জীবনের প্রারম্ভিক বছর গুলোতে অব্যাহত যত্ন ও মনোযোগ পায়, তখন তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া এবং জীবনে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে (ইভানস, জে.এল.আর.জি মায়ার্স এন্ড ই.এম ইলফেল্ড, আর্লি চাইল্ড হুড কাউন্টস ; এ প্রোগামিং গাইড অন আর্লি চাইল্ড হুড কেয়ার ফর ডেভেলপমেন্ট ওয়াশিংটন, ডি.সি. বিশ্বব্যাংক, ২০০০)। শিশু লালন পালনের উন্নতর দক্ষতা ও সাড়া মূলক শিশুযত্ন অনুশীলন শিশুদের ভাষাগত বিকাশে সহায়তা করে (আবুদ, এফ.ই. ইভালুয়েশন অফ এন আলিং চাইল্ড হুড প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম ইন রুরাল বাংলাদেশ। জার্নাল

অফ হেলথ, পপুলেশন এন্ড নিউট্রেশন ২৫, ৩-১৩, ২০০৭)। শিশুর প্রাক-বিদ্যালয়ে উপস্থিতির সম্ভাবনা বাড়ে, যা শিশুর বিদ্যালয়ে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (আবুদ, এফ.ই হোসেন, কে.ও'গ্যারা, সি.দি সাকসিড প্রজেক্ট ; চ্যালেঞ্জিং আর্লি স্কুল ফেইলিওর ইন বাংলাদেশ, রিসার্চ ইন কমপারেটিভ এন্ড ইন্টারন্যাশাল এডুকেশন ৩(৩), ২৯৫-৩০৭, ২০০৮)। ইসিসিডির অবিচ্ছেদ্য উপাদান প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো শিশুর ঝরে পড়া ও একই শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তির হার হ্রাস করে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে উচ্চতর দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি নিশ্চিত করে (প্ল্যানিং কমিশন, ন্যাশনাল স্ট্র্যাটিজি ফর একসিলারেটেড পোভার্টি রিডাকশন (টু), ২০০৯-২০১১ অর্থ বছর বাংলাদেশ সরকার ২০০৮)।

ইসিসিডি-তে বিনিয়োগের দীর্ঘ মেয়াদী সুফল রয়েছে। উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন ও অধিক কর্মক্ষম শ্রমশক্তি তৈরির মাধ্যমে নীট আর্থিক লাভ করা ছাড়াও অসুস্থতার কারণে চিকিৎসার খরচ কমে যাওয়ায় অভাবনীয় পরিমানে সামাজিক সঞ্চয় করা যায়। এছাড়াও যতো বেশি জেন্ডার সংবেদনশীল ইসিসিডি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে ততো বেশি নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল শিক্ষিত নাগরিক পাওয়া যাবে। এর ফলে, বিয়ের বয়স বাড়বে এবং শিশু জন্মের সংখ্যা কমবে। ইসিসিডিতে বিনিয়োগ খুবই ব্যয় বহুল, তবে এই ধরনের বিনিয়োগ সম্পদের অপচয় ঘটায় না। প্রকৃতপক্ষে গবেষণা থেকে জানা যায় যে, এই ধরনের বিনিয়োগ খুবই ব্যয়সাশ্রয়ী। একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ইসিসিডি কার্যক্রমে ১ মার্কিন ডলার বিনিয়োগের ফলে ৭ মার্কিন ডলারের সমপরিমান সামাজিক লাভ পাওয়া যায়। (ইভানস, জে.এল. আর.জি মিয়ার্স এবং ই.এম ইলফ্লেড, আর্লি চাইল্ড হুড কাউন্টস ; এ প্রোগ্রামিং গাইড অন আর্লি চাইল্ড হুড কেয়ার ফর ডেভেলপমেন্ট ওয়াশিংটন ডি.সি. বিশ্বব্যাংক ২০০০)।

<u>শিশুর প্রারম্ভিক বয়সের যত্ন ও শিক্ষা (ECCE) :</u> শিশুর প্রারম্ভিক বয়সের যত্ন ও শিক্ষা (ECCE) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার মাধ্যমে মনোসামাজিক উদ্দীপনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে শিশুর বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করা এবং একই সাথে শিশু যে পরিবেশে বাস করে ও শেখে, সেখানে বন্ধুত্বপূর্ণ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা। একটি ECCE এবং প্রাক-প্রাথমিক কর্মসূচির সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পা রাখার আগেই শিশুর বিকাশের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ

- সুবিধাবঞ্চিত শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু এবং সংখ্যালঘু আদিবাসী শিশুদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিয়ে ছোট শিশুদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের যত্ন ও শিক্ষা দেয়া যা তাদের শারীরিক, বোধশক্তিগত, ভাষাগত, সামাজিক ও আবেগগত বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে তাদের বিকাশে সাহায্য করা।

- শিশুদের সঙ্গে ও তাদের মধ্যে ভাবের সক্রিয় আদান প্রদান এবং এই দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ভাষার উন্নয়নে সহায়তা করা।
- শিশুদের বিকাশগত চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে মাতা- পিতা ও অন্যান্য যত্নকারীকে সহায়তা করা।
- বাড়িতে, সমাজে ও শিক্ষা গ্রহণের স্থান সমূহে একটি উপযোগী ও শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে করে যত্ন ও শিক্ষামূলক কর্মকান্ড থেকে শিশুরা পুরোপুরি সুফল লাভ করতে পারে।
- মানব সম্পদ গড়ে তোলা এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং শিশুদের প্রাথমিক বয়সের সেবা যত্ন ও শিক্ষার কাজ যাতে তারা চালিয়ে যেতে পারেন সে উদ্দেশ্যে তাদেরকে কার্যকর সহায়তা করা।

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যে সমূহ জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উত্তরণ পর্যন্ত শিশুদের বিকাশগত চাহিদা সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। প্রাক-বিদ্যালয় অথবা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এই অব্যাহত গতিপথের (Continuum) একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বিকাশের বিভিন্ন সংযোগ ও সামষ্টিক প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিয়ে এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ইসিসিডি ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক পলিসি ঃ শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের ধারণা শিশু উন্নয়নের একটি সামগ্রিক বিষয়। ইসিসিডির (Early Child Care and Development, ECCD) ধারণাটি আন্তর্জাতিকভাবে বহুল প্রচলিত ও স্বীকৃত হলেও বাংলাদেশে ধারণাটি বিকাশ লাভ করে সাম্প্রতিকালে। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসিসিডি একটি উদীয়মান ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও এ ধারণার প্রণয়নে জাতীয়ভাবে অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে ইসিসিডির একটি সমন্বিত ও সার্বিক নীতিমালার প্রয়োজন বেশ আগে থেকে অনুভূত হচ্ছিল। বাংলাদেশে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ এবং সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার উপায় হিসেবে এ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও ধারণাপত্রের বাস্তবায়ন খুবই জরুরী বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত পোষণ করেন। সাম্প্রতিকালে বেশ কিছু জাতীয় উদ্যোগ শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার দিকনির্দেশনা, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ বিষয়ক পলিসি এবং প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিতমান বিষয়ক ধারণার প্রণয়ন বাংলাদেশে সার্বিকভাবে ইসিসিডির ধারণা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে পরিগণিত। এবিষয়ে কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে গেলে বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের (ECCD) ধারণা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতীয়ভাবে যে তিনটি নীতিমালা ও ধারণাপত্র দিকনির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করে। সেগুলো হল-

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো (Operational Framework for Pre-Primary Education).
- বাংলাদেশ সমন্বিত ইসিসিডি পলিসি (Comperhensive Early Childhood care and Development Policy).
- প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিতমান (Early Learning and Development standards-ELDS).

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো (Operational Framework for Pre-Primary Education): প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো হলো বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রথম স্বীকৃত একটি দলিল, যার মাধ্যমে জাতীয়ভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ২০০৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো প্রণয়ন করে। এই পরিচালন কাঠামোতে সর্বপ্রথম প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃতি, আওতা, মানের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়, উদ্দেশ্য এবং সেই সাথে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্মসূচি পরিচালনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সারা দেশে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভূক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি সর্বজন স্বীকৃত জাতীয় মানের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকর ও সুসংগঠিতরূপে বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার এই পরিচালন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জাতীয়ভাবে কোনো নির্দেশনা ও নীতিমালা না থাকায় জাতীয়ভাবে একটি সমন্বিত নীতিমালা ও নির্দেশনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল নানা দিক থেকে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় নীতিমালা ও নির্দেশনার অভাব পূরণ, প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিশুদের অধিকার অর্জন এবং শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার পথে একটি মাইলফলক স্পর্শ করে। এদেশে সরকারিভাবে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে এই কাঠামোটি নিঃসন্দেহে দীর্ঘদিনের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণ করার ক্ষেত্রে এক ধাপ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে। সারা দেশে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

বাংলাদেশের সমন্বিত ইসিসিডি পলিসি (Comperhensive Early Childhood care and Development Policy). সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকার শিশু প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের বিষয়টিকে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই দেশের একটি বড় অংশ হলো প্রারম্ভিক বয়সের শিশু। বিপুল জনসংখ্যাকে ভবিষ্যতে জনসম্পদে পরিণত করার ইতিবাচক উদ্দেশ্যে প্রতিটি শিশুর কাঙ্খিত বিকাশ ও যত্ন এবং শিশুর অধিকার

নিশ্চিত করা জরুরী। দেশে ইতোপূর্বে জাতীয়ভাবে সমন্বিত কোনো নীতিমালা না থাকায় বিভিন্ন সংস্থা তাদের স্ব-উদ্ভাবিত উপায়ে ইসিসিডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছিল। দেশে বিভিন্ন সংস্থা তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও কর্মসূচি নিয়ে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশে কাজ করছিল, যার মধ্যে চিন্তাধারা ও কাজের দিক থেকে সমন্বয়ের অভাব ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের জাতীয় লক্ষ ও উদ্দেশ্য অর্জনে একটি সমন্বিত যত্ন ও বিকাশের নীতিমালার অভাব বেশ জরুরীভাবে দেখা দিয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয়ভাবে একটি সমন্বিত পলিসি অনুমোদন করা হয়, যা Comprehensive ECCD Policy Framework নামে পরিচিত। বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রালয়ের নেতৃত্বে এই গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার সকল শিশুর বিশেষ করে প্রারম্ভিক বিকাশ কালীন শিশুর (মাতৃগর্ভ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত) যত্ন ও বিকাশের উদ্দেশ্যে এবং সঠিক কার্যক্রম গ্রহণে সমন্বয় আনার লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করে।

একটি সমন্বিত ও ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয়ভাবে দেশে সকল সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাজ করার প্লাটফর্ম তৈরি করা এ পলিসি কাঠামোর মূখ্য উদ্দেশ্য ।এ পলিসি কাঠামো জাতীয়ভাবে প্রারম্ভিক বিকাশের কার্যক্রম গ্রহণ ও কৌশল নির্ধারণে একটি সাধারণ ও মৌখিক দিক নির্দেশনামূলক দলিল, যা আমাদের ইসিসিডি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক সকল ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক পরিচালন কাঠামোর সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত (Closely aligned) ।

<u>প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিতমান (Early Learning and Development standards-ELDS)ঃ</u> প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিতমান বা ELDS হলো শিশুর জ্ঞান ও দক্ষতার (আচরণ) কৌশলগত বর্ণনা বা ব্যাখ্যার দলিল, যা শিশুর বিভিন্ন বয়সে ও বিকাশের স্তরে সে কী জানে (জ্ঞান) এবং কী করতে পারে বা তার সক্ষমতা (what young children should know and are able to do at different stages in their lives) এর তথ্য প্রকাশ করা। একটি নির্দিষ্ট বয়সে শিশু কী জ্ঞান, দক্ষতা, সক্ষমতা ও আচরণ অর্জন করতে পারে তার বিস্তৃত বর্ণনা ELDS এ করা হয়েছে। ELDS হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ০ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য তার বয়সের বিভিন্ন ধাপে বিকাশের অর্জনযোগ্য জ্ঞান, আচরন ও দক্ষতার প্রমিতমান, যা নিবিড় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে গবেষণার মাধ্যমে উন্নয়ন করা হয়েছে। ELDS প্রণয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তথ্যাবলিকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে বিবেচনা ও মাঠ পর্যায়ের গবেষণাকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ০-৮ বছর বয়সী শিশুদের জন্য যেকোন কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ এবং শিশুর বিকাশে বা শিখনের অগ্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে ELDS একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

ইএলডিএসকে একটি টুলস আকারে প্রকাশ করা হয়েছে যার সাহায্যে শিশুর বিকাশের বিভিন্ন স্তরের অগ্রগতি বা অবস্থান সহজে পরিমাপ করা যায়। এটা শিশু যত্নকারী, বাবা-মা, শিক্ষক, শিশু বিশেষজ্ঞ ও শিশু শিক্ষা কর্মসূচির সাথে জড়িত সবার জন্য প্রয়োজনীয় একটি রিসোর্স। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের ৫ বছর বা ৬০ মাস বয়সী একজন শিশুর বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশের মান (সক্ষমতা) কী হওয়া উচিত ? তার জন্য এই বয়সের অর্জন উপযোগী বুদ্ধিভিত্তিক যোগ্যতা বা কাজসমূহ কী কী হওয়া উচিত ? এর জন্য মা-বাবা ও শিক্ষকের কী দায়িত্ব থাকা উচিত? তা এ ইএলডিএস ডকুমেন্টে সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইএলডিএস বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রণীত সমন্বিত ইসিসিডি পলিসির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলাদেশে একটি কমন কাঠামো তৈরীর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা শিশুদের বিভিন্ন বয়সে ও স্তরে সত্যিকার অর্থে কী ধরনের সক্ষমতা অর্জন করা উচিত বা দরকার তা নির্ধারণ করে। প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিতমানের দুটি সাধারণ উদ্দেশ্যে নিম্নে দেয়া হলো-

- পরিবার, দিবাযত্ন কেন্দ্র, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (১ম ও ২য় শ্রেনি) শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করা।
- শিশুর বিকাশের জন্য একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা, যার মাধ্যমে শিশুর নির্দিষ্ট বয়সে কী করা উচিত (Curriculum), কীভাবে করা উচিত (Teacher preparation) কিভাবে শিশুর অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে (Monitoring and Evaluation) কীভাবে পরিবার শিশুর বিকাশে সহায়তা করবে (Parenting Education) এবং কীভাবে সাধারণ জনগণ শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের তথ্যাদি ও ধারণা লাভ করবে (Public information) তার সঠিক ও সমন্বিত ধারণা পাওয়া।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ বিষয়ক পলিসিসমূহ শিশু নিয়ে কর্মরত সকলের জানা ও তা বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপে নেওয়া প্রয়োজন। দেরিতে হলেও বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে ইসিসিডির ক্ষেত্রে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে যার অন্যতম হলো এ পলিসিসমূহ প্রণয়ন করার কাজ। বাংলাদেশে ইসিসিডি একটি উদীয়মান ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ এবং সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার উপায় হিসেবে এ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও ধারণাপত্রের বাস্তবায়ন খুবই জরুরী বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত পোষণ করেন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার দিকনির্দেশনা, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ বিষয়ক পলিসি ফেমওয়ার্ক এবং প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের প্রমিতমান বিষয়ক ধারনার প্রণয়ন বাংলাদেশে সার্বিকভাবে

ইসিসিডির ধারণা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে পরিগণিত। এ বিষয়ে কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করতে গেলে আমাদের সকলের বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরী।

২.২.৮ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা ও তাৎপর্য ঃ

এই গবেষণাটি যেহেতু প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সেহেতু প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বজনীনভাবে প্রাক-শৈশব ক্ষেত্রটি বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছে যেমন- প্রাক- শৈশব বিকাশ (ECD),প্রাক-শৈশব শিক্ষা (ECE), প্রাক-শৈশব পরিচর্যা ও বিকাশ (ECCD), প্রাক-শৈশব পরিচর্যা ও শিক্ষা (ECCE), প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (BANBEIS, 2010)। আমার এই গবেষণায় আমি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবহার করেছি। প্রাক-শৈশব শিক্ষার পরিবর্তে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অধিক পরিচিত। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হচেছ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য একটি প্রস্তুতিমূলক স্তর, যা শিশুর শিক্ষা ও বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হিসেবে স্বীকৃত। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে ইসিসিডির (Early child care and Development-ECCD) এর অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। শিশুর জীবনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার ও বিদ্যালয়ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। সাধারণত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বলতে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা তথা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পূর্বে প্রাক-প্রস্তুতিমূলক যাবতীয় শিক্ষা ও বিকাশমূলক কার্যক্রমকে বোঝায়।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর পূর্ববর্তী এক বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত করেছেন কিন্তু এর ব্যাপ্তি ও পরিধি শুধু এই সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য হলো, শিশুর শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন এবং অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। তবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের প্রস্তুতির জন্য নয় শিশুর সারা জীবনের শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা আন্তর্জাতিকভাবে একটি স্বীকৃত বিষয়। আন্তর্জাতিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বসয়কাল তিন বছর থেকে আট বছর পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো - ২০০৮ এ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে তার সুরক্ষা, যত্ন, বেঁচে থাকা এবং খেলাধুলা, বিনোদন এবং ভাষা ও সংখ্যার সাথে পরিচিতির মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিন থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের দেয়া বিকাশগত ও শিক্ষাগত সহায়তা প্রদান করা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের প্রস্তুতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার অধিকার পূরণ করে শিক্ষার সুযোগসমূহ থেকে পুরোপুরি সুফল অর্জন এবং মানব সম্ভাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশে তাদেরকে সক্ষম করে তোলা। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা শিশুর প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা, পরবর্তী জীবনের কৃতকার্যতা, সমাজ উন্নয়নে তথা মানব জীবনের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নানাভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুদেরকে পরিচর্যা প্রদান এবং পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা যা তাদের সার্বিক এবং সর্বোচ্চ বিকাশে সহায়তা করা। এই বিষয়গুলো তাদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে এবং অধিক জ্ঞান লাভ করতে ও দক্ষতা অর্জনে ভূমিকা রাখবে (MHRDECA, 2004)। বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে যেমন-

- দৈহিক ও মানসিক বিকাশ
- সামাজিক এবং আবেগিক উন্নয়ন
- ভাষা ও যোগাযোগ উন্নয়ন
- জ্ঞান উন্নয়ন।

সুতরাং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদেরকে দৈহিক,আবেগিক, জ্ঞানমূলক, সাইকোমোটর বা মনোপেশিজ, ভাষাগত ক্ষেত্রে, ভাল স্বভাব ও আচরণ অর্জনে, পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধিতে ও নান্দনিক বিকাশে সহায়তা করে।

অতএব বলা যেতে পারে যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিশুদের বিকাশে সহায়তা করা যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে তাদের মৌলিক পরিচর্যা এবং তাদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা (Harkonen, 2002,p.2) । একটি শিশুর প্রারম্ভিক বছরগুলোতে তার মস্তিস্ক খুব দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে এবং তাদের মৌলিক দক্ষতার ক্ষেত্রগুলো বিনা বাধায় উন্নতি লাভ করে। শিশুরা যদি প্রাক শৈশবে যথাযথ খাবার, পরিচর্যা এবং শিক্ষা না পায় তাহলে তাদের উন্নয়ন বা বৃদ্ধি মন্থর হবে (Ravens,2010)। যে শিশু এই পর্যায়ে যথাযথ পরিচর্যা লাভ করে সেই শিশু দৈহিক, মানসিক,সামাজিক ও আবেগিকভাবে বেড়ে উঠে, অধিকিন্তু ভবিষ্যতে সমাজের একজন ভাল এবং উপার্জনক্ষম ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ থাকে (Myers, 2004)।

এটি সার্বজনীন যে, শিশু জন্ম থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার যে সময় সেটি শিশুর বৃদ্ধি বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (Early Childhood Development in Bangladesh; A Policy Paper,2006)। শিশুর আচার আচরণ,জ্ঞান ও দক্ষতা শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে জোড়ালো রুপ ধারণ করে যখন শিক্ষার্থীরা শিশু অবস্থায় নিয়মিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। শিশু বিকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া এই সময়ে শিক্ষার এই পর্যায়ে

শিশুমন নতুন পরিবেশকে আবিস্কার করতে চায় এবং নতুন তত্ত্ব জানতে চায় যা তার মস্তিস্ককে এবং দেহকে পরিপক্কতা দান করে। যা হোক শিশু বিকাশের এই পদ্ধতি বাধাগ্রস্থ হবে যদি শিশুরা শিক্ষায় উপযুক্ত পরিবেশ না পায় এবং শিখতে আগ্রহ প্রকাশ না করে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে ডঃ লরা জাবস তার গবেষণায় দেখিয়েছেন- "শিশুরা আনুষ্ঠানিক কিছু পাঠ করে না, তবে অনেক কিছু শেখে যা তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করার একান্ত দৃঢ় ভিত্তি রচনা করে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা তাদেরকে দলগত জীবন যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে এবং বিদ্যালয়ে নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপনের জন্য আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাদের উপযোগী গান, গল্প এবং দলগত খেলাধূলাা তাদের দৃষ্টির প্রসারতা, ভাষাগত প্রকাশ ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতার দিগন্ত বাড়ায়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা তাদেরকে সৃজনশীল কাজের প্রতি মনোযোগী হতে সাহায্য করে। সার্বিক বিচারে এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নাই যে ডঃ লরা জাবস এর বক্তব্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করেছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদেরকে সকল ধরনের সহযোগিতা দিয়ে থাকে যাতে তারা নিরাপদ এবং প্রতিরোধমূলক পরিবেশে বসবাস করার সুযোগ পায়, তাদের যত্ন নেয়া হয় এবং মানসম্মত শিক্ষা দেয়া হয় যাহা শিশুদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে (Evans, Myers & Ilfeld, 2000)। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রধানতম উপায় হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমান সময়ে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, যারা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েনি তাদের তুলনায় যারা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ফল করছে। শিশুর বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পাঠ প্রস্তুতির পাশাপাশি শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করা, শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে মেলামেশা, বিদ্যালয় ভীতি দূর করা এবং বিদ্যালয়কেন্দ্রিক নিয়ম-নীতি অভ্যাস চর্চা করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুর শিক্ষার ভিত তৈরীর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর একটি স্বীকৃত স্তর। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর মস্তিস্ক গাঁথুনি তথা ভিত তৈরীর জন্য কাজ করে। শিশুর বিকাশের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হলো উল্লেখযোগ্য সময় যা শিশুর পরবর্তীকালের শিক্ষার ভিত রচনা করতে সহায়তা করে (EFA Global Monitoring Report, 2007) এই বয়সে শিশুর মস্তিস্ক শেখার জন্য দ্রুত কাজ করে এবং বেশি সক্রিয় থাকে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতির পাশাপাশি পরিবার ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুকে শুধু বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত (Ready for school) করে না, তাকে কৃতকার্যতার সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণে (Successful Transition) সহায়তা করে (Arnold, ২০০৬)। শিশুকে ভালোভাবে পরিবার থেকে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিক

বিদ্যালয়ে যেতে প্রস্তুত করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুর বিদ্যালয়ে মানিয়ে নেয়া (Adjust) ও শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (ক্যারোল এট অল, ২০০৩)।

লেজার এবং ডারলিংটন (১৯৮২) পরামর্শ দিয়েছেন যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা শিশুদের নিষ্ক্রিয় থেকে সক্রিয় শিক্ষার্থীতে উন্নীত করে। বিভিন্ন রকম আনন্দদায়ক কাজ- ছড়া, গান, গল্প, খেলা, অভিনয় ও বিভিন্ন প্রকার খেলনার সাহায্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয় বলে শিশুর কাছে বিদ্যালয় একটি আনন্দদায়ক স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়। শিশুর ভালো আচরণ গঠনের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর প্রারম্ভিক বয়সে যে আচরণ ও অভ্যাসের মধ্য দিয়ে বড় হয়, তা শিশুর সারা জীবনের আচরণে প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েনি তাদের তুলনায় যেসব শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তীয় দক্ষতা, বিদ্যালয় প্রস্তুতি এবং সামাজিক দক্ষতা অনেক বেশি (Aboud, F.E, 2006) ।

তাই শিশুর প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা তার আচরণ গঠনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিদ্যালয়ের ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক গবেষণা এবং নেপালের একটি গবেষণায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ফল হিসেবে শিশুর বিদ্যালয়ে অকৃতকার্যতা, পুনরাবৃত্তি, অনুপস্থিতি এবং ঝরে পড়ার হার কম দেখা যায় (Arnold, 2003) । প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত টিকে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কর্মসূচীর ব্যয় কমায় (Miyors, 1992) ।

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় ভালো করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বিশেষ করে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুর জীবনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ধনাত্মক প্রভাব ফেলে। ২০১০ সালে ব্র্যাক এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশু প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে তারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় ভালো ফল করেছে। যেমন- ভাষা শিক্ষা, গণিত, সমস্যা সমাধান, সমাজ ও অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষায় শিশুদের ভালো ফল করতে দেখা গেছে।

সর্বোপরি, গবেষণা ও বাস্তব নিরিখের পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শিশুর শিক্ষা ও সার্বিক বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিশেষ করে আমাদের মতো দরিদ্র সমাজের প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ সাফল্য নিশ্চিত করতে কার্যকরী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। যেখানে আমাদের দেশে মা-বাবার শিক্ষার নিম্নহার, অশিক্ষা, সচেতনার অভাব ও দরিদ্রতার কারণে বেশির ভাগ পরিবারে শিশুর প্রস্তুতি মূলক

শিক্ষার সুযোগ নেই, সেখানে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়া ও স্কুল ভীতি তৈরি করে এবং শিশু নিজেকে পড়ালেখার সাথে মানিয়ে নিতে সমস্যায় পড়ে। শিশুর বয়স ও বিকাশ উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও উন্নয়ন (৩-৬ বছর) হলো শিশুর অধিকার। তাই শিশুর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক উপকারিতা : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দুরীকরনে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে কারণ এই শিক্ষা গরীব শিশুদের জন্য আরো ভাল জীবন শুরু করার সুযোগ সৃষ্টি করে (Heckman,2006)। লীনস উল্লেখ করেছেন যে, একটি সুপরিকল্পিত এবং মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের উপর বিদ্যালয় এবং জীবনে বেশী সফল হতে সাহায্য করে। যে সকল শিশুরা গুণগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে অধিক চাকুরী লাভ করবে এবং অধিক উপার্জন করবে এবং অধিক সংখ্যক আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করবে এবং অন্যের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে (Heckman,2004, p.4)।

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অন্যান্য সামাজিক প্রবঞ্চনার স্বীকার হয়ে যে সব শিশুরা প্রাক-শৈশব কালে নিম্ন আয় ও সামাজিক অসুবিধার সাথে জড়িয়ে পড়ে। এই সকল বৈষম্য এবং সামাজিক অসুবিধা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠা যায় (Heckman,2006; UNESCO,2005)। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত একটি শক্তিশালী প্রতিনিধি দল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পক্ষে অর্থ বিনিয়োগের বিষয়ে জোড়ালো যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে, মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের সামাজিক দক্ষতা বিকাশে এবং শিশু অপরাধ প্রতিরোধে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে (Irwin,Siddiqi & Hertzman, 2007)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন। জারামেলো এবং মিনগাট-২০০৬ এর মতে ৮৭% ইসিসিই (ECCE) খাতে বিনিয়োগ ফেরত পাওয়া যায় শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা ঝরে পড়া রোধ হতে (Ravens 2010, p.45)।

ওসিইডি (OCED-2005) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি দেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় গড়ে শিক্ষার্থীরা যত বছর সময় ব্যয় করে তা ঐ দেশের ৩% -৬% জিডিপি (GDP) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিভিন্ন দেশে পরিচালিত কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগকৃত অর্থের ইতিবাচক ফলাফল রয়েছে। সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে সকল শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে যোগ দিয়েছিল ৫(পাঁচ) বছর বয়সে তারা অন্যান্য শিশুদের চেয়ে স্কুলে যাওয়ার জন্য অধিক প্রস্তুত, স্কুলে দৈনন্দিন কার্যক্রমে বেশি মনোযোগি এবং ১৪ বছর বয়সে তারা ভাল ফলাফল করতে সক্ষম হয়েছে এবং ৪০বছর বয়সের মধ্যে যাদের উপার্জন ২০ ইউএস ডলার

এবং ঐ একই বয়সে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়ার সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যায়িত ১ ডলারের বিপরীতে ১৩ ডলার উপার্জিত হয়েছে (Schweinhart, & Montie,2004)।

মিশর সরকার পরিচালিত কার্যকর বিনিয়োগ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অত্যন্ত অনগ্রসর অঞ্চলের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিয়েছে ১.২- ২.৪৯ মিলিয়ন শিশু এবং প্রতিদান স্বরুপ এর সুবিধা পেয়েছে ৫.৮ মিলিয়ন শিশু (World Bank,2003)। লীনস এর প্রতিবেদন অনুসারে যে শিশু এক ডলারের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহন করেছে সেই শিশু বিনিময়ে ঐ সরকারকে তিন ডলারের প্রতিদান দিয়েছে। কানাডিও জরীপ যাহা Krashinsky এবং Cleveland (১৯৯৮) অনুসারে দেখা যায় যে সকল শিশুর বয়স ২-৬ বছরের মধ্যে এবং তারা যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেছে সেক্ষেত্রে তাদের পিছনে প্রতিদান ও ব্যয়ের অনুপাত ২ :১। এ বিষয়ে জোড়ালো যুক্তি হল এই যে, যদি উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের ব্যাপক দারিদ্র থেকে উত্তরণ ঘটাতে চায় তাহলে তাদেরকে গুণগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। এই ভাবে বাংলাদেশ যার অধিবাসীরা দারিদ্রের করালগ্রাসে নিমজ্জিত তারা দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে পারে। ২০১০ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রতিবেদন অনুসারে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের নেতিবাচক মনোভাব নিরসনের কার্যকর কলাকৌশল আয়ত্বকরণে এবং উচ্চমাত্রার দেশকে এবং সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করার ধার উম্মোচন করে (Rich-Orloff,2010)।

শিশুর বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাঃ শিশু শেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে বিদ্যালয়ে যাবে- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে এ কথাটি এখন প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত বা School readiness বলতে শুধু শিশুকে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার জন্য প্রস্তুতি নয়, তাকে মানসিক ও সামাজিকভাবে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রস্তুত করাকে বোঝায়। দেখা যায়, শিশুর সামাজিক ও শারীরিক দক্ষতা, বুদ্ধিবৃত্তীয় সক্ষমতা ও আবেগিকভাবে এ্যাডাপ্টেশন সমানভাবে তার বিদ্যালয়ের প্রস্তুতির জন্য জরুরী। শিশুর বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি প্রারম্ভিক বিকাশ কার্যক্রমের মাধ্যমে সফলভাবে করা সম্ভব।

পরিবার হলো শিশুর শেখা ও বেড়ে উঠার প্রাথমিক ক্ষেত্র। শিশু যদি পরিবার থেকে বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত না হয় তাহলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় উত্তরণের বিভিন্ন সিড়ি পার হতে তাকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুরা যারা বাড়িতে মাতা-পিতার কাছ থেকে শিখন-সম্পর্কিত তেমন কোনো সহায়তা পায় না, তাদের জন্য বিদ্যালয় প্রস্তুতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য শিশুকে প্রস্তুত করা ও বিদ্যালয়ে শিশুর সাফল্যের ক্ষেত্রে পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজের যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। যে শিশু পরিবার ও প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমে যতবেশি প্রস্তুত হবার সুযোগ পাবে সে প্রাথমিক বিদ্যালয় তত বেশি সফলতার সাথে শেষ করতে পারবে।

বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি হলো একটি বহুমাত্রিক বিষয়। সাধারণভাবে ইংরেজি School readiness বলতে শিশুকে আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত করাকে বোঝায় যা শিশুর School transition কে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করে। সামগ্রিকভাবে শিশুকে বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করা হলো তাকে বিদ্যালয়ের পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার (Cope or adapt) পাশাপাশি সারা জীবনের শেখার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে শিশুকে প্রস্তুত করে তোলা। সামগ্রিক ভাবে শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি হলো 'একটি পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক (Interactive process) প্রক্রিয়া; যেখানে শিশুর পরিবার, সামাজিক পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের সমর্থনে শিশুর মধ্যে শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক-আবেগিক বিকাশের একটি মিথস্ক্রিয়া ঘটে থাকে, যা তাকে বিদ্যালয়ের জন্য পূর্ণাঙ্গরূপে প্রস্তুত করে তোলে।

একজন শিশুর বিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের জন্য যে যে দক্ষতা ও প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন তার সব আয়োজন শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতির জন্য বিবেচ্য বিষয়। এর জন্য শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় শিখন-শেখা দক্ষতার প্রস্তুতিও প্রয়োজন। তাই শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতির সাথে অনেকগুলো বিষয় জড়িত।

Matuational স্বীকার করেছেন যে, বিদ্যালয়ের প্রস্তুতির মূল বিষয় হলো শিশুর জন্য নির্দিষ্ট মান অর্জন করা, যা বিশেষভাবে তার বিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয়। গবেষণায় পাওয়া তথ্যে জানায় যায়, একটি শিশুর স্কুলে যেতে প্রস্তুতি বলতে বোঝায়, তার শারীরক, চলনগত, ভাষাগত, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগগত প্রস্তুতির পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞান ও শিখন শেখার প্রতি আগ্রহ (Kagan,S.L..1990) ।

আমেরিকাতে একটি জরিপের ফলাফলে শিক্ষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে, একটি শিশু যখন শারীরিকভাবে সুস্থ্য হয়, তার চাহিদাগুলোর কথা বলতে পারে ও চিন্তাভাবনাগুলো প্রকাশ করতে পারে এবং নতুন ধরণের কাজের প্রতি কৌতূহলী ও আগ্রহী হয় তখন সে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত বলে ধরে নেওয়া যায়। মূলত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, শিশুর বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতির সাথে শিশুর লেখা, অংকন, আত্ম-চিন্তা, প্রত্যক্ষণ দক্ষতা, সূক্ষ ও স্থুল পেশি সঞ্চালন দক্ষতা, স্কুলে অভিযোজন করার দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা, আর্থ সামাজিক অবস্থা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় জড়িত (Kagan, S.L 1990) ।

বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি একটি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ামূলক (Interactive process) প্রক্রিয়া; যেখানে শিশুর পরিবার, সামাজিক পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের সমর্থনে শিশুর মধ্যে শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক-আবেগিক বিকাশের একটি মিথস্ক্রিয়া ঘটে থাকে, যা তাকে বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। শিশুর পরিবার ও প্রাক-প্রাথমিক

গন্ডি পার করে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জগতে প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজন তার শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় শিখন-শেখা দক্ষতার প্রস্তুতি।

শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পাঁচটি পৃথক বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়;

- শারীরিক ও চলন ক্ষমতা উন্নয়ন
- সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ
- ভাষাগত উন্নয়ন (মৌখিক ভাষা ও প্রয়োজনীয় যোগাযোগ দক্ষতা)
- শেখার উপযুক্ত মনোভাব (আগ্রহ, কৌতূহল, উৎসাহ ইত্যাদি)
- বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাধারণ জ্ঞান (আকার-আকৃতি ও সংখ্যার ধারণা)

বিদ্যালয়ের প্রস্তুতির জন্য যে সব উপাদান শিশুর প্রভাব বিস্তার করে

- শিশুর আর্থ-সামাজিক অবস্থা;
- শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি;
- পরিবারের ধরণ ও বৈশিষ্ট সমূহ, বিশেষ করে মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিশুর মানসিক অবস্থা;
- পরিবার ও সামাজিক পরিবেশ- যার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উপাদানসমূহ;
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সুযোগ-সুবিধাসমূহ;
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান ও সুযোগ।

শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি বা স্কুল ট্রান্সজিশন একটি যৌথ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এজন্য তিনটি প্রতিষ্ঠানের সমান দায়িত্ব রয়েছে। ১. মাতা-পিতা বা পরিবার, ২. শিক্ষক ও বিদ্যালয় এবং ৩. কমিউনিটি বা সমাজ। এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের যৌথ দায়িত্বই পারে বিষয়টিকে পরিপূর্ণতা প্রদান করতে। শিশুকে প্রথম দিন বিদ্যালয়ে এসে ক্রমাগত নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে এবং নতুন নতুন মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে হয়, যা তার সামর্থ্যের তুলনায় যথেষ্ট কষ্টদায়ক। শিশুকে এই সমস্যা মোকাবিলায় যথাযথ ভাবে প্রস্তুত করে তোলা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। গবেষণায় দেখা গেছে, 'কিন্ডার গার্টেন কিংবা প্রাইমারী স্কুলে প্লে-গ্রুপ থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত সময়কালে একটি শিশুর যে কর্মকান্ড সেটি তার পরবর্তী স্কুল জীবন ও ব্যক্তি জীবনের সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি বিদ্যালয়ই প্রত্যাশা করে তাদের প্রতিটি শিশু শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে বিদ্যালয়ে আসবে, যদিও বাস্তবতা হলো সব শিশু বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে না (Position statement on school rediness 1990) । একটি শিশু যখন প্রথমবারের মতো বাড়ী থেকে স্কুলে পড়তে যায় তখন প্রয়োজনীয়

প্রস্তুতি না থাকায় শিশুরা নানা সমস্যায় পড়ে। সহপাঠীদের সাথে তার মেলামেশায় সমস্যা হয়। শিক্ষকের কথা বুঝতে পারে না। স্কুলের নতুন সামাজিক পরিবেশে তার স্বাভাবিক আচরণ হারিয়ে ফেলে। ফলে কখনো কখনো সে এক ধরণের বিষন্নতায় ভুগতে শুরু করে। কোনো কোনো শিশুর বেলায় সমস্যাটি প্রকট হয়ে দেখা দেয়, বিশেষ করে প্রথম প্রজন্মের শিশুরা। অন্যদিকে কোনো কোনো শিশু ঠিকই স্কুলের নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতি শিশুর বিদ্যালয়ের জন্য অপ্রস্তুতির কারণে হয়। বিষয়টি বর্তমানে শিক্ষা গবেষক, নীতি-নির্ধারক, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকগণ সবার কাছে চিন্তার বিষয়।

একটি শিশু তখনই বিদ্যালয়ে সফলতা খুঁজে পায় যখন তার মধ্যে বিদ্যালয় ও শেখা নিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে ; তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহপাঠীদের সহায়তামূলক সামাজিক বন্ধন গড়ে ওঠে; তখন শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের কাজে ইতিবাচকভাবে অংশ নিতে পারে। আমাদের সমাজে এসবের অনেক কিছুই প্রায়ই অনুপস্থিত দেখা যায়, যা শিশুকে বিদ্যালয়ের প্রতি অনাগ্রহী করে তোলে। আবার অনেক সময় আমরা শুধু বয়সের ভিত্তিতেই একটি ছেলে কিংবা মেয়েকে বিদ্যালয়ে পড়তে পাঠাই যখন কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছাড়া বিদ্যালয়ে যায় যা তার জন্য কোনো ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বয়ে আনে না। শিশু ধারাবাহিকভাবে পড়া লেখা ও অন্যান্য কাজে খাপ খাওয়াতে পারে না। শিশুর বিকাশ ও যত্নের বিষয়টি বাড়ী থেকে শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই বাড়ী ও বিদ্যালয়ের যাহা শিশুর যত্ন ও বিকাশের সাথে সরাসরি জড়িত তাদের সকলেরই বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার। যে কারণে গবেষকগণ বলে থাকেন বাড়ি ও বিদ্যালয়ে শিশু যত্নের সঙ্গে যে বা যারা যুক্ত থাকবেন তাদের সকলকে কীভাবে শিশুর যত্ন ও শিক্ষায় সহায়তা করতে হয় তা ভালোভাবে জানতে হবে।

সর্বোপরি বলা যায়, শিশুর বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতি শিশুর সারা জীবনের শিক্ষা ও প্রস্তুতি জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুর বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি শিশুর বিদ্যালয়ের ভালো শিক্ষা অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি শিশুকে সফলভাবে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে। শিশু ও তার মা-বাবার সঙ্গে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় বা কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষক ও সহপাঠী একটি সহজ সম্পর্ক তৈরীর জন্য পরিকল্পিত ভাবে কাজ করতে হয়। বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষগুলোর পরিবেশ এমন হতে হবে যেন শিশুদের নিজের বা বাড়ীর মতো ভালো লাগে। বিদ্যালয় প্রস্তুতির বিষয়ে শিক্ষকদের স্পষ্ট ধারণা ও বিশেষ প্রশিক্ষণ থাকা আবশ্যক। যেহেতু শিশুকে বিদ্যালয়ে যেতে প্রস্তুত করার বিষয়টি শুধু বিদ্যালয়ে পাঠানোর সঙ্গেই যুক্ত বিষয় নয় বরং এটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভালো করা ও পরবর্তী জীবনের সাফল্যের জন্যও দরকার। সে কারণে প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশ কার্যক্রমের ওজর বিশেষ জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম প্রজন্মের ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু যারা পরিবারে কোনো সুযোগ-সুবিধা

পায় না তাদের প্রতি বেশী মনোযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের জন্য সামাজিক ও মানসিক তথা সার্বিকভাবে প্রস্তুত করতে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে।

২.৩ সংশিস্নষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা

"বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ঃ একটি অনুসন্ধান" শীর্ষক কোন গবেষণা হয়েছে কিনা তা জানার জন্য গবেষক বিভিন্ন গ্রন্থাগার, একাডেমি ও প্রকাশনীতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু এই বিষয়ের উপর গবেষণা সন্দর্ভ বা প্রকাশনার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। গবেষকের জানা মতে মূলত এই শিরোনামে বা বিষয়বস্তুর উপর এ পর্যন্ত কোন গবেষণাই পরিচালিত হয়নি। তবে বর্তমান গবেণার সাথে পদ্ধতিগত ও সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কিছু গবেষণার সন্ধান পাওয়া যায় যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে গবেষণাগুলো ধারাবহিকভাবে পর্যালোচনা করা হলো।

মাহমুদা শায়লা ভানু (২০১২) শিক্ষা বিভাগ, মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্ট্রেলিয়া ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণা "Exploring the quality of classroom teaching practices in preschools in Bangladesh" এর উপর গবেষণা সম্পন্ন করেছেন।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল

- বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের মান যাচাই।
- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠদান বিশ্লেষণ করা এবং পাঠদানের দূর্বলতা সনাক্ত করা।
- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদানের অনুশীলন মডেল ধার করানো যা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে ।

উক্ত গবেষণা সন্দর্ভটির গবেষণা প্রশ্ন ছিল

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান সম্পর্কে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের ধারণা কিরুপ?
- প্রধান শিক্ষক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের ধারণা কিভাবে পাঠদান অনুশীলনে প্রভাবিত করে?
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম কোন ধরনের জ্ঞান বা বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন প্রক্রিয়া কিভাবে বাস্তবায়িত হয় ?

এই গবেষণা সন্দর্ভটি কেস স্টাডি এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিকের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য ডকুমেন্ট পর্যালোচনার মাধ্যমে গুণগতভাবে এবং পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য পরিমাণগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ৭টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে এবং মূল ক্ষেত্রকে ৭টি সাবক্ষেত্রে বিভক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মেলবোর্নের ৪টি প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শন করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের ভিতরের ও বাইরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা হয়। শিশু ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে শ্রেণিকক্ষ চেকলিস্টের ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষ পাঠদান অনুশীলন ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scale) এর মাধ্যমে উন্নয়ন করা হয়েছে। Language, Activities, Interaction, Program structure and relation between parents and staff দের বিবেচনায় রাখা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশের ৩টি প্রাক-প্রাথমিক স্কুলকে নির্বাচন করা হয়েছে এর মধ্যে শহর ও শহরতলীর স্কুল রয়েছে যার মধ্যে ১টি সরকারি প্রাক-প্রাথমিক স্কুল, ১টি এনজিও পরিচালিত স্কুল এবং অন্যটি প্রাইভেট বা ব্যক্তি মালিকানাধীন স্কুল।

উক্ত গবেষণায় গবেষক উল্লেখ করেন যে, সরকারি স্কুলকে বেবী শ্রেণি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় যা প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই একটি অংশ। ইহাতে দেখা যায় ২০০৫ সালে ১২০৪৭ টি স্কুলে ৫১৭৯৩৮ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক এ অংশ নেয় (MOPME-2008)। এর মধ্যে থেকে ১টি সরকারি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাবতীয় কার্যাবলী (রেকর্ড করা, ছবি তোলা ও পাঠদান) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ব্র্যাক, ইউনিসেফ, সেভ দি চিলড্রেন অফ ইউএসএ তাদের ধারা পরিচালিত ২৫০০টি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯০০০০ (নব্বই হাজার) শিশু পড়াশোনা করছে। ইহাদের মধ্যে থেকে ১টি বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাইভেট বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক যার মধ্যে ৪৮৪০০০ (চার লক্ষ চুরাশি হাজার) শিশু অধ্যয়ন করছে (ইউনিসেফ রিপোর্ট-২০০৬)।

এ গবেষণায় দেখা যায়, সরকারি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০-৫০ জন। শিশু শিক্ষার্থীরা বেঞ্চে বসে ক্লাস করছে। প্রাক-প্রাথমিক ছুটির পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একই শ্রেণিতে ক্লাস করে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষটি সুসজ্জিতকরণ করা হয়নি। ব্ল্যাক বোর্ডটি ছোট এবং উপরে টাঙ্গানো হয়েছে ফলে প্রাক-প্রাথমিকের শিশুদের বোর্ড ব্যবহার করতে কষ্ট হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক গতানুগতিক পদ্ধতিতে বর্ণ, ছড়া, গণিত ও ইংরেজি পড়িয়ে থাকেন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষককে মাত্র ৬ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য আলাদা কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা প্রাক-প্রাথমিকের পাঠদান করা হয় বিধায় শিক্ষকরা পাঠদানে অনিহা প্রকাশ করে এবং পাঠদানে আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। শিক্ষকরা শিশু শিক্ষার্থীদেরকে ধমক দিয়ে বা শাসন করে শ্রেণি শৃংঙ্খলা বজায় রাখে।

সরকারি বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের নিয়ে নিয়মিত মাসিক মিটিং করা হয় না, বৎসরে ২/৩ টি সভা করে থাকেন। সভায় অনেক অভিভাবক আসতে চায় না। প্রধান শিক্ষক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক উভয়েরই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কোন প্রশিক্ষণ নেই। প্রধান শিক্ষকের প্রশিক্ষণ না থাকাতে ক্লাস সুপারভিশনে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক কিভাবে পাঠদান করাচ্ছেন এবং শিক্ষার্থীরা পাঠ কতটুকু গ্রহণ করতে পারছেন, কোন সমস্যা আছে কিনা সেদিকে কোন দৃষ্টি দেন না। তিনি শুধু শিক্ষক-শিক্ষার্থী উপস্থিতি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র সঠিক আছে কি না সেদিকে দৃষ্টি দেন ফলে পাঠদান প্রক্রিয়ার গুণগত মান বজায় থাকে না এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহবোধ করে না।

এনজিও স্কুলে প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০ জন। একজন শিক্ষক ও ১ জন সহকারী সার্বক্ষণিক শিশুদের পাঠদানে সহায়তা করেন। বিদ্যালয় ভবন টিন সেটের। প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদেরকে মাদুরে বসে শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজ করে, খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনন্দ বিরাজ করে। শিক্ষক এসএসসি পাশ, সরকারি প্রতিষ্ঠানে কোন প্রশিক্ষণ না থাকলে ও এনজিও কর্তৃক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রোগ্রাম ম্যানাজার সার্বক্ষণিক সুপারভিশন করেন ফলে রুটিন অনুযায়ী একজন শিক্ষক সম্পূর্ণ সময় পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সাথে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রোগ্রাম ম্যানাজার শিশু শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই করে থাকেন। অভিভাবকদের নিয়ে সভা করে থাকেন, বেশির ভাগ অভিভাবক অশিক্ষিত ও কর্মজীবি ফলে সভায় কম সংখ্যক অভিভাবক উপস্থিত থাকেন।

প্রাইভেট বা ব্যক্তি মালিকানা প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালযের সামনে কোন মাঠ নেই বা বড় ধরনের কোন স্পেস নেই। ব্লিডিং বা পাকা দালানের ভিতর সু-সজ্জিত কক্ষে শিশু শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়। সাদা বোর্ড ও মার্কার ব্যবহার করা হয় এবং শিশু শিক্ষার্থীদের বসার জন্য ডেক্স এর ব্যবস্থা আছে। দলীয় কাজের সময় কয়েকটি ডেক্স একসাথে করে কাজ দেয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের খেলার সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমানে রয়েছে, শিক্ষার্থীরা খেলার মাধ্যমে শিখে থাকে। শিক্ষক স্নাতক ডিগ্রীধারী, সরকারি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ধরনের প্রশিক্ষণ নেই, অধ্যক্ষ বা প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। শিশুদের জন্য সহায়ক বই ও খাতার সংখ্যা অনেক বেশি যা শিক্ষার্থীদের জন্য বোঝা মনে হয়। সার্বক্ষণিক প্রতিষ্ঠান প্রধানের সুপারভিশন থাকে। অভিভাবক সচেতন ও শিক্ষিত, অভিভাবক সভায় অধিকাংশ অভিভাবক উপস্থিত থাকেন এবং বৎসরে ৩/৪টি অভিভাবক সভা করে থাকেন। অভিভাবকদের পরামর্শের ভিত্তিতে পরবর্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এতে পাঠদানের মান উন্নত হয়।

শাহজামাল ও নাথ, ২০০৮ এনজিও বা নন গভর্মেন্ট প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে এনজিও এর রিপোর্ট। এই রিপোর্টে প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষক প্রস্তুতি, শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং শ্রেণিকক্ষ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন

সম্পর্কিত বিষয়ে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট প্রণয়ন করে। এ গবেষণায় সুনিদিষ্টভাবে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষক সহায়িকার কার্যকারিতা নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়। পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক সামগ্রী, শিক্ষক নির্দেশিকা এনজিও এর প্রধান কার্যালয় থেকে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকেন। এনজিও এর শিখন সামগ্রী উন্নয়ন শাখা পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা ও প্রশিক্ষণ মড্যুয়ল এবং অন্যান্য যাবতীয় নীতি ও নির্দেশনা প্রণয়ন করেন। এনজিও এর প্রধান কার্যালয় বিভিন্ন দক্ষও অভিজ্ঞলোক দ্বারা এই সকল উন্নয়ন করে থাকেন। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রমের ব্যাপারে প্রোগ্রাম সংগঠক বা মাঠ পর্যায়ের কোন কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করা হয় না।

এনজিও পরিচালিত বিদ্যালযের প্রধান থাকেন সুপারভাইজার বা প্রোগ্রাম সংগঠক এবং তার অধীনে কয়েকজন শিক্ষক কাজ করে থাকেন। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইস,এস,সি বা স্নাতক ডিগ্রী কিন্তু তাদের পেশাগত কোন প্রশিক্ষণ নেই। এনজিও পরিচালিত প্রধান কার্যালয়ের দক্ষ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের ৫/৬ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। অনেক বিষয় শিক্ষকরা কিভাবে বা কোন পদ্ধতি ও কৌশলে পাঠদান করবেন অনেক সময় বুঝে উঠতে পারেন না। শিক্ষক নির্দেশিকায় যে সব বিষয় বর্ণনা করেছেন অনেকটাই জটিল, এ ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম ম্যানাজার তেমন কোন সহায়তা করতে পারেনা। পাঠ্যপুস্তক এনজিও পরিচালিত বড় কর্মকর্তা দ্বারা প্রণয়ন করা হয়েছে। বইয়ের সংখ্যা শিশু বাচ্চাদের জন্য অনেক বেশি।

শিশুদের একসাথে বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে পাঠদান করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিশু বয়সের শিক্ষার্থীদের তিনটি বিষয়ে একসাথে আয়ত্ব করা কষ্টদায়ক হয়ে উঠে। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে মাদুর বিছিয়ে পাঠদান করা হয় এবং শ্রেণি কক্ষের চারিদিকে বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম রয়েছে এবং দেয়ালের চারিদিকে বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা, বর্ণ এবং বড় বড় চার্ট দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। শিক্ষক দলগতভাবে অনেক সময় এককভাবে বা জোড়ায় জোড়ায় বসিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে থাকেন। শিশুদের পাঠদানের অগ্রগতির বিষয়ে শ্রেণিকক্ষেই ধারাবাহিক মূল্যায়ন করে থাকেন এবং ইহা রেকর্ডভূক্ত করেন। আভভাবকদেরকে নিয়ে সভা-সমাবেশ করে থাকেন কিন্তু কর্মজীবী অভিভাবকরা মিটিং এ উপস্থিতি কম হন। অভিভাবকদেরকে শিশু সন্তানের প্রতি সচেতন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

NAPE (National Acadamy for Primary Education) কর্তৃক NAPE এবং IED যৌথভাবে ২০১২ সালে "Study on the Pre-Primary Education in Government Primary Schools in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন।

এ গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল ৫-৬ বছর বয়সের সকল শিশুদের কিভাবে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করা যায় তা অনুসন্ধান করা। এ গবেষণার বিশেষ উদ্দেশ্যর মধ্যে ছিল

- বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি গ্রহণে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কিভাবে শিশুদের সহাযতা করে
- প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের আর্থ সামাজিক অবস্থা জানা
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কিভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখে
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় সমাজের সম্পৃক্ততা অনুসন্ধান করা।

উক্ত গবেষণা কার্য পরিচালনায় ৭টি বিভাগের ৮০টি সরকারি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় (গ্রামীন ও শহুরে) নমুনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ৫টি উপজেলা দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে ২টি করে বিদ্যালয় ১টি গ্রামীন ও ১টি শহুরে বিদ্যালয় দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের ১৪ জন শিক্ষার্থী (৭ জন ছেলে ও ৭ জন মেয়ে) দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করে মোট ১১২০ জন গ্রেড-১ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন অভিক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৮০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও এসএমসি সদস্যদের উন্মুক্ত আলোচনা ও স্বাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

এ গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উৎস যেমন- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, পিতা-মাতা ও সমাজের লোকজন, এসএমসি, স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ থেকে বিদ্যালয় জরিপ প্রশ্নমালা, মূল্যায়ন অভিক্ষা, আর্থ-সামাজিক প্রোফাইল, স্বাক্ষাৎকার, উন্মুক্ত আলোচনা শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ চেকলিষ্ট এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংগৃহিত তথ্যগুলোকে মিশ্র পদ্ধতি যা গুণগত ও পরিমাণগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রশ্ন এবং গবেষণার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে সংগৃহিত তথ্যের গড় বের করে এবং আদর্শ বিচ্যুতি নির্ণয় করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ গবেষণায় দেখা যায় অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক স্নাতক ও স্নাতোকত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন কিন্তু তাদের দীর্ঘ মেয়াদী কোনো প্রশিক্ষণ নেই। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক শিশুদের ক্লাস নিতে অনিহা প্রকাশ করেন। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী দেয়াল নেই এবং বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে সড়ক ও জনপদের রাস্তা গিয়েছে। গ্রামীন বিদ্যালয়গূলো পুকুর ও খালের পাড়ে গড়ে উঠেছে। উপকূলীয় অঞ্চলের বিদ্যালযের মাঠে জোয়ারের পানি উঠে বিদ্যালয়ের মাঠ ও পরিবেশ নষ্ট করে দেয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়াতে বিদ্যালয়ের বারান্দায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শহরের বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত করা হয়েছে। জানালা ভেন্টিলেটর, বৈদুতিক পাখার সুব্যবস্থা আছে।

শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হৈ-চৈ করে এমনকি মাঝে মাঝে ঝগড়া বিবদে জড়িয়ে যায় ফলে শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণি শৃংঙ্খলা বজায় রাখা কষ্টকর হয়। শিশু শিক্ষার্থীরা গতানুগতিক পাঠদানের বাইরে সহশিক্ষাকার্যাবলিতে অংশগ্রহণে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। শিক্ষক গল্প বলা ও খেলার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায়

এবং বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী হয়। মহিলা শিক্ষরা আন্তরিকতার সাথে শিশু শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদানে অগ্রসর হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে শিশু শিক্ষা আরো একধাপএগিয়ে যাবে।

দারিদ্রের জন্য অনেক অভিভাবক তার শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইতে পারে না। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কোনো নিয়ম নীতি অণুসরণ না করে শিক্ষক গতানুগতিকভাবে ইংরেজি,গণিত ও বাংলা বিষয় শিক্ষা দেয়া হয় এবং বৎসরে তিনটি সাময়িক পরীক্ষা নেয়া হয়। এতে করে শিশু শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

উক্ত গবেষণায় দেখা গেছে যে সব শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করেছেন আর যারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন নাই তাদের তুলনায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা বিদ্যালয়ের আসার প্রতি আগ্রহ বেশি থাকে, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়েনা এবং অধিক সামাজিক গুণের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠে।

উক্ত গবেষণাগুলো থেকে ধারণা নিয়ে বর্তমান গবেষণার একটি ধারণাগত কাঠামো নিম্নে পেশ করা হলোঃ

২.৪ গবেষণার ধারণাগত কাঠামো

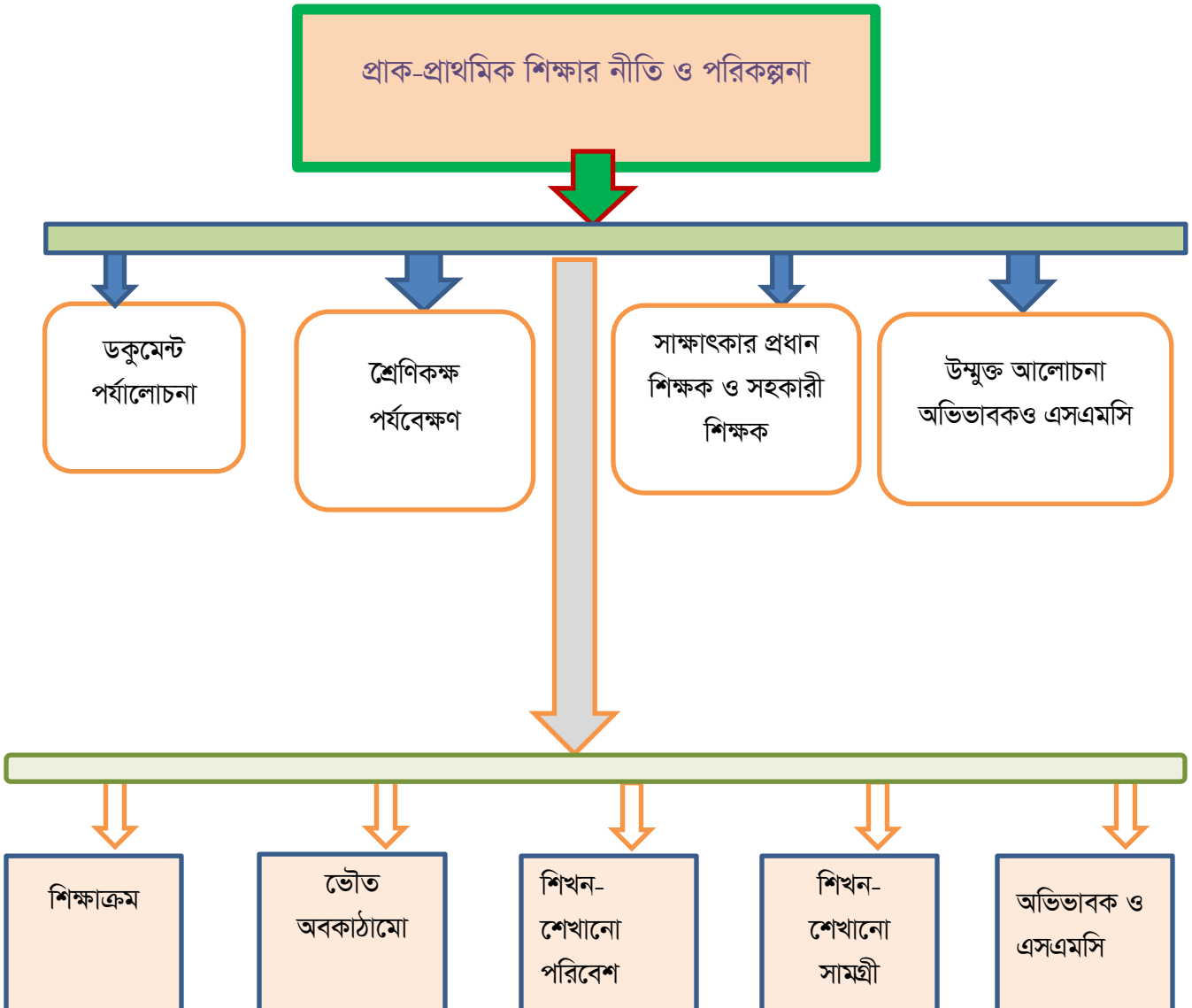

চিত্র ১ঃ গবেষণার ধারণাগত কাঠামো

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ও কৌশল

৩.১ সূচনা

৩.২ গবেষণার পদ্ধতি

৩.৩ গবেষণা তথ্যের উৎস

৩.৪ গবেষণার নমূনা নির্বাচন

৩.৫ নমূনা ছক

৩.৬ তথ্য সংগ্রহ উপকরণ

৩.৭ তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া

৩.৮ তথ্য সংগ্রহ উপকরণ মেট্রিক্স

৩.৯ তথ্য বিশেস্নষণ কৌশল

৩.১০ নৈতিকতা বিবেচনা

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি ও কৌশল

৩.১ সূচনা

গবেষণা হল বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের একটি কলা বা আর্ট। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির রীতিসিদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষাই হল গবেষণা । আর এ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন সুনিদিষ্ট পদ্ধতি। এ জন্য প্রত্যেক গবেষককে তার গবেষণা কাজের শুরুতেই একটা কাঙ্খিত পথ বেছে নিতে হয়। Adams & Schvaneveldt এর মতে "Research methodology is the application of scientific procedures toward acquiring answer to wide variety of research questions" (আলম,২০০৩:২০)। যুগ যুগ ধরে গবেষকগণ গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। যা অনুসরণ করে গবেষকগণ গবেষণা কাজ পরিচালনা করেন। তবে সকল ক্ষেত্রে গবেষকগণ শুধু এসব স্বীকৃত পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন তাও নয়; অনেক ক্ষেত্রে গবেষকগণ গবেষণার ক্ষেত্র ও নমুনার বৈশিষ্ট্যের কারণে নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতির আশ্রয় নেন। বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য যেসব পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে তা নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো।

৩.২ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে এই গবেষণা পরিচালনার জন্য ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ ও জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ গবেষণায় গবেষক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও বিভাগীয় পরিচালকের মতামত জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া শিক্ষানীতি-২০১০,বিভিন্ন জার্ণাল, কনফারেন্স রিপোর্ট এবং প্রকাশনা,ওয়েবসাইট, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন কাঠামো-২০০৮, প্রি-প্রাইমারি এক্সপেনসন প্লান, পিইডিপি-১, পিইডিপি-২, পিইডিপি-৩ ইত্যাদি ডকুমেন্ট পর্যালোচনার মাধ্যমে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.৩ গবেষণা তথ্যের উৎস

গবেষণা সম্পাদনের জন্য তথ্যের উৎস নির্বাচন একটি কুশলী কাজ। তথ্য সংগ্রহের উৎস বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ না হলে গবেষকের সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা যেতে পারে। তাই গবেষক সুচিন্তিতভাবে এবং আন্তরিকতার সাথে তথ্যের উৎস নির্বাচন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। উক্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা (MIS) থেকে।এছাড়া ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহিত হয়েছে। এছাড়াও নিম্নোক্ত উপায়ে তথ্য বা ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে

- প্রাক-প্রাথমিক সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডকুমেন্ট এনালাইসিস বা পর্যালোচনা

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা বিষয়ের অভিমত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বিভাগীয়-পরিচালক, মহাপরিচালকের প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে । গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে তাদের দফতরে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন।

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালার মাধ্যমে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মতামত জরিপ পরিচালনা করেছেন।

- এফজিডি বা উম্মুক্ত আলোচনা: গবেষক ৬টি জেলার ৬টি বিদ্যালয়ের ৬০ জন অভিভাবক ও ৩০ জন এসএমসি সদস্যদের নিয়ে উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন।

- শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণ: গবেষক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট সহকারে শ্রেণিকার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেছেন।

৩.৪ গবেষণার নমুনা নির্বাচন

দৈবচয়নের মাধ্যমে নমূনা নির্বাচন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বিভাজিত ভৌগোলিক অঞ্চল বিবেচনায় আনা হয়েছে যেমন শহর, গ্রাম, নদী উপকুল, হাওড় ইত্যাদি। সমগ্র বাংলাদেশের ২টি বিভাগের ৬টি জেলার ১২ টি উপজেলার ২৪টি বিদ্যালয়ের ২৪ জন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক, ২৪ জন প্রধান শিক্ষক, ১২ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১২ জন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ৬ জন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ২ জন বিভাগীয় উপ-পরিচালক, মহাপরিচালকের প্রতিনিধি ২ জন, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ১ জন এবং অভিভাবক ৬০ জন, এসএমসি ৩০ জন মোট ১৭৩ জনের সাক্ষাৎকার ও মতামতের মাধ্যমে গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

সারণি **৩.৫ঃ গবেষণার নমুনা ছক**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	বিদ্যালয়		সহকারী শিক্ষক		প্রধান শিক্ষক		সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	অভিভাবক ও এসএমসি
			শহর	গ্রাম	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা			
২	৬	১২	১২	১২	১৮	৬	১০	১৪	১২	১২	৬০

এছাড়াও সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ৬ জন, বিভাগীয় পরিচালক ২ জন, মহাপরিচালকের প্রতিনিধি ২ জন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ২জন নিয়ে নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.৬ তথ্য সংগ্রহ উপকরণ

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহের আলোকে প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার ও শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে।

প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারপত্র তিনটি অংশ বিভক্ত করা হয়। ১ম অংশে উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য (নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত যোগ্যতা উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় অংশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য যেমন ১) বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তথ্য ২) বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশ ৩) বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ ৪) প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন ৫) শিক্ষা উপকরণ বা সহায়ক শিখন-শেখানো সামগ্রী ৬) পিতা-মাতা, অভিভাবক কমিটি এবং সমাজের সম্পৃক্ততা ।

৩য় অংশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি,পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা এবং ইহার মানোন্নায়নে করণীয় দিক তুলে ধরেছেন।

প্রণীত টুলস এর যথার্থতা (Validity) যাচাইয়ের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ২টি বিদ্যালয়ে (শহর ও গ্রাম) তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রাহক ছক ও প্রশ্নমালার কার্যকারিতা যাচাই করে চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তিতে বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করা হয়। গবেষক গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ও বিভাগীয় পরিচালক এদের সরাসরি সহযোগিতায় তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

৩.৭ তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া

উপাত্ত সংগ্রহ করা গবেষণার একটি প্রধান কাজ। উপাত্তের নির্ভুলতা নির্ভর করে উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির উপর। গবেষণালব্ধ ফলাফল নির্ভর করে উপাত্তের উপর। তাই সঠিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য গবেষক বিভিন্ন প্রকারের জরিপ পদ্ধতির গবেষণাপত্র পর্যালোচনা করেন। অতঃপর গবেষক ব্যক্তিগতভাবে এবং সরাসরি নিজে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন।

সারণি ৩.৮ঃ তথ্য সংগ্রহ উপকরণ মেট্রিক্স

গবেষণার প্রশ্ন	পদ্ধতি	উপকরণ
১। বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার কী নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?	ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার এক্সপ্যানসন প্ল্যান, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট, পিইডিপি-১, পিইডিপি-২, পিইডিপি-৩, নেপ,ডিপিই, ব্যানবেইস হতে প্রাপ্ত তথ্য।	সাক্ষাৎকার সিডিউল ডিপিইও , বিভাগীয় উপ-পরিচালক, ডিজি প্রতিনিধি ও মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
২। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম কিভাবে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে ?	ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ	ডিপিইও, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা,সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার।
৩। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও শ্রেণিকক্ষের অবস্থা কীরুপ?	গবেষক কর্তৃক শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ	সাক্ষাৎকার সিডিউল (প্রধান শিক্ষক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক) উম্মুক্ত আলোচনা (অভিভাবক ও এসএমসি)
৪। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো পরিবেশ কীরুপ ?	মতামত জরিপ	শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ সিডিউল সাক্ষাৎকারপত্র (প্রধান শিক্ষক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক)
৫। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষা উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী পাঠদানে কী ভূমিকা রাখে ?	ডকুমেন্ট এনালাইসিস ও শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ	শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ সিডিউল প্রধান শিক্ষক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক এর সাক্ষাৎকার
৬। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবার ও অভিভাবকদের কীভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে?	মতামত জরিপ	উম্মুক্ত আলোচনা (মাতা-পিতা, অভিভাবক ও এসএমসি)
৭। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো কী ?	ডকুমেন্ট এনালইসিস গবেষক কর্তৃক বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ মতামত জরিপ	সাক্ষাৎকার (ডিপিইও , উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক) অভিভাবক ও এসএমসির সাথে উম্মুক্ত আলোচনা শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ সিডিউল

৩.৯ তথ্য বিশেস্নষণ কৌশল

কোনো গবেষণাই তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গবেষণার মৌলিক লক্ষ হচ্ছে ফলাফল ও সুপারিশমালা প্রণয়ন। গবেষণার যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য ফলাফলের জন্য প্রয়োজন সংগৃহিত তথ্যের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রধানত গবেষণার উদ্দেশ্যাবলিকে কেন্দ্র করেই সংগৃহিত উপাত্তের প্রকৃতি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সারণি ও গ্রাফ তৈরি করা হয়েছে। গবেষণার Validity বজায় রাখার লক্ষে বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে Triangulation ও করা হয়েছে। যে সব প্রশ্ন একই ব্যক্তিদের করা হয়েছে সেক্ষেত্রে যেটা গ্রহণযোগ্য সেটা নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একই জাতীয় তথ্য সংবলিত বিষয়গুলোর মধ্যে Crosscheek প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ডকুমেন্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বর্ণনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।এ গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে পরিমানগত এবং গুণগত উভয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে পরিসংখ্যানগত কৌশলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ফলাফলগুলোকে টেবিল ও গ্রাফে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যবেক্ষণপত্র (শ্রেণিকক্ষ চেকলিস্ট) ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর ক্ষেত্রে গুণগত বিশ্লেষণ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য গুণগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ৬টি ক্ষেত্রে চিহ্নিত করে সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবশেষে উপস্থাপিত সারণির আলোকে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক,প্রধান শিক্ষক, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও বিভাগীয় পরিচালকের মতামতের ভিত্তিতে গবেষণার উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করে পরবর্তী অধ্যায়ে তার সম্ভাব্য ফলাফল,সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুপারিশ প্রধান করা হয়েছে।

৩.১০ গবেষকের নৈতিকতা বিবেচনা ঃ

যথাযথ কর্তৃপক্ষ ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।এ ক্ষেত্রে গবেষক তথ্য সংগ্রহকারীদের নিকট অনুরোধপত্র সরবরাহ করেছেন। তথ্য সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে। গবেষণা কাজের বাইরে অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ তথ্য ব্যবহার করা হবে না। তথ্য ও উপাত্ত দেয়ার সাথে জড়িত কারও কোনো ক্ষতি না হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শিশুদের পাঠদানে কোনো ক্ষতি না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। গবেষণায় যারা তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সাথে বিনয়ী ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য বিশেস্নষণ ও সিদ্ধান্ত্ম গ্রহণ

৪.১ সূচনা

৪.২ প্রাক-প্রাথমিক শিড়্গার নীতি ও পরিকল্পনা

৪.৩ প্রাক-প্রাথমিক শিড়্গার শিড়্গাক্রম

৪.৪ বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো

৪.৫ শিখন-শেখানো পরিবেশ

৪.৬ শিখন-শেখানো সামগ্রী বা উপকরণ

৪.৭ পরিবার ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা

৪.৮ প্রাক-প্রাথমিক শিড়্গার নীতি,পরিকল্পনা ও বাস্ত্মবায়নের ড়্গেত্রে প্রতিবন্ধকতা

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য বিশেস্নষণ ও সিদ্ধান্ত্ম গ্রহণ

৪.১ সূচনা ঃ

সংগৃহিত উপাত্ত প্রাথমিকভাবে বিশৃঙ্খল এবং বৃহৎ কলেবর যুক্ত থাকায় তা থেকে সিদ্ধান্ত উপনিত হওয়া যায় না। তাই সংগৃহিত তথ্যের সারণীবদ্ধকরণ এবং বর্ণনা প্রয়োজন। সমস্যার প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত ক্ষেত্র থেকে সংগৃহিত তথ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তথ্য বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানের ব্যবহার একটি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। তাই বর্তমান গবেষণার জন্য সংগৃহিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে।

২৪ টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক,সহকারী শিক্ষক,এসএমসি, অভিভাবক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার ও মতামত প্রদানের ভিত্তিতে ৬টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম
- বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো
- শিখন-শেখানো পরিবেশ
- শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা।

বিভাগীয় পরিচালক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও এসএমসি ও অভিভাবকদের সাথে উম্মুক্ত আলোচনা এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য গবেষক তাঁর বিচার বিবেচনা দিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। পাশাপাশি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গবেষণাপত্র ,ইসিসিডি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক, এক্সপেনসান প্ল্যান অফ প্রি-প্রাইমারী এডুকেশন, জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডকুমেন্ট পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে গবেষক তা যাচাই করে সম্ভাব্য ফলাফল প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুপারিশ প্রদান করা হয়।

৪.২ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা

গবেষণা প্রশ্ন-১ ঃ বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার কী নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গবেষণাপত্র ,ইসিসিডি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্ক, এক্সপেনসান প্ল্যান অফ প্রি-প্রাইমারী এডুকেশন, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, বিভাগীয় পরিচালক ও ডিপিইএর প্রতিনিধি, ডিপিইও, প্রধান শিক্ষক,সহকারী শিক্ষক, এমএমসি ও অভিভাবদের সাথে উম্মুক্ত আলোচনা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনার বিষয়ে বিভিন্ন ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা হলো ঃ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভিশন ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার দীর্ঘ মেয়াদী ভিশন হচ্ছে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী সকল শিশু কোনো না কোনো ধরণের প্রাক-বিদ্যালয় কর্মসূচীতে অংশ নিচ্ছে এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক, শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের কর্মসূচিতে তাদের সুযোগ রয়েছে এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যুক্ত হচ্ছে। স্বল্প মেয়াদী ভিশন হচ্ছে ৫ থেকে ৬ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে প্রাক-বিদ্যালয়ের শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মিশন ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির মিশন হচ্ছে বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশের ধারাবাহিক গতিপথের মধ্যে কার্যকর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সকল অংশীজন ও সেবা প্রদানকারীকে উৎসাহিত করা এবং তাদেরকে তাত্ত্বিক, ধারণাগত ও পরিচালনে সহায়তা দেয়া।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের বিকাশ ও প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশের প্রস্তুতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের শিক্ষার অধিকার পূরণ করে শিক্ষার সুযোগসমূহ থেকে পুরোপুরি সুফল অর্জন এবং মানব সম্ভাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশে তাদেরকে সক্ষম করে তোলা (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো, ২০০৮)।

উপরোক্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভিশন, মিশন ও লক্ষ্যের আলোকে যে সমস্ত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা হলো ঃ

- আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে বিভিন্ন খেলা ও কাজের মাধ্যমে শিশুর সμ য় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা ।
- শিশুর সৌন্দর্য, নান্দনিকতাবোধ ও সুকুমারবৃত্তি বিকাশে সহায়তা ও শেখার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করা।

- শিশুকে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক আচার, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়ের পাশাপাশি এর চর্চায় উৎসাহিত করা।

- মুক্তিযুদ্ধেরচেতনা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতিনীতি বিকাশে সহায়তা করা।

- শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা ।

- শিশুকে প্রারম্ভিক গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলা।

- শিশুকে পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা,সহমর্মিতা ভাগাভাগি করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং আবেগ বুঝতে পারা ও তার যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করা।

- শিশুকে প্রশ্ন করতে আগ্রহী করে তোলা ও মতামত প্রকাশে উৎসাহিত করা ও শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কল্পনা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশে সহায়তা করা (প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০১২ পৃ.৭)।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পরিপত্র থেকে দেখা যায ২০১০ সালে অন্তবর্তীকালীন ও ২০১২ সালে অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় এবং ২০১৩ সাল হতে শতভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৩ সালে ২৬১৯৩টি জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মোট ৬৩৮৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে এবং ৩১,৪১,১০৪ জন শিশুকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে ২৫০০০ এর বেশি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি পরিচালনা করছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং ব্র্যাক,প্ল্যান বাংলাদেশ, সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউ এস এর মত এনজিওগুলো যা থেকে প্রায় ১০ লাখ ১০ হাজার শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া বিরাট সংখ্যক প্রাইভেট কিন্ডারগার্টেন রয়েছে যে গুলোর পরিচালনায় মোট প্রায় ২০০০০ টি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি রয়েছে।(ডিপিই-২০১৪)। এতে দেখা যায় বিপুল সংখ্যক ৫-৬ বছরের শিশু আনুষ্ঠানিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত হচ্ছে যা পরবর্তিতে শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী করে তোলে এবং বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে সহায়তা করে।

সরকারি ও বেসরকারি, এনজিও এবং প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে তা থেকে দেখা যায় শিশুদের পাঠ্যপুস্তক, পাঠদান পদ্ধতি, ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সম্বয়ের অভাব রয়েছে। প্রাইভেট স্কুলগূলোতে শিশুদের হাতে অনেক বই তুলে দেয়া হয়। শহরের সরকারি স্কুলেও গ্রামের স্কুলের শিশুদের চাইতে বইয়ের সংখ্যা বেশী। শিখন-শেখানো পদ্ধতিতেও পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। শহরের স্কুলের শিক্ষক যেভাবে ও যে কৌশলে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন গ্রামের স্কুলের শিক্ষক অনেকটাই ব্যতিক্রম। গ্রামের স্কুলের শিক্ষকরা গতানুগতিক পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে পাঠদান করে থাকেন।

এনজিও স্কুলের সাথে ও শহরের স্কুলের বিদ্যমান পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল এবং শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, সরকারি ও বেসরকারি, এনজিও এবং প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সেক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে ভিন্নতা ও সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। এই ক্ষেত্রে সকল ধরণের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন কাঠামো (২০০৮) অনুসারে একই ব্যবস্থার মধ্যে একই ধরণের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে গবেষক উত্তরদাতাদের যে সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা খুজে পেয়েছেন তা নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণি ৪.১ঃ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা		
	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	অন্যান্য
সহকারী শিক্ষক	৪২%	৫৮%	অভিভাবকদের ৩০% স্নাতক ডিগ্রীধারী ও ৫০% অভিভাবক অষ্টম শ্রেণিপাশ এবং ২০% অভিভাবকের কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।
প্রধান শিক্ষক	৭৫%	২৫%	
সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	১৭%	৮৩%	
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	---	১০০%	
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	---	১০০%	

সারণি ৪.১ঃ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

উপরের সারণী ৪.১ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, অধিকাংশ বা (৫৮%) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক স্নাতকোত্তর ডিগ্রীদারী এবং ৭৫% প্রধান শিক্ষক স্নাতক ডিগ্রীধারী। সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে ৮৩% স্নাতকোত্তর এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সকলেই স্নাতকোত্তর ডিগ্রীদারী । প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনায় একজন সহকারী শিক্ষকের নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মেয়েদের জন্য এসএসসি ও ছেলেদের জন্য স্নাতক কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকই স্নাতকোত্তর ডিগ্রীদারী এ থেকে দেখা যায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক যোগ্যতা নীতির চেয়েও অধিক উচ্চতর যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদেরই নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অভিভাবকদের অর্ধেকই হচ্ছে অষ্টম শ্রেণি পাশ কিন্তু ৩০% অভিভাবক স্নাতক ডিগ্রীধারী। মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হলে অভিভাবকদের সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

সারণি ৪.২ঃ উত্তরদাতাদের প্রশিক্ষণ

পদবী	প্রশিক্ষণ			
	সি-ইন-এড	বি,এড/এম,এড	প্রশিক্ষণ নেই	
সহকারী শিক্ষক	৮%	১৬%	৭৬%	সহকারী শিক্ষক(প্রাক-প্রাথমিক) প্রত্যেকের ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ আছে। দীর্ঘমেয়াদী কোনো প্রশিক্ষণ নেই।
প্রধান শিক্ষক	৩৭%	৪২%	২১%	
সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	৩৩%	৬৭%	-------	
উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	------	৫৮%	৪২%	
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	------	১০০%	-----	

উপরের সারণি ৪.২ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, অধিকাংশ বা (৭৬%) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই কিন্তু ১৬% শিক্ষকের বি,এড/এম,এড ডিগ্রি রয়েছে। ৪২% প্রধান শিক্ষক , ৬৭% সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সকলেই বি,এড/এম,এড ডিগ্রধিারী। কিন্তু সারণীতে দেখা যায় ৪২% উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। এছাড়াও যে সমস্ত শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিকে পাঠদান করেন সে সমস্ত শিক্ষকগণকে ৬ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু যারা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নতুন যোগদান করেছেন প্রত্যেকেরই ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাদের দীর্ঘমেয়াদী কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (MDG) এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA) এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে স্কুলগামী শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসার জন্য দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকা পূনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। সঠিকভাবে ও সঠিক তথ্য যাচাই বাছাই করে শিশু জরিপ পরিচালনা করার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তি কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে করে কোন শিশুই বিদ্যালয় থেকে বাদ না পড়ে । সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিংবা বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মধ্যে এক বা একাধিক বেসরকারি সংস্থা কার্যকর থাকলে সম্মিলিতভাবে সমন্বয়পূর্বক ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল ৫+ বয়সী শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিজ নিজ ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বাড়ি গিয়ে ৫+ বছরের শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করে। মাতা-পিতার মতামতের ভিত্তিতে ৫০% শিশুর বয়স ঠিক করেন, জন্ম নিবন্ধন কার্ড এর মাধ্যমে ৩০% এবং ইপিআই বা টিকা কার্ড দেখিয়ে ২০% শিশুর বয়স সনাক্ত করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক শিশু জরিপ সম্পন্ন করেন।

অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের তথ্য মতে শহরাঞ্চলে জন্ম নিবন্ধন কার্ড দেখিয়ে এবং গ্রামে মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ২০% প্রধান শিক্ষকের তথ্য মতে শিক্ষার্থীদের পড়া ও বলা পরীক্ষা করে শিশু ভর্তি করা হয়। সোনারগাঁও এর একটি বিদ্যালয়ে দেখা যায়, ২০জন শিশু ৬ বছর বয়সী, ১৫ জন ৫ বছর, ৫ জন ৪ বছর বয়সী। বয়সের প্রার্থক্যের জন্য ছোটরা বড়দের সাথে মিশতে চায় না, একই উচ্চতা ও একই বয়সের শিশুরা একসাথে বসতে এবং খেলা করতে পছন্দ করে। অতএব গবেষক শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পায় যে, শিশু শিক্ষার্থীরা সমবয়সীদের মধ্যেই পারস্পরিক সখ্যতা বেশি গড়ে তুলেছে এবং পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। বয়সের ব্যবধানে বড়রা ছোটদের উপর কর্তৃত্ব করছে এবং কম বয়সীরা সকল দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে।

গবেষক উক্ত গবেষণা নমূনা নির্বাচনে যে সমস্ত জেলার বিদ্যালয় নির্বাচন করেছেন ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় বসবাসকারী ৫-৬ বছরের শিশু সংখ্যা এবং বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত শিশুদের সংখ্যা নিম্নের সারণীতে তুলে ধরেছেন।

সারণি৪.৩ঃ ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিশু সংখ্যা

জেলা	৫-৬ বছরের শিড়্গার্থী সংখ্যা	সরকারি স্কুলে ভর্তি	এনজিও স্কুলে ভর্তি	প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে ভর্তি	এবতেদায়ী স্কুলে ভর্তি	কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি
নারায়ণগঞ্জ	৪৫০	১৭০	৬০	৬০	৭০	৯০
মুন্সিগঞ্জ	৩৮০	১৩০	৮০	৩০	৬০	৮০
নরসিংদী	৩৫০	১৪০	৬০	৩০	৬৫	৫৫
কুমিল্লা	৪০০	১৫০	৫০	৩০	১০০	৭০
চাঁদপুর	৩৩০	১২০	৪০	৬০	৬০	৫০
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩০০	১২০	৩০	৬০	৬০	৩০
মোট	২২১০	৮৩০	৩২০	২৭০	৪১৫	৩৭৫

সারণি (৪.৩) থেকে দেখা যায়, ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ৫-৬ বছরের শিশুরা কোন না কোন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ৫-৬ বছরের মোট শিশুর সংখ্যা ২২১০ জন,এর মধ্যে সরকারি স্কুলে ভর্তি হয় ৮৩০ জন, এনজিও স্কুলে ভর্তি হয় ৩২০জন, প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে ভর্তি হয় ২৭০জন, এবতেদায়ী স্কুলে ভর্তি হয় ৪১৫জন,কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি হয় ৩২০জন। এক্ষেত্রে সরকারি স্কুলে প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি ভর্তি হয়। কোনো শিশুই প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম থেকে বাদ পড়ে না। শিশুদের বা অভিভাবকদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী বাড়ির কাছাকাছি প্রাক-প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করণার্থে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন ।

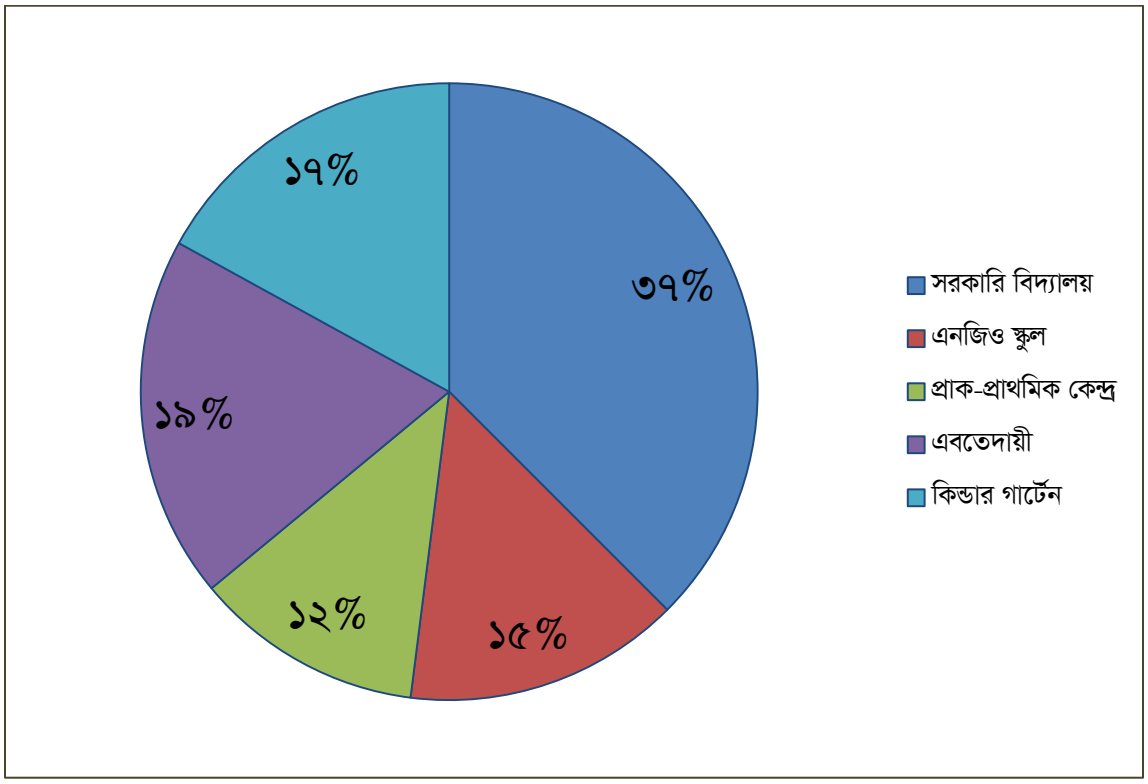

চিত্র ২ঃ ক্যাচমেন্ট এরিয়ার শিশু ভর্তির হার

উপরের চিত্র থেকে দেখা যায় ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ৫-৬ বছরের ৩৭% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ১৯% শিশু, কিন্ডারগার্টেনে ১৭% শিশু, এনজিও স্কুলে ১৫% শিশু এবং প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রে ১২% শিশু লেখাপড়া করে। এথেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বেশীর ভাগ শিশুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় এবং ২য় অবস্থানে রয়েছে এবতেদায়ী মাদ্রাসা। কোনো শিশুই প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া থেকে বাদ পড়ছে না।

গবেষক মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করে নির্বাচিত বিদ্যালয়ের ভর্তি ও মাসিক উপস্থিতির রেকর্ড থেকে বালক ও বালিকার সংখ্যা এবং দৈনিক উপস্থিতির যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন সে সমস্ত তথ্য নিম্নে সারণী আকারে উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণি ৪.৪ ঃ বালক ও বালিকার সংখ্যা এবং উপস্থিতির হার

জেলা	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	বালকের সংখ্যা ও শতকরা হার		বালকের মাসিক উপস্থির হার	বালিকার সংখ্যা ও শতকরা হার		বালিকার মাসিক উপস্থিতির হার	মাসিক গড় উপস্থিতি
		সংখ্যা	শতকরা		সংখ্যা	শতকরা		
নারায়ণগঞ্জ	১৭০	৯০	(৫৩%)	৪৫%	৮০	(৪৭%)	৫০%	৯৫%
মুন্সিগঞ্জ	১৩০	৭০	(৫৪%)	৪৪%	৬০	(৪৬%)	৪৮%	৯২%
নরসিংদী	১৪০	৭৫	(৫৪%)	৫০%	৬৫	(৪৬%)	৪৫%	৯৫%
কুমিল্লা	১৫০	৭০	(৪৭%)	৪৩%	৮০ (৫৩%)		৫০%	৯৩%
চাঁদপুর	১২০	৬০	(৫০%)	৩৮%	৬০	(৫০%)	৫০%	৮৮%
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১২০	৬৫	(৫৪%)	৪০%	৫৫	(৪৬%)	৫৫%	৯৫%
বালকের মাসিক গড় উপস্থিতি ৪৩%					**বালিকার মাসিক গড় উপস্থিতি** ৫০%			মোট মাসিক গড় উপস্থিতি ৯৩%

উপরের সারণি ৪.৪ থেকে দেখা যায় ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ৫-৬ বছরের শিশুর মধ্যে বালক ৪৩০ (৫২%), বালিকা ৪০০ (৪৮%) এবং **বালকের মাসিক গড় উপস্থিতি** ৪৩%এবং **বালিকার মাসিক গড় উপস্থিতি** ৫০% বালক-বালিকার মাসিক গড় উপস্থিতির হার ৯৩%। এ থেকে দেখা যায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে বালিকার চেয়ে বালকের সংখ্যা বেশী কিন্তু বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে বালকের চেয়ে বালিকার উপস্থিতি হার বেশী। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন ৭% শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকছে।

গবেষক নির্বাচিত বিদ্যালয়ের শিশু জরিপরেকর্ড ও প্রাক-প্রাথমিকের ফলাফলের রেকর্ড থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে সারণী আকারে উপস্থাপন করা হলো ঃ

সারণি ৪.৫ঃ ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণের হার

জেলা	মোট শিক্ষার্থী	১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ		ঝরে পড়ে		অন্যত্র চলে যায়	
		সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)
নারায়ণগঞ্জ	১৭০	১৫৫	৯১	৫	৩	১০	৬
মুন্সিগঞ্জ	১৩০	১২২	৯৪	--		৮	৬
নরসিংদী	১৪০	১১৫	৮২	২০	১৪	৫	৪
কুমিল্লা	১৫০	১৪২	৯৫	---		৮	৫
চাঁদপুর	১২০	১০৫	৮৭.৫	১৫	১২.৫	---	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১২০	১০০	৮৩	১২	১০	৮	৭
মোট	৮৩০	৭৩৯	৮৯	৫২	৭	৩৯	৪

সারণি ৪.৫ঃ ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণের হার

সারণি ৪.৫ থেকে দেখা যায় ক্যাচমেন্ট এরিয়ার ৫-৬ বছরের শিশু যারা প্রাক-প্রাথমিকে অধ্যয়ন করে তাঁর মধ্যে ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয় (৮৯%) অন্যত্র চলে যায় (৪%) কিন্তু ঝরে পড়েছে ৫২ (৭%)। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের মতে যে সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছে তাদের বাড়ি পরিদর্শন করে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে তাদেরকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা যাবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু এবং সে লক্ষে প্রত্যেকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি করে নতুন শ্রেণিকক্ষ তৈরি ও বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করার কথা বলা হয়। মাঠ পর্যায়ে গিয়ে দেখা গেছে যে, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালু করা হয়েছে। কয়েকটি বিদ্যালয়ে নতুন শ্রেণি কক্ষ তৈরি হয় নাই, পুরাতন ভবনেই প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির কার্যক্রম চালানো হচ্ছে কিন্তু অকিাংশ (৮৫%) প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রাক-প্রাথমিক এর জন্য নতুন কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হলেও বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় ৫০% বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। যেখানে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় নাই সে সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষককে ছয় দিনের প্রাক-প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রেণির কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে (শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ)। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা বলেন যে, ইতিমধ্যে শিক্ষক নিয়োগের সার্কুলার জারী করা হয়েছে অতি শ্রীঘ্রই প্রাক-প্রাথমিকের জন্য নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা মতামত প্রদান করেন যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে মাষ্টার ট্রেইনারদের একটি দল গড়ে তোলা হবে। এ ধরনের প্রশিক্ষণের (TOT) দায়িত্ব "শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ক্ষেত্রে সক্রিয় কোনো যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দেয়া যেতে পারে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান বহুলাংশে বৃদ্ধিপাবে বলে আশা করা হয়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ৫+বয়সী শিশুর সংখ্যা ত্রিশ জন নির্ধারণ করা হয়েছে এবং শিশু নির্বাচনের সময় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করার কথা বলা হয়। গবেষক সরেজমিনে গিয়ে দেখেন যে, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে ৪০-৫০ জন শিশু শিক্ষার্থী রয়েছে এবং যাদের বয়সের ক্ষেত্রে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। গ্রামীন অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বয়স ছয় এর অধিক কিন্তু শহরের বিদ্যালয়গুলোতে অর্ধেক শিক্ষার্থীর বয়স ৫ বছরের নীচে এবং ভর্তির সময় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয় না। এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বয়সের তারতম্য পরিলক্ষিত হয় এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান না করে নিরুৎসাহিত করায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্তরায় হয়ে দাড়ায়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা মতামত প্রদান করেন যে, একটি আদর্শ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি ৩০ জন শিশু নিয়ে পরিচালিত হবে। তবে ত্রিশ এর অধিক ৫+ বয়সী শিশু ভর্তির জন্য এলে কোন শিশুকে ফিরিয়ে দেয়া যাবে না বরং বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক শাখায় তাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। তবে একাধিক শ্রেণি বা ব্যাচে এবং ভিন্ন সময়ে ক্লাস পরিচালনা সম্ভব না হলে উপযোগী নমনীয় কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা করা যেতে পারে। কোন ভাবেই প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির কোন শিশুকে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বা ৫ম শ্রেণিতে সংযুক্ত করে দেয়া যাবে না বা উচ্চতর শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পেছনে বসানো যাবে না। গবেষক মাঠ পর্যায়ে শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পায় যে, প্রত্যেক শ্রেণিতেই অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে। কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে আলাদা শাখা খুলে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে কিন্তু সেখানে শিক্ষক স্বল্পতা ও শিখন-শেখানো সামগ্রীর অপর্যাপ্ততার কারনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিখন-শেখানো কৌশলগুলো জেন্ডার নিরপেক্ষতার কথা চিন্তা করে প্রণয়ন করা হয়েছে অর্থাৎ নির্বাচিত কৌশলগুলো ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য যথাযথ হয়, কেউ যেন তার ভৌগোলিক, নৃ-তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক বা মনো-সামাজিক অবস্থার কারণে নিজেকে অধঃস্তন বা উপেক্ষিত ভাবার সুযোগ না পায়। গবেষক মাঠ পর্যায়ে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকই জেন্ডার সমতা বজায় না রেখে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করছেন। কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুদের খেলার জন্য আলাদা কোনো বস্তু বা মেয়েদের খেলনা রাখা হয় নাই ফলে মেয়ে শিশুরা নিজেদেরকে অবহেলিত মনে করে। এ থেকে সিদ্ধান্ত গহণ করা হয় যে, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে জেন্ডার নিরপেক্ষতা বজায় না রেখে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি পরিচালনার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময় সূচির মধ্যে সপ্তাহে ৬ দিন (ছুটির দিন ব্যতিত) ২ ঘন্টা ৩০ মিনিটের বিদ্যালয়ের সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষক মাঠ পর্যায়ে গিয়ে কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখতে পান নাই। সকল প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতেই ২ ঘন্টা ৩০ মিনিটে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালিত হয়। গবেষক সরেজমিনে দেখতে পায় যে, বছরের প্রথম তিন মাস শুধুমাত্র প্রস্তুতিমূলক পড়া ও লেখা এবং প্রস্তুতিমূলক অংক শিখানো হয়। বাংলা অক্ষর পরিচিতি, লেখা ও পড়া শুরু হয় ৪র্থ মাস থেকে এবং ৫ম মাস থেকে শুরু হয় অংক। প্রস্তুতিমূলক পড়ার মধ্যে রয়েছে শব্দ অনুশীলন, ছবি দেখে পড়া, একটি ছবির বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে সাজানো। প্রস্তুতিমূলক লেখা হলো শিশুর ইচ্ছে মতো আঁকা, নির্দিষ্ট ধরণের আঁকা। প্রস্তুতিমূলক অংক হচ্ছে ডান ও বাম, ছোটও বড়, ভিতরে ও বাইরে, উপরে ও নিচে,কাছে ও দূরে, সামনে ও পিছনে, লম্বা ও খাটো, মোটা ও চিকন, অন্যগুলো থেকে অলাদা, বিভিন্ন আকৃতি । বাংলা অক্ষর পড়া ও লেখার মধ্যে রয়েছে ইচ্ছামতো আঁকা, নির্দিষ্ট ধরনে আঁকা,

ছবিতে দেয়া অক্ষরের চার্ট ব্যবহার করে অক্ষর পড়া, আগে থেকে ডিজাইন করা অক্ষরের খাতা ব্যবহার করে অক্ষর লেখা ও অনুশীলন। অংকের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আকার ও আকৃতি, ০-২০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করা ও লেখা, সর্বোচ্চ ১০ পর্যন্ত যোগ করা, সর্বোচ্চ ৯ পর্যন্ত বিয়োগ করা ও মাপা ইত্যাদি (শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ)।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মতামত থেকে দেখা যায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্যাকেজ আমার বই ৩০টি,ওয়ার্ক বুক, এসো লিখতে শিখি, একটি অনুশীলন খাতা, শিক্ষক সহায়িকা, স্বরবর্ণ চার্ট, ব্যাঞ্জন বর্ণ চার্ট ও খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে গিয়ে গবেষক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে উক্ত সামগ্রী যথাসময়ে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যেখানে শিক্ষার্থী ৩০ এর অধিক সেখানে শিশু শিক্ষার্থীরা সবাই ইহা ব্যবহার করতে পারছে না। তাছাড়াও উক্ত শিখন-শেখানো সামগ্রী শিশু শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করার ফলে কিছু কিছু বিদ্যালয়ে অনেক বস্তু নষ্ট হয়ে গেছে ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সারা বছর ব্যবহার উপযোগী অধিক পরিমাণে বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রেরণ করতে হবে।

বিভাগীয় পরিচালক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের বর্ণনা মতে সরকার বিদ্যালয় বিহীন গ্রামে একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও কচি-কাঁচা শিশুদের দূরবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করার সমস্যার কথা বিবেচনা করে যে সবস্থানে বা যে সব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই সে সব স্থানে বা গ্রামে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের কথা তুলে ধরেছেন। ২৫০ বর্গফুট জায়গা রয়েছে এ রকম একটি পৃথক বাড়িতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার কথা বলেছেন। ৭-৯ সদস্যের কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি কেন্দ্রটি পরিচালনা করবে। সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় বা নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হবেন সভাপতি। প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রের শিক্ষক হবেন সদস্য সচিব, এসএমসি থেকে ২জন সদস্য, অভিভাবক হতে ২ জন সদস্য, বাস্তবায়নকারী এনজিও সমূহের প্রতিনিধি ১জন নিয়ে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। চাঁদপুরে ও নরসিংদীতে ২টি কেন্দ্রের সভাপতি মতামত প্রদান করেন যে, গুণগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র সঠিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষক স্বল্পতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্যারা শিক্ষক নিয়োগ করে শ্রেণি পরিচালনা করা এক্ষেত্রে এস.এম.সি এবং অভিভাবক কমিটির সহায়তা নেয়া যেতে পারে। গবেষক মাঠ পর্যায়ে গিয়ে লক্ষ করেন যে, কোনো বিদ্যালয়ই এমন ধরণের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই বা বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় (School level Improvement Plan) এ ধরণের কোনো পদক্ষেপ গহণ

করা হয় নাই। ৮৫% প্রধান শিক্ষক মনে করেন কোনো স্কুলের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক যে কোনো ছুটিতে গেলে তার পরিবর্তে ছোট শিশুদের পাঠদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না ফলে পাঠদান বিঘ্ন ঘটে। এমতাবস্থায় উচ্চতর শ্রেণি থেকে স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষার্থীর সহায়তা নেয়া হয় এমনকি অভিভাবকদের মধ্য হইতে শিক্ষিত মা-বাবা পাঠদানে সহায়তা করে থাকেন। এ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, একাধিক শ্রেণি বা ব্যাচে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালাতে শিক্ষক স্বল্পতা কাটানোর জন্য প্রয়োজনে উচ্চতর ক্লাস যেমন ৪র্থ বা ৫ম শ্রেণি থেকে স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষার্থী,অভিভাবক এবং প্যারা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করে গুণগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়তা করা যায়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে NCTB কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যবই সকল ধরনের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা। ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। গবেষক সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ই NCTB কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যবই ব্যবহার করা হয় কিন্তু এর সাথে আরো সহায়ক বই শিশুদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় যা ছোট ছোট শিশুদের জন্য বোঝা হয়ে দাড়ায়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৭ সাল থেকে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করছে এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। [জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার]

অধিকাংশ অভিভাবক এর তথ্য মতে বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা School level improvement plan (SLIP) করা দরকার। বিদ্যালয় পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগণকে বিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতি মাসে একটি করে অভিভাবক সভার ব্যবস্থা করা। বাড়িতে একটি শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে অভিভাবক ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সচেতন করে তোলা যায় । শিশুদেরকে বিদ্যালয়মূখী করা এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার রোধ ও একই ক্লাসে পুনরাবৃত্তি রোধের ব্যবস্থা জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অভিভাবক ও এসএমসি এর সমন্বয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। গবেষক দেখতে পায় যে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে School level improvement plan এর আওতায় শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন ও তাদের সচেতন করার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করছে।

অধিকাংশ অভিভাবক মনে করেন শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে অধিক গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। শিশুর টয়লেট ব্যবহারের পর হাত ধোয়া, নখ কাটা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন । পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করে দৈনন্দিন কার্যাবলীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা দরকার। এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, দৈনন্দিন স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক প্রত্যহ হাতে-কলমে এ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৪.৩ প্রাক-প্রাথমিক শিড়্গার শিড়্গাক্রম

গবেষণা প্রশ্ন-২ ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক কিভাবে বাস্তবায়ন হয়ে থাকে ?

গবেষক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে যে সব শিখন সম্পর্কিত তথ্যের প্রভাব লক্ষ করেছেন তা হলো ঃ শিশুর চাহিদা পূরণের জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিবারের সম্পৃক্ততা ও অন্যান্যদের সাথে Relationship বৃদ্ধি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং পরিবেশ বান্ধবতা বিষয়টি শিক্ষাক্রমে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। শিশুর বিকাশ ও শিখন প্রμ য়ায় বংশগতির প্রভাবের তীব্রতা এবং বয়সের সংগে সংগে স্বয়ংμ ীয়ভাবে তার পরিণত হয়ে যাওয়া সংμ ান্ত গেসেল এর Maturationist theory ধারণা শিশুর বিকাশ ও শিখনের ক্ষেত্রে তার বয়সের গুরুত্ব অন্য সব তত্ত্বের মতো এই শিক্ষাক্রম প্রণয়নেও বিবেচনা করা হয়েছে। যদিও গেসেলের তত্ত্বে শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকাকে গৌণ হিসেবে ধরা হয়েছে, কিন্তু Behaviourist theory এর প্রণেতারা শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশে μ মান্বয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে বিকাশকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

পরিবেশকে গুরুত্ব দিলেও শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে একান্তই ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীন মনে করে জ্যা-পিয়াঁজে এর Cognitive-developmental theory। এই তত্ত্ব শিশুর ইতোমধ্যে অর্জিত ধারণা পরবর্তি ধাপে ব্যবহার করা (Assimilation) এবং অর্জিত ধারণা ও জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নতুন ধারণা তৈরি করা (Accommodation) সম্পকিত যে তথ্য আমাদের দেয় তা এই শিক্ষাক্রম প্রণয়নে গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হয়েছে। যদিও Bandura শিশুর অনুকরণ করার ক্ষমতা ও সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে তার সামনে মডেল হিসেবে উপস্থাপন (Modelling) এবং একই বিষয় বিভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তির (Reinforcement) উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যা এই শিক্ষাμ ম প্রণয়নেও বিবেচনা করা হয়েছে। আর এ ভাবেই Vygotsky এর Sociocultural theory এই শিক্ষাμ ম প্রণয়নে গুরুত্বের সংগে বিবেচিত হয়েছে।

শিশুকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা, তার চিন্তা বা জানার মাত্রাকে μ মাগত চ্যালেঞ্জ করা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বড়দের ধারাবাহিক সহায়তা (Scaffolding) শিশুর বিকাশ ও শিখনকে ত্বরান্বিত করে। Sociocultural theory এর

মাধ্যমে Vygotsky'র এই ধারণা শিক্ষাμ মের শিখন-শেখানো প্রμ য়াকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। শিশুর বিকাশ ও শিখনকে শুধু তার পারিপার্শ্বিকতা যেমন শুধু বাড়ি কিংবা বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের অংশ হিসেবে দেখা সংμ ান্ত Bronfenbrenner এর Ecological systems theory ও এই শিক্ষাμ ম প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছে। যে কারণেই শিক্ষাμ ম বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বাড়ি, বিদ্যালয়, সমাজ এবং বৃহত্তর সিস্টেমের মধ্যে μ মাগত যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সাম্য, শ্রদ্ধাবোধ, আত্মনির্ভরশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা ইত্যাদি মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যা দীর্ঘ মেয়াদে জাতীয় মূল্যবোধ চর্চায় শিশুদের উদ্বুদ্ধ করবে এবং অর্জিত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তি শিশুর পরবর্তী জীবনাদর্শ তৈরিতে সহায়তা করবে। সুস্থির আবেগিক বিকাশ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগিক বিকাশে তার চারপাশের পরিবেশের চাপ বা চাহিদা যখন দ্বন্দ্ব (Conflict) তৈরি করে তখন তা দীর্ঘমেয়াদি বা গভীর বিশ্বাস গঠনে বাঁধা তৈরি করে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শিক্ষাμ মে শিখন-শেখানো কার্যμ ম পরিকল্পনা করা হয়েছে যা Erikson এর Psychoanalytic theory দ্বারা প্রভাবিত।

এই শিক্ষাμ মটি বাস্তবায়নে নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কাজে স্থানীয় খেলা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও উপকরণ প্রভৃতিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যা Barbara Rogoff এর Community of practice' তত্ত্বের মূলকথা। সর্বোপরি শিশুর স্বভাব, প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধি, বিকাশ ও শিশুর Life long learning এর জন্য Child Centeredness শিশু কেন্দ্রিকতা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

উক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম শিশু শিক্ষার্থীর বয়স,চাহিদা ও সামর্থ অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বংশগতির প্রভাব, শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা, শিশুর অনুকরণ করার ক্ষমতা ও সম্ভাবনার কথা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিবেচনা করা হয়েছে।

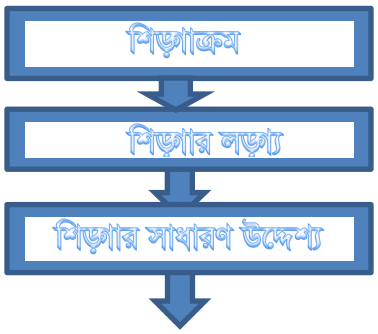

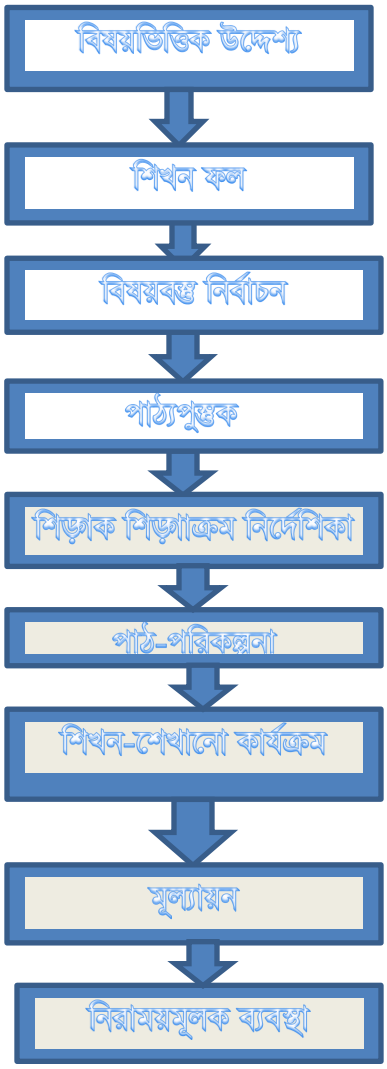

চিত্র ৩ঃ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকার সম্পর্কের প্রবাহচিত্র

চিত্র ৩ঃ থেকে দেখা যায় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রথমেই শিক্ষার লক্ষ্য বিবেচনা করতে হয়। শিক্ষার লক্ষ্য এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয়। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে শিখন ফল ও বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়। বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে পাঠ্যপৃস্তক প্রণয়ন করা হয় । শিক্ষাক্রমের লক্ষ ও উদ্দেশ্য, শিখনফল ও বিষয়বস্তু প্রতিফলিত হয় পাঠ্যপুস্তকে। পাঠ্যপুস্তকে যে সব ধারণা ও বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হলে শিক্ষকগণের জন্য কার্যকর শিখন-শেখানো ও নির্দেশনা

সামগ্রীর বিকল্প নেই। শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অন্যতম নিয়ামক শিক্ষকমণ্ডলী। তাই শিক্ষকগণের জন্য শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি মূলত শিক্ষকগণের ব্যবহারের জন্য প্রণীত হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট পাঠটি সুশৃঙ্খলভাবে নির্ধারিত পদ্ধতি ও কৌশল অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারে শিক্ষকগণকে প্রস্তুত করা। শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা অনুযায়ী শিক্ষক পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করেন। পাঠ-পরিকল্পনায় শিশু শিক্ষার্থীর শিখন-শেখানো কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে এবং শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়।

এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিকাশের ক্ষেত্রকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা হলোঃ

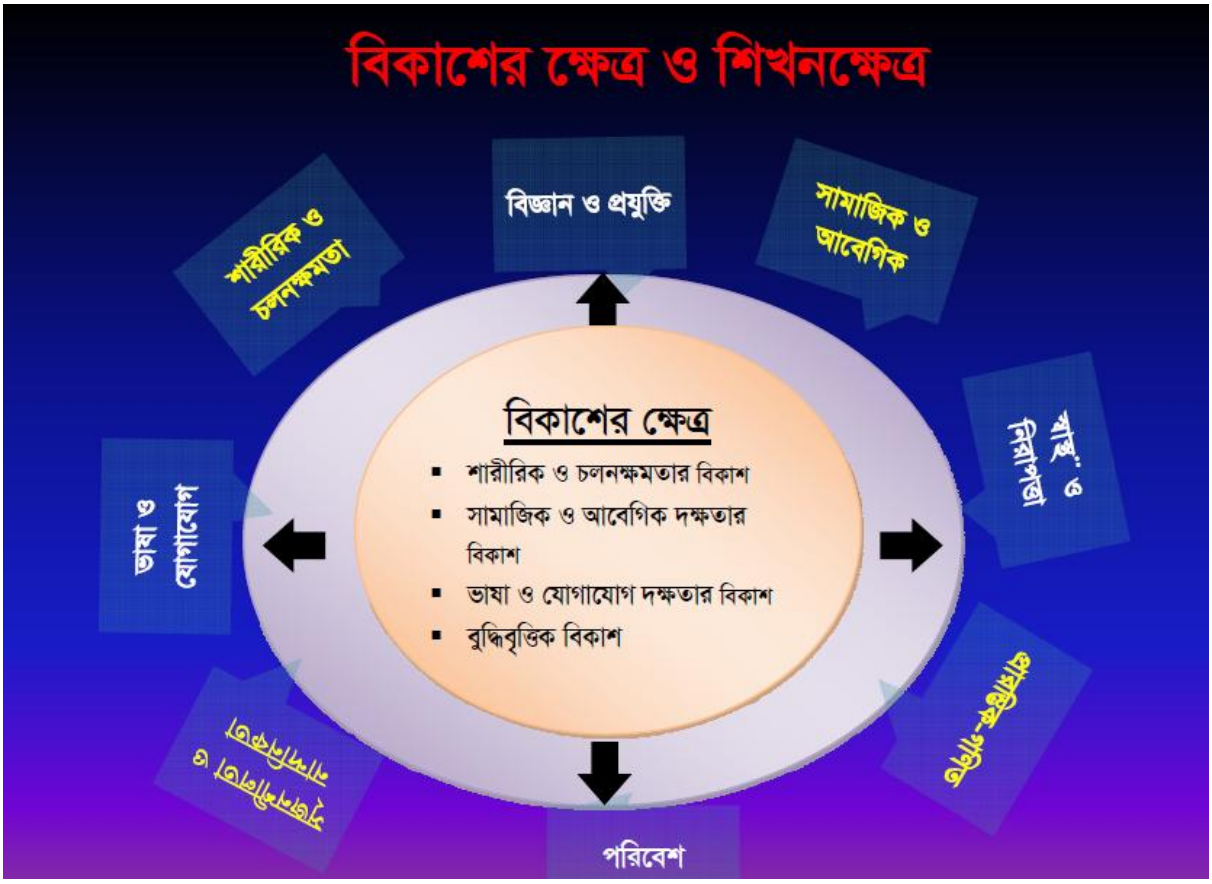

চিত্র ৪ঃ বিকাশের ড়োত্র ও শিখন ড়োত্র

উপরের চিত্র থেকে দেখা যায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিশুর ৪টি বিকাশের ক্ষেত্র যেমন ১) শারীরিক ও চলন ক্ষমতার বিকাশ ২) সামাজিক ও আবেগিক দক্ষতার বিকাশ ৩) ভাষা ও যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ ৪) বুদ্ধিভিত্তিক বিকাশ এর ক্ষেত্রকে ৮টি শিখন ক্ষেত্রে বিভাজন করা হয়েছে যেমন ১) ভাষা ও যোগাযোগ ২) শারীরিক ও চলন ক্ষমতা ৩) বিজ্ঞানও প্রযুক্তি ৪) সামাজিক ও আবেগিক ৫) স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ৬) প্রারম্ভিক গণিত ৭) পরিবেশ ৮) সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা। এই প্রতিটি শিখন ক্ষেত্রকে একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতাকে একাধিক শিখন ফলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পরবর্তিতে প্রতিটি শিখন ফলের জন্য পরিকল্পিত কাজ বা শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। এভাবে কেন্দ্রীয় ও জাতীয়ভাবে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য একটি যুগোপযোগী, সম্বন্বিত,কার্যোপযোগী,সমৃদ্ধ ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে পিইডিপি-৩। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ অর্জনের জন্য পিইডিপি-৩ এর কার্যক্রমগুলোকে ৪টি কম্পোনেন্ট ১) শিখন ও শিক্ষণ ২) অংশগ্রহণ ও বৈষম্য ৩) বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকারিতা ৪) প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা এবং ২৯ টি সাব কম্পোনেন্ট-এ ভাগ করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত বিষয় ও ক্ষেত্র ভিত্তিক অর্জনযোগ্য দক্ষতা যেমন ভাষা, শারীরবৃত্তীয়,গাণিতিক,সৃজনশীলতা, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ইত্যাদির সাথে প্রাথমিক স্তরের ১ম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট দক্ষতার সাথে সমন্বয় করে উলম্ব সম্প্রসারণ (Vertical Expansion) করা হয়েছে যেন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহের সাথে প্রাথমিক শিক্ষার অর্জনযোগ্য দক্ষতার সেতুবন্ধন তৈরি করে শিক্ষক শিশুর ভবিষ্যৎ শিখনের দরজা উম্মুক্ত করতে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর সাবলীল উত্তরণ ঘটাতে পারেন।

Pre-Primary Education Expansion Plan-December 2012 (DPE) থেকে দেখা যায় মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য

- ভৌত পরিবেশ
- শিখন পরিবেশ
- শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারি
- পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান
- মাতা-পিতা ও সমাজের লোকদের সম্পৃক্ততা
- প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন
- ব্যবস্থাপনা
- প্রশাসনিক কার্যক্রম

এই ৮টি ক্ষেত্রে ভাগ করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

সারণি ৪.৬ ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভৌগোলিক অঞ্চল

উপজেলার শ্রেণি	উপজেলা সংখ্যা	জেলা	বিভাগ
শ্রেণি-এ "গ্রামীন নিচূ এলাকা"	১৭৬	৫৩	সকল
শ্রেণি-বি "গ্রামীন অন্যান্য" এলাকা	১৮৫	৪৫	সকল
শ্রেণি-সি "শহর ৪টি পুরাতন সিটি কর্পোরেশন"	৬১টি থানা ২০ টি ডিপিই উপজেলায় বিস্তৃত	৪	৪
শ্রেণি-ডি "দ্বীপ,উপকূল,নদী ও চরাঞ্চল"	৬৩	১৮	৫
শ্রেণি-ই "নৃ-তাত্ত্বিক ও আদিবাসি"	২৫	৩	১
শ্রেণি-এফ "চা বাগান"	১২	৩	১
শ্রেণি-জি "হাওর"	২৪	৭	২

উৎস ঃ Pre-Primary Education Expansion Plan-December 2012 (DPE)

সারণি ৪.৬ থেকে দেখা যায় সমগ্র বাংলাদেশকে ৭টি ভৌগোলিক শ্রেণিতে বিভক্ত করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শ্রেণি-এ "গ্রামীন নিচূ এলাকা" শ্রেণি-বি "গ্রামীন অন্যান্য" এলাকা, শ্রেণি-সি "শহর ৪টি পুরাতন সিটি কর্পোরেশন," শ্রেণি-ডি "দ্বীপ, উপকূল,নদী ও চরাঞ্চল," শ্রেণি-ই "নৃ-তাত্ত্বিক ও আদিবাসি," শ্রেণি-এফ "চা বাগান," শ্রেণি-জি "হাওর" ।

৯০% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক বর্ণনা মতে শিশু শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়। যে সকল বিষয় লিখিতভাবে মূল্যায়ন করা যায় না সে সমস্ত বিষয় মৌখিক বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় আবার যে সমস্ত বিষয় মৌখিকভাবে মূল্যায়ন করা যায় না সে সমস্ত বিষয় লিখিতভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদেরকে আনুষ্ঠানিক পরিক্ষা না নিয়ে মৌখিক,লিখিত,পর্যবেক্ষণ, পোর্টফোলিও এবং এসাইনমেন্ট এর মাধ্যমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করতে হবে।

৪.৪ বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো

গবেষণা প্রশ্ন-৩ ঃ বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও শ্রেণিকক্ষের অবস্থা কীরুপ ?

ভৌত অবকাঠামো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।এই অধ্যায়ে বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি যেমন বিদ্যালয় ভবন, শিশুর নিরবিঘ্ন নিরাপত্তা,শ্রেণিকক্ষের আকার ও আয়তন,বেঞ্চ বিন্যাস ও অন্যান্য মৌলিক বস্তুগত দ্রবাদি অন্তর্ভূক্ত ।

এ গবেষণায় ২৪টি বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ভৌত অবকাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে সকল বিদ্যালয়েই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বজায় রেখে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৫০ বর্গফুট আয়তনের শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। শ্রেণিকক্ষটি খোলামেলা ও অলো-বাতাসপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় বিদ্যালযগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ভবন কংক্রিটের বা ইটের তৈরি। শহরের স্কুল ব্যতিত বিশেষ করে বেশির ভাগ গ্রামীন অঞ্চলের বিদ্যালয়েরই বাউন্ডারী প্রাচীর নেই। কিছু স্কুল রাস্তার পাশে অবস্থিত এবং রাস্তার মধ্যে কোন স্পীড ব্রেকার নেই। এছাড়াও গ্রামীন অঞ্চলের বিদ্যালয়ের পাশে স্থানীয় বাজার গড়ে উঠেছে। কুমিল্লার এক প্রধান শিক্ষক উল্লেখ করেন যে, বিদ্যালয় ছুটির পর শিশু দৌড়ে রাস্তা পারাপারের সময় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির এক শিক্ষার্থী দূর্ঘটনায় স্পটেই মারা যায়। এমতাবস্থায় অভিভাবকরা ছোট শিশুদের বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল।

এছাড়াও কিছু স্কুল পুকুরের পাড়ে অবস্থিত ফলে অভিভাবকরা তাদের শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকে। যখন স্কুল ছুটি হয় তখন শিশুরা দৌড় দিয়ে ছুটে চলে ফলে বিভিন্ন সময় দূর্ঘটনায় পতিত হতে পারে বলে অভিভাবকরা সব সময় আতংকিত থাকে। কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ও দেয়াল খুবই দূর্বল এবং পুরাতন ভবনগুলো খুবই ঝুকিপূর্ণ। ভবন সঠিকভাবে তৈরি হয় নাই, দেয়াল ও ছাদের প্লাষ্টার পড়ে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে শিশুদের শরীরে পড়ে শিশুরা মারাত্বক আহত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ না করাতে অভিভাবকরা মনস্তাত্তিক চাপের মধ্যে দিনাতিপাত করে।[উম্মুক্ত আলোচনা ব্রাহ্মণবাড়িয়া,চাঁদপুর,নারায়ণগঞ্জ,মুন্সিগঞ্জ ও কুমিল্লা]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে সমস্ত বিদ্যালয়ের নিকট দিয়ে পাকা রাস্তা গিয়েছে সে সমস্ত রাস্তায় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে স্পীড ব্রেকার স্থাপন করা। সর্বাত্বক নিরাপত্তা বেস্টনীর মাধ্যমে এবং কোলাহলমুক্ত ও আনন্দময় পরিবেশে শিশুদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

সারণি ৪.৭ঃ বিদ্যালয়ের নিরবিঘ্ন নিরাপত্তা

জেলা	অত্যন্ত্ম ভাল	গ্রহণযোগ্য	ভাল নয়
নারায়ণগঞ্জ	৭৫%	২৫%	
মুন্সিগঞ্জ	---	৫০%	৫০%
নরসিংদী		৭৫%	২৫%
কুমিল্লা	৭৫%	২৫%	
চাঁদপুর		৭৫%	২৫%
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫০%	৫০%	
	গড় ৩৩%	গড় ৫০%	গড় ১৭%

উপরোক্ত সারণি ৪.৭ থেকে দেখা যায় কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জের ৭৫% বিদ্যালয়ের নিরবিঘ্ন নিরাপত্তা অত্যন্ত ভাল। নরসিংদী ও চাঁদপুর জেলার ৭৫% বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে কিন্তু মুন্সিগঞ্জের অর্ধেক বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভাল নয়। অতএব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এক তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ের শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা অত্যন্ত ভাল এবং ৫০% বিদ্যালয়ের নিরবিঘ্ন নিরাপত্তা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে। ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে ইহার তারতম্য লক্ষ করা যায়। কজেই বলা যায় কিছু সমস্যা ছাড়া বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে ।

সারণি ৪.৮ ঃ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালযের শ্রেণিকক্ষের অবস্থা

জেলা	অত্যন্ত্ম ভাল	গ্রহণযোগ্য	ভাল নয়
নারায়ণগঞ্জ	৭৫%	২৫%	----
মুন্সিগঞ্জ	৬৫%	৩৫%	---
নরসিংদী	৭০%	২০%	১০%
কুমিল্লা	৮০%	২০%	
চাঁদপুর	৮৫%	১৫%	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫৫%	২৫%	২০%
	গড় ৭৩%	২২%	৫%

উপরোক্ত সারণি ৪.৮ থেকে লক্ষ করা যায় চাঁদপুর জেলার ৮৫% বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের অবস্থা অত্যন্ত ভাল এছাড়াও কুমিল্লায় ৮০%, নারায়ণগঞ্জ ৭৫% ও নরসিংদীতে ৭০% বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের অবস্থা অত্যন্ত ভাল পর্যায়ে রয়েছে। সারণী অনুযায়ী ৭৩%প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালযের সার্বিক শ্রেণিকক্ষের অবস্থা অত্যন্ত ভাল। প্রায় এক পঞ্চমাংশ বিদ্যালযের সার্বিক অবস্থা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে। অতএব সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে সকল জেলার বিদ্যালয়গুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষগুলো অত্যন্ত ভাল অবস্থা বিরাজ করছে।

৮৩% বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিকের জন্য আলাদা শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে এবং কক্ষগুলি ছবি ও রং দিয়ে সজ্জিতকরণ করা হয়েছে। ১৭% বিদ্যালয়ে আলাদা শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত হয় নাই, সেগুলোর ভবন নির্মানের কাজ প্রক্রিয়াধীন। কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির প্রত্যেকটি শ্রেণিকক্ষ সু-সজ্জিতকরণ করা হয়েছে, দেয়ালগুলো ও সুন্দর রং করা হয়েছে । দেয়ালে শিশু শিক্ষার্থীদের উপযোগী আকর্ষণীয় ছবি ও চিত্র রাখা হয়েছে এবং সাথে সেলভ বা তাক রাখা হয়েছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ফ্লোর মেট বা মাদুর বিছানো হয়েছে (শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ)।

সারণি ৪.৯ ঃ প্রাক-প্রাথমিক দ্যিালয়ের শ্রেণিকক্ষের আসন ব্যবস্থা

জেলা	চট/মাদুর	বেঞ্চ
নারায়ণগঞ্জ	৫০%	৫০%
মুন্সিগঞ্জ	১০০%	----
নরসিংদী	৭৫%	২৫%
কুমিল্লা	১০০%	
চাঁদপুর	৭৫%	২৫%
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৫%	৭৫%
	গড় ৭১%	গড় ২৯%

সারণি ৪.৯ থেকে দেখা যাচ্ছে মুন্সিগঞ্জ ও কুমিল্লায় সকল বিদ্যালয়েই চট বা মাদুরের মাধ্যমে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । নরসিংদী ও চাঁদপুরে ৭৫% বিদ্যালয়ে চট বা মাদুরে বসে শিশু শিক্ষার্থীরা পড়া লেখা করছে। নারায়ণগঞ্জে ৫০% শিক্ষার্থী মাদুরে বসে এবং ৫০% শিক্ষার্থী বেঞ্চে বসে পড়ালেখা করছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭৫% শিক্ষার্থী বেঞ্চে ও ২৫% শিক্ষার্থী মাদুরে বসে শ্রেণিকার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। অতএব দেখা যায়, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির অধিকাংশ (৭১%) শিক্ষার্থীরা চট বা মাদুরে বসে এবং ২৯% শিক্ষার্থী বেঞ্চ সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে বসে ক্লাস করে। এখানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনার অধিকাংশ বাস্তবায়িতহচ্ছে।

প্রাক-প্রাথমিকের জন্য যে সব বিদ্যালয় প্রস্তুত করা হয়েছে সে সব বিদ্যালয়ে মাদুর বিছিয়ে শ্রেণিকার্য পরিচালনা করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের মতে শিক্ষার্থীরা মাদুরে বসতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলীয় কাজে অংশ নেয়। ৪টি স্কুলে শ্রেণিকক্ষ তিনটি সেখানে প্রাক-প্রাথমিক ছুটির পরে ৩য়,৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়,ফলে সেখানে বেঞ্চ সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ সাজানো হয়েছে। ছোট ছোট শিশুদের উচু-নিচু বেঞ্চে বসেই শ্রেণির কাজ করতে হয়। অনেক সময় পড়ে গিয়ে আহত হয় এবং বেঞ্চে বসে শ্রেণির কাজ করতে

স্বাচ্ছন্দবোধ করে না। শিশুরা মাদুরে বসে ক্লাস করবে যেন শিশু ইচ্ছেমত নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং আরাম করে বসে পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে (পর্যবেক্ষণ)।

(৭০%) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের তথ্য মতে , শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীরা মাদুরে "ইউ" আকৃতির হয়ে বসে এবং গোল হয়ে দলীয় ভাবে বসে বিভিন্ন শিখনীয় খেলার আইটেম নিয়ে খেলে ও শিখে। বেঞ্চ সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে মুখোমুখি হয়ে দলে বসবে এবং বেঞ্চের উপরে শিখনীয় খেলার আইটেম নিয়ে খেলে ও শিখে। ডেক্সওয়ার্কের জন্য শিশুদের বয়স উপযোগি কিছু ছোট ছোট চেয়ার ও টেবিল থাকে। এছাড়াও শিশুদের উচ্চতার সাথে মিল রেখে একটি চকবোর্ড, ডিসপ্লে বোর্ড, শেলফ, তাক ও হেঙ্গার রাখা হয়েছে।

৮০% প্রধান শিক্ষক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের বর্ণনা মতে প্রত্যেকটি প্রাক-প্রাথমিক কক্ষে বারান্দা ও জানালা রয়েছে এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের সুব্যবস্থা রয়েছে ফলে বেশিরভাগ শ্রেণিকক্ষই গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ তৈরি হয়েছে।

অধিকাংশ গ্রামীন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জানালা, ভেন্টিলেটর ও বারান্দার অবস্থা ভাল নয়। বর্ষার দিনে বৃষ্টিতে শ্রেণিকক্ষ ভিজে যায় ফলে ছোট শিশুদের শ্রেণি পাঠদান ব্যাহত হয় কিন্তু শহুরে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জানালা, ভেন্টিলেটর ও বারান্দার অবস্থা ভাল ফলে শিশুরা স্বাচ্ছন্দে পড়াশোনা করতে পারে।[পর্যবেক্ষণ]

অভিভাবকদের বর্ণনা মতে শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। মাঝে মাঝে খাবার পানির তীব্র সমস্যা দেখা দেয় ফলে শিশুরা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের টিউবওয়েল কিছুটা উচুতে ফিটিং করা হয়েছে, ছোট শিশুরা টিউবওয়েল থেকে পানি পান করতে গিয়ে জামা কাপড় ভিজিয়ে শরীর নষ্ট করে ফেলে । অতএব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, গভীর নলকুপ বসিয়ে টেপের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষের ভিতর বেসিন বসিয়ে শিশুদের বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

অধিকাংশ অভিভাবকদের তথ্য অনুযায়ী গ্রামীন অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে টয়লেট বিদ্যালয় থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত এবং টয়লেটগুলো বেশীর ভাগ নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকে, এমতাবস্থায় শিশুরা টয়লেটে যেতে অনীহা প্রকাশ করে। এছাড়াও অনেক শিশুরাই টয়লেট ব্যবহার করতে পারেনা, কোনো কোনো শিশু বলতেও পারে না মাঝে মাঝে অনাকাঙ্খিত ঘটনার মোকাবেলা করতে হয় যা অত্যন্ত বিড়ম্বনা। এজন্য শিশুদের জন্য একজন আয়া বা

সাহায্যকারী প্রয়োজন। অতএব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির সংযুক্ত টয়লেট বা ওয়াশরুম তৈরি এবং শ্রেণিকক্ষ কিংবা শ্রেণিকক্ষ সংলগ্ন হাত ধোয়ার জায়গা এবং শিশুদের ব্যবহার উপযোগী টয়লেটের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও ছোট শিশুদের জন্য একজন আয়া নিযুক্ত করলে মানসম্পন্ন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। [এফজিডি চাঁদপুর,নারায়ণগঞ্জ,কুমিল্লা,নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ]

শহরে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক পাখা ও লাইট পর্যাপ্ত কিন্তু গ্রামীন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক পাখা ও লাইট থাকলেও বিদ্যুৎ ঠিক মত না থাকাতে শিশু শিক্ষার্থীরা আরামদায়ক পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারেনা। গ্রামীন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বড় খেলার মাঠ রহিয়াছে। শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে এবং বিভিন্ন খেলাধুলা করে আনন্দ পায়। ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী হয়ে উঠে। অধিকাংশ শহরের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ নেই সেখানে শিক্ষার্থীরা মনের আনন্দে খেলতে পারে না। বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহবোধ করে না । অভিভাবকদের বা পিতা-মাতার ইচ্ছায় বিদ্যালয়ে আসে। গ্রামীন ও শহুরে বিদ্যালয়ের কোনটাতেই শিশুতোষ গ্রন্থাগার এর ব্যবস্থা নেই । অতএব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্ঠু বাস্তবায়নে শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা, শ্রেণিকক্ষে সার্বক্ষণিক বৈদ্যুতিক সুবিধা নিশ্চিত করা। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সংশ্লিষ্ট সহায়ক শিখন-শেখানো সামগ্রীর জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করা।

সারণি ৪.১০ঃ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা

জেলা	অত্যন্ত ভাল		গ্রহণযোগ্য		ভাল নয়	
	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)
নারায়ণগঞ্জ	২	৫০	২	৫০	----	
মুন্সিগঞ্জ	২	৫০	১	২৫	১	২৫
নরসিংদী	২	৫০	১	২৫	১	২৫
কুমিল্লা	৩	৭৫	১	২৫		
চাঁদপুর	২	৫০	২	৫০		
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১	২৫	২	২৫	২	৫০
	গড় ৫০%		গড় ৩৮%		গড় ১২%	

উপরোক্ত সারণি থেকে লক্ষ করা যায় কুমিল্লা জেলার ৭৫% বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা অত্যন্ত ভাল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ব্যতিত অন্য সব জেলার ৫০% বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা অত্যন্ত ভাল পর্যায়ে রয়েছে। নারায়ণগঞ্জ ও চাদপুর জেলার ৫০% বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে।অতএব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ৫০% প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা অত্যন্ত ভাল এবং ৩৮% বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে।

৪.৫ শিখন-শেখানো পরিবেশ

গবেষণা প্রশ্ন-৪ ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো পরিবেশ কী রুপ ?

বিভিন্ন ডকুমেন্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে, শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক এর সাক্ষাৎকার ও মতামতের আলোকে এবং অভিভাবকদের সাথে উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা হলো ঃ

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো পরিবেশ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পরিবেশ ঠিক বাড়ির মত পুরোপুরি অনানুষ্ঠানিক না হলেও, প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণির মত পুরোপুরি আনুষ্ঠানিক হওয়াও ঠিক নয়। শ্রেণির পরিবেশ এমনভাবে পরিকল্পনা করা উচিৎ যা শিশুকে যথাযথভাবে বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক পরিবেশে ধীরে ধীরে অভিযোজিত হতে সহায়তা করতে পারে। তাই শিশু শিক্ষার পরিবেশ হতে হবে আনন্দময়, আরামদায়ক ও উষ্ণ যেখানে শিশু নিরাপদ বোধ করবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে, শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে এবং কোনভাবেই পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করবে না। সর্বোপরি পরিবেশটি হতে হবে শিশুবান্ধব, অর্থাৎ শিশুকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত যেখানে শিশু ইচ্ছেমত খেলাধুলা, ছুটোছুটি ও কল্পনা করার সুযোগ পায়।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কক্ষের দেয়ালের রং হতে হবে উজ্জ্বল ও বর্ণিল, পরিসর হতে হবে যথাসম্ভব বড় যাতে সকলে ইচ্ছেমত চলাফেরা করার সুযোগ পায়, দেয়ালে নানা ধরনের ছবি সংবলিত পোস্টার ঝোলানো থাকবে, আসবাবপত্রগুলো হতে হবে শিশুর জন্য আরামদায়ক ও নিরাপদ, পর্যাপ্ত খেলার সামগ্রি ও অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে থাকবে যাতে শিশু নিয়মিত এগুলোর সাথে মিথস্ক্রিয়া (interaction) করার সুযোগ পায়। শ্রেণিকক্ষে শিশুদের স্বত্ত্বাধিকার (Ownership) প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের আঁকা বিভিন্ন চিত্র, ছবি ও অন্যান্য কাজ প্রদর্শনের (Display) সুযোগ থাকতে হবে, যাতে তারা মনে করে এটি তাদের একান্তই নিজের জায়গা। মোটকথা শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হবে শিশুর একান্ত নিজস্ব জগতের সাথে সংগতিপূর্ণ যা তাকে আনন্দ ও নিরাপত্তার অনুভূতি এবং সম্পৃক্ত হওয়ার উৎসাহ যোগাবে ও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে উৎসাহিত করবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন শিক্ষক। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষককে প্রস্তুত করা হয়। একটি শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি ও বজায় রেখে যথাযথভাবে শিখন-শেখানো প্রμ য়া পরিচালনা করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষককে তাই হতে হবে শিশুর বন্ধু। শিশুর সাথে তিনি

এমনভাবে মিশে যাবেন, কথা বলবেন অথবা যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়া করবেন যাতে শিশু পরম আস্থার সাথে তার ওপর নির্ভর করতে পারে, যেমনভাবে সে নির্ভর করে তার বাবা-মা বা পরিবারের অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের উপর। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিখন-শেখানো প্রμ য়ায় শিক্ষকের ভূমিকা হবে তাই সহায়তাকারীর (Facilitator)। যিনি একটি শিশু ও শিখনবান্ধব পরিবেশ তৈরি করে পদে পদে শিশুকে নানা কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়ে শিশুকে নানাভাবে শিখতে সহায়তা করবেন। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন-শেখানো প্রμ য়ায় সম্পৃক্ত হয়ে শিশু প্রতিটি মুহূর্তে কিছু না কিছু করবে, আবিষ্কার করবে ও প্রতিনিয়ত শিখবে। আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে শেখার কাজটি করতে গিয়ে শিশু হয়ে উঠবে একজন সμ য় শিক্ষার্থী (Active learner) যে শিখতে আনন্দ পায় (Love for learning)।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের বর্ণনা মতে একটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থী থাকে। ত্রিশ এর অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হলে তাদের বসার জায়গা দেয়া যায় না, হৈ চৈ করে এমনকি সবাইকে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় না। আবার কোন কোন শিক্ষক মনে করেন অনেক শিশু আছে যারা অপুষ্টিতে ভোগে, ফলে তাঁরা শ্রেণিকার্যক্রমে তেমন সাড়া দেয়না ক্লান্তবোধ করে। কিন্তু তাঁরা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে খুবই আনন্দবোধ করে। তাঁরা খেলতে ও গল্প শুনতে পছন্দ করে। শিশুরা নির্ধারিত গল্প অর্থাৎ শিক্ষক নির্দেশিকার বাইরে গল্প শুনতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। অতএব সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।এখানে দেখা যায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনায় যেখানে সবোচ্চ ত্রিশ জন শিক্ষার্থীর কথা বলা হয়েছে সেখানে অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়াতে নীতি ও পরিকল্পনার ব্যাতয় ঘটেছে।

কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিতকরণ করা নেই, দেয়ালেও আকর্ষণীয় ছবি লাগানো হয় নাই। ব্ল্যাক বোর্ডগুলোও শিশুদের উপযোগী নয় এবং শ্রেণিকক্ষে চার্ট ও পোষ্টার টানানোর ব্যবস্থা নেই। ফলে মানসম্মত শিশু শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। [পর্যবেক্ষণ]

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বসার ব্যবস্থা শিখন-শেখানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ৮০% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের মতে শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি হয়ে বসলে তাদের পর্যবেক্ষণ করতে ও দেখাশোনা করতে সুবিধা হয়। এজন্য মাদুরে বসে ক্লাস করা ভাল তবে বেঞ্চ সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে প্রতি বেঞ্চে তিন জন করে বসলে শিক্ষকের নড়াচড়া করতে সুবিধা হয় এবং শিশুদের সহজেই আয়ত্বে আনা যায়।

অনেক অভিভাবক মনে করেন শিশুরা উচু-নিচু বেঞ্চে বসে পড়াশোনা করতে পারে না। অনেক শিশু বেঞ্চ থেকে পড়ে আঘাত পায় ফলে বেঞ্চে বসতে ভয় পায়। শিশু শিক্ষার্থীরা মাদুরে বসে ক্লাস করতে আনন্দ পায়, দলীয়

কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে খেলার ছলে শিখতে পছন্দ করে।[এফজিডি নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর]

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সর্ম্পকে অভিভাবকদের উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো :

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের ধৈর্যশীল হতে হবে।
- শিশুদের সাথে মায়ের মত আচরণ করতে হবে।
- ভাষা ও উচ্চারণ শুদ্ধ ও স্পষ্ট হতে হবে।
- পেশাগত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।
- শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।
- নিয়মিত ও সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসতে হবে।
- শিশুদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে, কখনও কঠোর স্বরে বা রাগের বশতঃ জোড়ে কথা বলা বা দমকের স্বরে কথা বলা যাবে না।
- সব শিশুদের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে হবে ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে।
- শিক্ষকের পোশাক ও আচার-আচরণ ভাল হতে হবে।
- শিক্ষকের দায়িত্বশীল ও আন্তরিক হতে হবে।
- চারু-কারু ও খেলাধুলায় গল্প বলায় দক্ষ হতে হবে।
- অসাম্প্রদায়িক হতে হবে।

অতএব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক হবেন ধৈর্যশীল, বন্ধুসুলভ, দায়িত্বশীল ও আন্তরিক, অসাম্প্রদায়িক, বাকপটু, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন,নিয়মানুবর্তিতা, মনোবৈজ্ঞানিক ও প্রশিক্ষিত।

৮৫% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের বর্ণনা মতে প্রতিটি শিশুর শিখন চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শিখন-শেখানো কাজে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত চঞ্চল থাকে কোনো শিক্ষার্থী খুব অগ্রসরগামী আবার কোনো শিক্ষার্থী মানসিকভাবে খুব দূর্বল থাকে আবার কিছু কিছু শিক্ষার্থী থাকে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। সবাইকে একসাথে করে আনন্দঘন পরিবেশে সবার প্রতি সমান যত্ন নিয়ে শিশুর চাহিদা ও সামর্থ অনুযায়ী পাঠদান করার ব্যবস্থা করেন। বহুমূখী শিখন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুদের জড়তা ও ভীতি দূর করে শিশুবান্ধব পরিবেশ

সৃষ্টি করে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অতএব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখা এবং শ্রেণিকক্ষে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে বহুমুখী পদ্ধতি ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের অধিক গুরুত্ব দিয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে প্রতিদিন ব্যায়াম ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সূচনা করা হয় এতে করে শিক্ষার্থীরা দেশাত্ববোধ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। ২৫০ বর্গফুট মাপের খোলামেলা ও আলো-বাতাসপূর্ণ শেণিকক্ষে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নূন্যতম মান বজায় রেখে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জেন্ডার সমতা রক্ষা করে শিখন-শেখানো কৌশল নির্বাচন করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা হয়।[পর্যবেক্ষণ]

৭৫% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক মনে করেন, শিখন-শেখানো পরিবেশ হবে পারিবারিক পরিবেশের মত সৌহার্দ্যপূর্ণ যেখানে শিশুরা সমস্ত প্রকারের ভয়-ভীতি থেকে দূরে থেকে শিক্ষালাভ করবে। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হবে আকর্ষণীয়, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর যেখানে পর্যাপ্ত পরিমান আলো বাতাস থাকবে।

বিদ্যালয় পরিবেশ হচ্ছে শিখন-শেখানো পরিবেশের একটি অংশ। যদি বিদ্যালয়ের পরিবেশ সার্বিকভাবে ভালো থাকে তাহলে শিশু বিদ্যালয়ে আসতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। অনেক সময় বর্ষার দিনে বৃষ্টিতে বিদ্যালয়ের মাঠ পানিতে ভরে যায়, রাস্তার পাশে যানবাহনের বিকট শব্দ, শিক্ষকের কঠোর শাসন, পাশের শ্রেণির হৈ-চৈ এর কারনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয় এবং গুণগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে। [এফজিডি নরসিংদী, চাঁদপুর, কুমিল্লা]

মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে পুরো শিক্ষাবর্ষ জুড়ে অনানুষ্ঠানিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে পর্যবেক্ষণ, মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা, পোর্ট ফোলিও, এসাইনমেন্ট ও ব্যবহারিক কাজ।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়নের সবচেয়ে উপযোগী কৌশল হলো পর্যবেক্ষণ। এই স্তরে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের জন্য চর্চা করে, যেগুলো অনেক সময় মৌখিক বা লিখিত কোনোভাবেই যাচাই করা যায় না, এক্ষেত্রে শিক্ষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করতে পারেন। প্রতি মুহূর্তে শিক্ষক শিখনফলগুলো অর্জনে তাঁর পর্যবেক্ষণকে কাজে লাগাবেন এবং শিশুর শিখন-স্তর এবং শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য যাচাই করবেন। পর্যবেক্ষণের জন্য পর্যবেক্ষণ-ছকের মাধ্যমেও শিশুর মূলায়ন করা হয়।

কিছু শিখন যোগ্যতা আছে যেগুলো লিখিতভাবে মূল্যায়ন করা যায় না, যেমন, ছড়া আবৃত্তি, ভূমিকাভিনয়, নির্দেশনা অনুসরণ করে কাজ করা, গান ইত্যাদি। এ ধরনের কাজগুলো শিক্ষক মৌখিকভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর দেয়া, শুদ্ধ উচ্চারণ, স্পষ্টতা, শ্রবণযোগ্যতা, বোধগম্যতা, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি সূচক বিবেচনায় রাখা হয়। কিছু শিখন যোগ্যতা রয়েছে যেগুলো মৌখিকভাবে যাচাই করা যায় না, যেমন ছবি আঁকা, আঁকিবুকি আঁকা, বর্ণ বা শব্দ লিখতে পারা ইত্যাদি। এগুলো লিখিতভাবে যাচাই করতে হয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সংশ্লিষ্ট কাজটির স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা ও বোধগম্যতা।

বিভিন্ন সময় শিশু যেসব কাজ বা জিনিস তৈরি করে তার সংগ্রহের মাধ্যমে শিশুদের ধারাবাহিকভাবে শিখনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যায়। এভাবে পোর্টফোলিও এর মাধ্যমে শিশুর মূল্যায়ন করা হয়। কিছু কিছু শিখনফল অর্জনের জন্য শিশুদের এসাইনমেন্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। [প্রধানশিক্ষক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক]
গবেষক শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়নের জন্য যে দিক নির্দেশনা পেয়েছেন তা হলো ঃ

- মূল্যায়নের ভিত্তি হবে Criterion referenced assessment শুধু মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন না করে শিখনফলের ভিত্তিতে শিশুর মুল্যায়ন করতে হবে।
- মূল্যায়নকে প্রতিদিনের পরিকল্পিত শিখন-শেখানো কাজের সঙ্গে অঙ্গীভূত করা যেতে পারে।
- পুরো শিক্ষাবর্ষ জুড়ে অনানুষ্ঠানিক ও ধারাবহিক মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য সুসংগঠিতভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুর বিভিন্ন অর্জনকে স্বীকৃতি দেয়া ও প্রশংসা করার পাশাপাশি তার পরিপূর্ণ সম্ভাবনার বিকাশ ও দূর্বলতাসমূহ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- শিশুর অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবককে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য শিক্ষককে অবশ্যই একটি সুব্যবস্থিত ও ইতিবাচক উপায়ে শিশুর মূল্যায়নের ফলাফল অবহিত করতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেরকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করতে হবে। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মত সাময়িক পরীক্ষা নেয়া যাবে না। কোনো কোনো শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ইংরেজি সংখ্যা, বর্ণ বা ইংরেজি বিষয় পাঠদান করে থাকেন। ছোট শিশুদের বিদেশি ভাষার ধারণা দিলে তারা অতিরিক্ত পড়ার চাপ বহন করতে পারে না ফলে পাঠদান

বিঘ্ন ঘটে। শিক্ষার্থী পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে আসতে অনিহা প্রকাশ করবে। [উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার]

অভিভাবকদের বর্ননা মতে প্রধান শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষকের ক্লাস পর্যবেক্ষণ করেন না। ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ইচ্ছে মত শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাছাড়াও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যালয় পরিদর্শন না করাতে শিক্ষক নিয়মনীতি বজায় রেখে পাঠদান করেন না ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষকের ভাল ও উন্নত কার্যক্রম হতে বঞ্চিত হন। এ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।প্রধান শিক্ষককেও নিয়মিত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি তত্ত্বাবধায়ন করতে হবে।

৪.৬ শিখন-শেখানো সামগ্রী বা উপকরণ

গবেষণা প্রশ্ন-৫ ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষা উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী পাঠদানে কী ভূমিকা রাখে ?

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিখন-শেখানো সামগ্রী হল শিক্ষাক্রমের মূল বাহন। শিখন-শেখানো সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্ক বুক, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ ও ডিজিটাল সামগ্রী। বিভিন্ন ডকুমেন্ট থেকে দেখা যায় শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়ন মূলত শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স, কর্মভিত্তিক পরিকল্পনা, মূল্যায়ন নির্দেশনা ও একীভূত শিক্ষার নির্দেশনার উপর নির্ভরশীল। নিম্নে শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নের নির্দেশনা তুলে ধরা হলো ঃ

চিত্র ৫ঃ শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন

উপরের চিত্র থেকে দেখা যায় শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে শিক্ষাক্রম ম্যাট্রিক্স, কর্মভিত্তিক পরিকল্পনা, মূল্যায়ন নির্দেশনা, একীভূত শিক্ষার নির্দেশনা বিবেচনায় রাখতে হয়। এগুলোর সমন্বয়ে শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্ক বুক, বিভিন্ন খেলনা, আইসিটি নির্ভর উপকরণ প্রণয়ন করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাμ ম ম্যাট্রিক্সে প্রতিটি শিখনক্ষেত্রকে একাধিক শিখনফলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনফলের বিপরীতে শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন করেছেন। উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ, প্রযোজ্যক্ষেত্রে শিখনফল অর্জনে শিক্ষা উপকরণ, খেলনা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রী তৈরি করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে শিখনফল অর্জনের জন্য কর্মভিত্তিক পরিকল্পনায় কতগুলো শিখন কাজ (Learning activity) নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মভিত্তিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত শিখন কাজ অনুযায়ী শিখনফলসমূহ ক্লাস্টার করার পর, বাস্তবায়ন কৌশল বিবেচনা করে প্রতিটি কাজের জন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক হিসেবে কতটুকু সময় প্রয়োজন – তা নির্ধারণ করা হয়েছে। Activity বা শিখন কাজের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক সহায়িকায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়ার্ক বুকে বিষয়বস্তু প্রণয়ন এবং শিক্ষা উপকরণ ও খেলনা তৈরি করার কথা উল্লেখ করেছেন।

মূল্যায়ন নির্দেশনায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের মূল্যায়ন কৌশল ও পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে। শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে বিশেষত শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি শিখনফলের 'মূল্যায়ন কৌশল' মূল্যায়নের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাμ মে একীভূত শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। একীভূত শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশনায় একীভূত শিক্ষায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে চারটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বিবেচনাপূর্বক শিক্ষক সহায়িকা ও ওয়ার্ক বুক প্রণয়ন এবং শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।

বিভিন্ন ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যান্য শিক্ষাস্তরের ব্যবস্থার চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুরা সাধারণত পঠন বা লিখনের দক্ষতা নিয়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন কাজ যেমন- খেলা, গান, চারু ও কারু কাজ এবং বিভিন্ন বয়স উপযোগী কাজের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওয়ার্ক বুক নির্ভর পঠন ও লিখনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তাই কীভাবে বিভিন্ন শিখন কাজের মাধ্যমে শিশুরা কাঙ্খিত শিখনফলসমূহ অর্জন করবে তা শিক্ষক সহায়িকায় ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের অধিকাংশ শিখনফল শিশুরা বিভিন্ন শিখন কাজের মাধ্যমে অর্জন করবে, তাই এই পর্যায়ে শিক্ষক সহায়িকা হবে শিখন-শেখানো কার্যμ ম পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী।

সাধারণত সকল শিক্ষাস্তরে পাঠ্যপুস্তক প্রধান শিক্ষাসামগ্রী হলেও প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে তা ভিন্ন। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় যেহেতু শিশুর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত তাই তার শিখন কেবল জ্ঞান নির্ভর নয়, নিকট পরিবেশ নির্ভর। শিশু চারপাশ থেকে প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উদ্দীপনা গ্রহণ করে তার শিখন কার্যμ ম নিরন্তরভাবে প্রবাহমান রাখে। শিশুরা বিভিন্নভাবে শেখে। কেউ দেখে শেখে, কেউ শুনে শেখে, কেউ করে শেখে, কেউ আবার কথার মাধ্যমে শেখে। আবার যে দেখে শেখে, সে যে শুনে বা অন্যভাবে শেখে না তা কিন্তু নয়। প্রত্যেক শিশুর শেখার ধরণে নিজস্বতা থাকে। শিশুর শেখার এ নিজস্বতা বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন পরিকল্পিত কাজ ও শিখন-শেখানো কার্যμ ম অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এ পরিকল্পিত কাজ ও শিখন-শেখানো কার্যμ মকে পরিচালিত করতে বা বাস্তবায়ন করতে শিক্ষকের সহায়তার পাশাপাশি পাঠ্যপুস্তকের সংযোগ স্থাপনের পরিপূরক হয়ে দেখা দেয়। ফলে শিশুর শিখন ত্বরান্বিত হয়। তাই প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক সহায়িকার পাশাপাশি ওয়ার্ক বুকের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

শিখন-শেখানো কার্যμ ম পরিচালনায় যথাযথ শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার শিখনফল অর্জনকে সহজ, আকর্ষণীয় ও ত্বরান্বিত করে। তাই উপস্থাপিত শিখন-

শেখানো কার্যμ মের সাথে শিক্ষা উপকরণের যথাযথ সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত কার্যকর একটি পদক্ষেপ। এতে শিশুর শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই ওয়ার্ক বুক প্রণয়ন, শিক্ষক সহায়িকা রচনা ও শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন একটি অভিন্ন পরিকল্পনা ও সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের বিষয়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকগণের মতামতের ভিত্তিতে যে সমস্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে উপকরণ নির্বাচন করতে হয় তা হলো :

- শিশুর নিকট-পরিবেশ (Immediate environment)
- বাস্তব উপকরণ
- উপকরণ যেন সহজভাবে ব্যবহার উপযোগী ও নিরাপদ হয়
- উপকরণ যেন বিনামূল্যে সংগ্রহ বা ব্যয় সাশ্রয়ী হয়
- আকর্ষণীয় ও রঙিন হয়
- স্থানীয় পর্যায়ে সংগ্রহ করা যায় এমন উপকরণ
- শিক্ষকের উদ্ভাবনীশক্তি ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত
- বিষয়বস্তু ও শিখন-শেখানো কার্যাবলির মধ্যে যথাযথভাবে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম
- লিঙ্গ সমতার বিষয় (Gender sensitive)
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ব্যবহার উপযোগী
- শিশুরা দৈনন্দিন কার্যμ মে ব্যবহার করে এমন উপকরণ
- বিভিন্ন খেলাধুলার সামগ্রী
- ছবি/চিত্র, চার্ট, ব্লক, কারু মডেল ইত্যাদি
- উপকরণগুলোর বহুমাত্রিক ব্যবহার

৯২% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক মনে করেন শ্রেণিকক্ষে শিশুদেরকে বিভিন্ন রং এর চার্ট,পোস্টার,ব্লক, বিভিন্ন খেলনা ও গল্পের ছলে পড়ানো হলে শিখন পরিবেশ সুন্দর হয়। প্লে কর্ণার, অন্যান্য খেলাধুলা এবং বিনোদনের মাধ্যমে

আনন্দদায়ক পরিবেশে শিশুদেরকে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পর্যাপ্ত সংখ্যক খেলার উপকরণ,প্রকৃত বস্তু, শিক্ষামূলক ব্লক,বর্ণমালার চার্ট, সংখ্যা চার্ট, গল্পের বই,স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহিত বিভিন্ন সামগ্রী ও অডিও ভিজুয়াল উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, ,স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহিত বিভিন্ন সামগ্রী ও স্বল্প মূল্যের উপকরণ, হাতে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী প্রত্যেকটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে পাঠদান করার সময় ব্যবহার করা হয়।

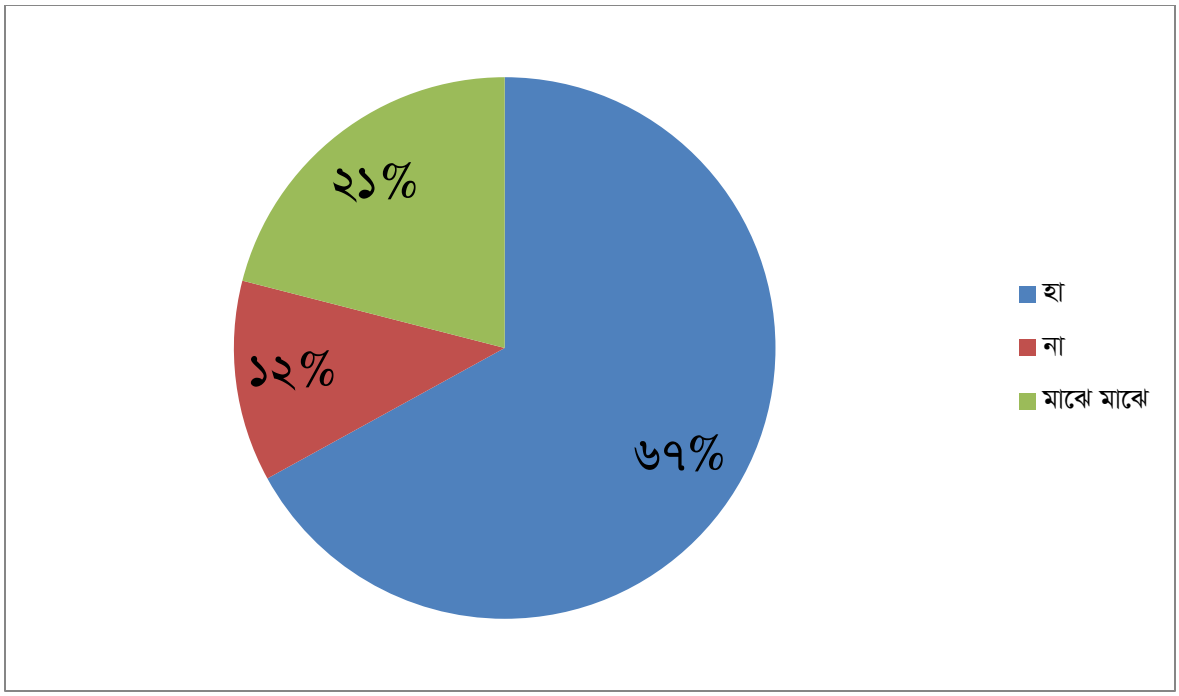

চিত্র ৬ ঃ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকড়ো উপকরণ ব্যবহার

চিত্র- ৬ থেকে দেখা যায় ৬৭% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক উপকরণ নিয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন, ২১% শিক্ষক মাঝে মাঝে উপকরণ ব্যবহার করেন কিন্তু ১২% শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কোনো উপকরণ ব্যবহার করেন না। এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহার করে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করেন । যে সমস্ত শিক্ষক উপকরণ ব্যবহার করে না তাদেরকে উপকরণ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

কিছু সংখ্যক প্রধান শিক্ষক মনে করেন শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহার করা হয় কম। অনেক শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকে ফলে সব শিক্ষার্থীকে উপকরণ দিয়ে শেখানো ও শ্রেণিকক্ষ শান্ত রেখে পাঠদান করা কষ্টদায়ক। উপকরণ কেনা হয়েছিল অনেকগূলো হারিয়ে গেছে ও নষ্ট হয়ে গেছে তাই শিক্ষকরা বোর্ডে লিখে ও খাতায় লিখে পড়িয়ে থাকেন। অতএব বলা যায় যে, শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে, উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

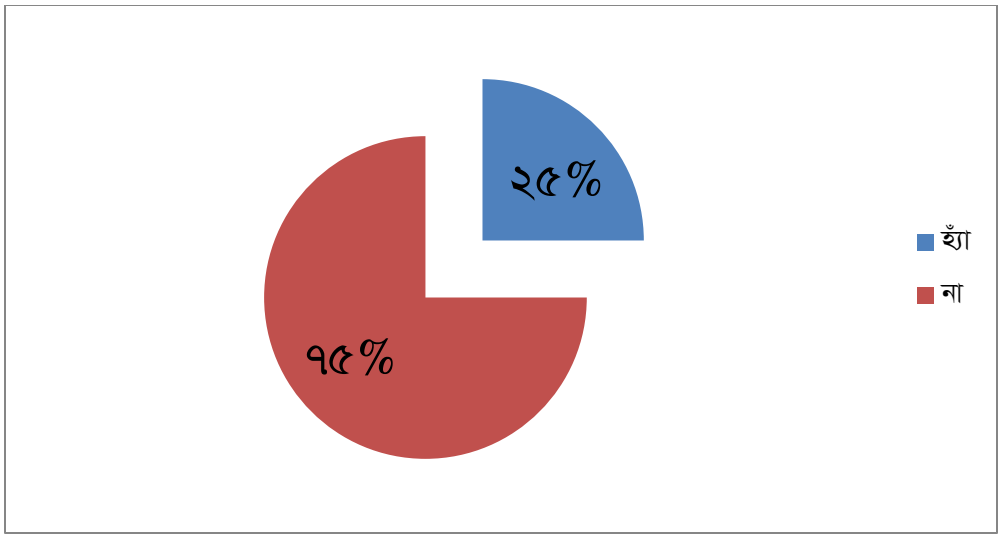

চিত্র ৭ ঃ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার

চিত্র - ৭ থেকে দেখা যায় ৭৫% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করেন না কিন্তু ২৫% শিক্ষক মাঝে মাঝে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ক্লাস পরিচালনা করেন। (৮৩%) প্রধান শিক্ষক মনে করেন মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বর্ণ,শব্দ ও সংখ্যা দেখানো হলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায় ও পাঠে মনোযোগী হয় এবং সহজে শিখতে পারে। ফলে বিদ্যালয়ে আসতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বেড়ে যায়। অধিকাংশ (৯২%) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক মনে করেন অডিও ভিজুয়াল ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে শিক্ষার্থীদেরকে শেখানো যায়, তবে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাবে বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসার জন্য প্রস্তুত থাকবে, খুব দ্রুত শিখতে ও পাঠ আয়ত্ব করতে পারবে। এ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করেন না। যে সমস্ত শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে না তাদেরকে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।এছাড়াও যে সমস্ত বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া নাই সে সমস্ত বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্রয় করার ব্যবস্থা করতে হবে।

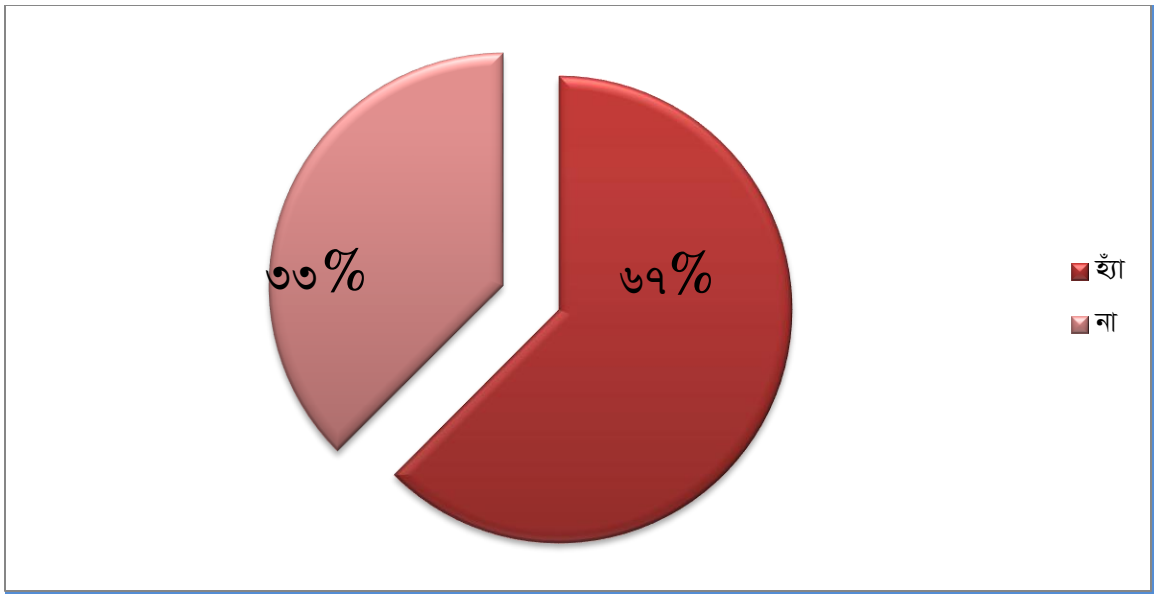

চিত্র ৮ ঃ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে টিজি বা শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার

উপরের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ৬৭% শিক্ষক 'টিজি' বা 'শিক্ষক সহায়িকা' অনুসরণ করে না কিন্তু (৩৩%) শিক্ষক'টিজি' অনুসরণ করে পাঠদান করেন। বেশির ভাগ শিক্ষক নিজেদের মত করে পাঠদান করেন। অতএব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক 'শিক্ষক সহায়িকা' অনুসরণ না করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্য পরিচালনা করেন ফলে গুণগত শিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিশু শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। যার ফলে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

৮৮% প্রধান শিক্ষকের তথ্য মতে প্রতিনিয়ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক কোনো না কেনো উপকরণ নিয়ে শ্রেণিকক্ষ পরিচালনা করেন। ছেলে ও মেয়েদের পছন্দের খেলার জিনিস ভিন্ন তাই ছেলেও মেয়েদের জন্য কিছু সংখ্যক আলাদা আলাদা উপকরণের ব্যবস্থা করতে হয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, শেণিকক্ষেজেন্ডার সমতা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য কলম, মাটি, রঙিন কাগজ,তুলা দিয়ে বিভিন্ন বস্তু ও মডেল তৈরি, নারিকেলের পাতা, তেতুলের বীচি ইত্যাদি দিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে পাঠদান করা হয়। বাড়ির কাজ দিয়ে,সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ও উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। ৭৫% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের বর্ণনা মতে উপকরণ ব্যবহার করার পর সংরক্ষণের জন্য আলমারি বা ডেক্স থাকতে হবে। সঠিকভাবে উপকরণ সংরক্ষণ করতে পারলে পরবর্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪.৭ পরিবার ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা

গবেষণা প্রশ্ন-৬ঃ প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে পরিবার ও অভিভাবকের ভূমিকা কী ?

যে কোন শিক্ষাক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া। জন্মলগ্ন থেকেই শিশুর শিখন প্রμ য়ার সূচনা হয়। শিশুর শিখন প্রμ য়ায় যে উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সেটি হলো শিশুর চারপাশের পরিবেশ। যদিও আনুষ্ঠানিক অর্থে শিশুর শিখন পরিবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষের চারদেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সত্যিকার অর্থে এই শিখন পরিবেশ শ্রেণিকক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। বাড়ি বা শিশুর পারিবারিক পরিবেশ হচ্ছে প্রথম জায়গা যেখানে শিশু সকলের সাথে শিখন-শেখানো প্রμ য়া ও মেলামেশার সুযোগের মধ্য দিয়ে তার চারপাশের জগত সম্পর্কে জানার ও অনানুষ্ঠানিকভাবে শেখার সুযোগ পায়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বিকাশ ও শিখনে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু জন্মের পর থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিখন ও বিকাশের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিবাহিত করে পরিবারে। আবার শিশু যখন প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে আসতে শুরু করে, তখনও সে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময় (২.৫ ঘন্টা) ছাড়া অবশিষ্ট সময়টুকু পরিবারের সাথেই থাকে। সুতরাং শিশুর শিখন-শেখানো প্রμ য়ায় পরিবারের একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে, শিশুর মাতা-পিতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ শিক্ষককে শিশুর সম্পর্কে এমন অনেক তথ্য (শিশুর পছন্দ-অপছন্দ, কোন বিশেষ দক্ষতা বা দূর্বলতা) দিতে পারেন যা শিক্ষককে শিশুর সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেতে এবং শিশুর শিখন প্রμ য়াতে সর্বোত্তম উপায়ে সাহায্য করে। ফলে শ্রেণিকক্ষের ভিতর শিশুর শিখন

প্রμ য়া আরও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে, শিশু-শিক্ষক ও পরিবারের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ় হয় এবং শিশু বিদ্যালয়ে বাড়ির মতোই নিরাপদ বোধ করে। তাই শিক্ষকের পাশাপাশি মাতাপিতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শিশুর শিখনে μ মাগত সহায়তা দিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাμ মে অনেক কার্যμ ম রয়েছে যা শিশুরা বাড়িতে মাতা-পিতা বা অন্যান্যদের সহায়তায় অনুশীলন করে কাঙ্খিত যোগ্যতা/শিখনফল অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে পারবে। পরিবার ও বিদ্যালয় একটি পারস্পরিক পরিপূরক ভূমিকায় থেকে এ সহায়তা দিয়ে থাকেন।

শিশুর শিখন ও বিকাশ নিশ্চিত করতে শিখন-শেখানো প্রμ য়ায় মাতা-পিতা, পরিবার ও বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটি বিদ্যালয় সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই চলমান থাকে। বিদ্যালয় যেমন একটি সমাজের শিশুদের শিখন ও বিকাশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাজকে সেবা প্রদান করে, তেমনি সমাজেরও বিদ্যালয়কে এর নানাবিধ কাজে ও এর সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করা অত্যাবশ্যক। এজন্য বিদ্যালয়কে সমাজ বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে পারে, যেমন, প্যারা শিক্ষক হিসেবে শ্রেণির বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করা, খেলনা ও শিক্ষা উপকরণ প্রদান, মেলা, বাৎসরিক খেলাধুলার উৎসব ইত্যাদি আউটডোর ইভেন্ট করতে সহায়তা করা, মাতাপিতা ও সমাজের অন্যান্যদের নিয়ে উৎসব আয়োজন করা, বিদ্যালয় এলাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে শিশুদের সংগে পরিচয় করানো ইত্যাদি। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিশুর শিখনে সমাজে বিদ্যমান গুণী ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে ও সামাজিক সম্পদের (Community resource) ব্যবহার নিশ্চিত করে।

পরিবার ও সমাজের সম্পৃক্ততা বিদ্যালয় ও সমাজের সাথে ভাল অংশিদারিত্ব ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে । এ সম্পৃক্ততা বাড়াতে শিশুদের অভিভাবকদের নিয়ে মাসে একবার মাসিক সভার ব্যবস্থা করা হয় । প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা,প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং শিশু বিকাশের বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা করা হয়।এছাড়াও কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় শিশুদের উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। শিশুদের প্রতি অভিভাবক ও সমাজের মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়াতে ও ঝরে পড়া নিয়ন্ত্রনে পরিবার ও অভিভাবকরা যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। নিজ নিজ ছেলে মেয়েদের প্রতি উপযুক্ত যত্ন নিতে এবং পরিবারে শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহযোগিতা করেন। বিদ্যালয় পরিকল্পনার মাধ্যমেও শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগণকে বিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। (জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা)

বিভিন্ন জাতীয় দিবসে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, "মা" সমাবেশের মাধ্যমে বা অভিভাবকদের নিয়ে মাসিক সভার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তাদেরকে সচেতনতা বৃদ্ধি করে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করা যায়।[উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা]

বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিশুকে সামগ্রীক বিকাশের প্রেক্ষাপটে বাড়িতে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু উভয়ের প্রতি সমান যত্ন নিলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন করা যেতে পারে। [প্রধান শিক্ষক]

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে ৫০/৬০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকেন। একজন শিক্ষকের পক্ষে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে ম্যানেজ করা কষ্টদায়ক হয়ে উঠে। কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী হৈ চৈ করে, কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী মারামারি করে এবং কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী বারান্দায় ঘুরাফেরা করে। ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্খিত মান বজায় রাখা যায় না । এ ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে বা কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষিত অভিভাবক (মা) শিক্ষককে সহায়তা করতে পারে। ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হবে।

অধিকাংশ অভিভাবক বিশেষ করে গ্রামীন অভিভাবকরা মনে করেন সচেতনতার অভাবে অনেক শিশু শিক্ষার্থীরা অপরিস্কার থাকে। হাতে ময়লা থাকে, নখ বড় হয় ফলে অন্য শিক্ষার্থীরা তার পাশে বসতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। এ প্রেক্ষাপটে সকল শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে শিক্ষা প্রদান এবং অভিভাবকদেরও সচেতন করা প্রয়োজন। অতএব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, শ্রেণিকক্ষে শিশু শিক্ষার্থীদেরকে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

অধিকাংশ অভিভাবক মনে করেন প্রথমে বেশি বেশি ব্যায়াম ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করায় তারা বিরক্তবোধ করতো কিন্তু বর্তমানে এটা ভাল ফল দিয়েছে । শিক্ষার্থীরা খেলার ছলে পড়ছে ও শিখছে এতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের প্রতি অতি আগ্রহী হয়ে উঠছে এবং সহজেই শিখতে পারছে। শিশুরা নির্বাচিত কয়েকটি ব্যায়াম শ্রেণিকক্ষে অভ্যাস করে এতে তাঁরা তুষ্ট থাকে না, উম্মুক্ত ময়দানে বিচরণ করতে চায়। নিজেদের সৃজনশীলতা দেখিয়ে মনের আনন্দে বিভিন্ন খেলাধুলার চর্চা করতে চায়। অতএব সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, শিক্ষার্থীরা মনের আনন্দে উম্মুক্ত ময়দানে বিচরণ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে খোলামেলা জায়গার ব্যবস্থা করা এবং খেলার ছলে শিক্ষাদানের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষক সহায়িকায় অভিভাবকদের মাসিক সভায় আলোচনা করার জন্য নির্ধারিত ১০ মাসে ১০টি বিষয় নির্বাচন করে দেয়া হয়েছে। শিক্ষক এর বাইরে যেতে চায় না এবং সময়ই পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ আসছে সে বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা মাসিক সভায় করা হয় না এমতাবস্থায় অনেক অভিভাবক মাসিক সভায় উপস্থিত হতে অনিহা প্রকাশ করেন। ফলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, মাসিক অভিভাবক সভায় বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও শিখন-শেখানো পরিবেশ উন্নয়নের জন্য অভিভাবকদের চাহিদা অনুযায়ী আলোচনা করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৪.৮ প্রাক-প্রাথমিক শিড়্গার নীতি,পরিকল্পনা বাস্ত্মবায়নের ড়্গেত্রে প্রতিবন্ধকতা

গবেষণা প্রশ্ন-৭ঃপ্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো কী ?

৫-৬ বয়সের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অনেক চ্যালেঞ্জর মুখোমুখি হতে হয়। গবেষক মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে যে সব প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করতে পেরেছেন তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের একাডেমিক দীর্ঘ মেয়াদী কোন প্রশিক্ষণ না থাকাতে তিনি শিক্ষার্থীদের মনের অবস্থা না বুঝে পাঠদান করেন ফলে পাঠটি ফলপ্রসু হয় না। শুধুমাত্র ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রেণিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ইহা ছাড়া বেশির ভাগ শিক্ষক স্নাতক বা স্নাতোকোত্তর ডিগ্রীধারী হওয়াতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ক্লাস নিতে লজ্জাবোধ করে। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। [সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষক]

প্রধান শিক্ষকদের প্রাক-প্রাথমিক বিষয়ে তেমন কোনো প্রশিক্ষণ না থাকায় তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তিনি পর্যবেক্ষণ করে তেমন কিছু বুঝতে না পারাতে শিশু শ্রেণির কাজ চলে শিশু শিক্ষকের খেয়াল খুশি মতো।[এসএমসি ও অভিভাবক]

এ থেকে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, সি-ইন-এড বা ডিপ্লোমা ইন-এডুকেশন বিহীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের যত শ্রীঘ্র সম্ভব সি-ইন-এড বা ডিপ্লোমা ইন-এডুকেশন ডিগ্রী অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া ধারাবাহিক ইন-সার্ভিস ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান শিক্ষকদের ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয় না। প্রধান শিক্ষক নিয়মিত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন না। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ছুটিতে থাকলে শ্রেণি কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়। [অভিভাবক ও এসএমসি]

এথেকে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক ও নিয়মিত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করবেন এবং যাবতীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় গুণাবলী বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় না যেমন রাতে দাঁত ব্রাশ করা,মল ত্যাগের পর হাত সাবান দিয়ে ধৌত করা,নখ কাটা। স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত নেই(অভিভাবক ও এসএমসি)। অতএব সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, দৈনন্দিন স্বাস্থ্যশিক্ষা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়মিত স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীতেরকে শিক্ষা প্রদান করবেন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকেদের তথ্য মতে কিছু সংখ্যক শিশু শ্রেণিকক্ষে ঝগড়া করে, কান্নাকাটি করে, খেলার সামগ্রী নিয়ে মনোমালিন্য হয় ফলে শ্রেণিকক্ষে বিশৃংখলা দেখা দেয় । সে ক্ষেত্রে শিক্ষক নাচ,গান,গল্প ও বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম দেখিয়ে শ্রেণিশৃংখলা ফিরিয়ে এনে পাঠদানে অগ্রসর হন (পর্যবেক্ষণ)। অতএব এ ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষককে পর্যাপ্ত পরিমানে খেলাধুলার সামগ্রী সংগ্রহে রাখতে হবে।

শহরাঞ্চলে খেলাধুলা করার মত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে জায়গা নেই,আবার শ্রেণিকক্ষে এত বেশি শিশু শিক্ষার্থী যে, শ্রেণিকক্ষেও খেলাধুলা করানো সম্ভব হয়না। ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা খেলার মাধ্যমে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক অভিভাবক খেলাধুলা ব্যায়াম এই সব বিষয়ের চাইতে তার সন্তান বাংলা,ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে কতটুকু পারদর্শি সে বিষয়ে বেশি আগ্রহী, ফলে অভিভাবকদের অসচেতনতা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। [প্রধান শিক্ষক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক]

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের তথ্য মতে শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে বয়সের পার্থক্যের কারণে সবাই একসাথে খেলার ছলে পড়তে স্বাচ্ছন্দবোধ করে না। বড় শিশুরা ছোট শিশুদের উপর প্রভাব খাটায় ফলে ছোট শিশুরা বিদ্যালয়ে আসতে চায় না এবং ঝরে পড়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।

শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য থাকে। অসচেতন অভিভাবক জন্ম নিবন্ধন করে না সন্তান জন্মের সঠিক সময় ও তারিখ বলতে পারে না। ফলে দেখা যায় ৪/৫/৬ বছরের শিশুরা একসাথে প্রাক-প্রাথমিকে পড়াশুনা করে।এই অসম বয়সী শিশুদের একসাথে পাঠ দেয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়।[প্রধান শিক্ষক]

শিশু শিক্ষার্থীরা ২ঘন্টা ৩০ মিনিট বিরতিহীন ভাবে শ্রেণিকক্ষে অবস্থান করার কারনে এক ঘেয়েমি এসে যায় ও বিরক্তবোধ করে। কোনো কোনো শিক্ষার্থী টিফিন নিয়ে আসে ফলে ক্লাসের যে কোন সময় তারা টিফিন খাওয়া শুরু করে এবং অন্য শিক্ষার্থীরা যারা টিফিন নিয়ে আসে নাই তারা ঐ শিক্ষার্থীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তাই ক্লাস রুটিনের মাঝখানে নূন্যতম ১৫ মিনিটের বিরতির ব্যবস্থা করা এবং বিদ্যালয় থেকে কচি-কাঁচা শিশুদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করতে পারলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। [সকল অভিভাবক ও এমএমসি]

শারীরিক প্রতিবন্ধি বা অক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ কেনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে নতুন নতুন যে সব ভবন হচ্ছে সেখানে নীচতলায় হুইল চেয়ারে বসে উঠার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নেই। উপরের তলায় উঠার কোনো ব্যবস্থা নেই। ইহা ছাড়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধি শিশুদের মন মর্জি বুঝে পাঠদান করা একজন শিক্ষকের পক্ষে অনেকটাই কষ্টদায়ক হয়ে দাড়ায় ।[প্রধান শিক্ষক,প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক]

প্রাক-প্রাথমিকে উপকরণ বাবদ সরকারি বরাদ্ধ খুবই নগন্য। ফলে আইসিটি নির্ভর উপকরণ ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক এর শিশুরা উপকরণ নষ্ট করে ফেলে,সঠিক সময়ে সকল ধরনের উপকরণ সংগ্রহ করতে না পারায় উপকরণের অপ্রতুলতা শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয়। [প্রধান শিক্ষক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক]

কিছু বিদ্যালয়ের ব্ল্যাক বোর্ড যথাপোযুক্ত নয়, ব্ল্যাক বোর্ড উচুতে টানানোর ফলে শিক্ষার্থীদের সমস্যা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে বৃষ্টির দিনে বৃষ্টির পানি শ্রেণিকক্ষের ভিতরে প্রবেশ করে মেঝ ও মাদুর নষ্ট করে ফেলাতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। [পর্যবেক্ষণ]

গবেষণার ফলাফল, আলোচনা ও সুপারিশ

৫.১ সূচনা

৫.২ ফলাফল

৫.৩ আলোচনা

৫.৪ সুপারিশ

৫.৫ পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশ

৫.৬ উপসংহার

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার ফলাফল, আলোচনা ও সুপারিশ

৫.১ সূচনা ঃ

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক,সহকারী শিক্ষক,এসএমসি, অভিভাবক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার ও মতামত প্রদান এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য গবেষক তাঁর বিচার বিবেচনা দিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখে ৬টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, এসএমসি ও অভিভাবদের সাথে উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গবেষণার উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে গবেষক তা যাচাই করে সম্ভাব্য ফলাফল প্রকাশ ও সুপারিশ প্রদান করেছেন।

৫.২ গবেষণার ফলাফল

- সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিশু, দরিদ্র পরিবারসমূহের শিশু, সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশু, বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী শিশু এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী শিশুদের অগ্রাধিকার দিয়ে সারা বাংলাদেশে ৪ থেকে ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনা ।
- সরকারি ও বেসরকারি, এনজিও এবং প্রাইভেট পর্যায়ে পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাইভেট স্কুলগুলোতে শিশুদের হাতে অনেক বই তুলে দেয়া হয়। এনজিও স্কুলের সাথে ও সরকারি স্কুলের বিদ্যমান পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল এবং শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভিন্নতা দেখা যায়। যে সব প্রতিষ্ঠান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তাদের মধ্যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, ভৌত অবকাঠামোর ভিন্নতা ও সমন্বয়ের ঘাটতি পূরণ করে একই কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা প্রয়োজন।
- অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকই স্নাতকোত্তর ডিগ্রিদারী কিন্তু বেশির ভাগ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। ফলে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশু শিক্ষার্থীদের মন মর্জি বুঝে পাঠদান করা কষ্ট হয়ে পড়ে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক উচ্চ শিক্ষিত হওয়াতে ছোট শিশুদের পাঠদানে অনীহা প্রকাশ করে এবং শিশু শিক্ষা চলে ঢিলে-ঢালা ভাবে। ফলে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।
- সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকা পূনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। সঠিকভাবে ও সঠিক তথ্য যাচাই বাছাই করে স্কুলগামী শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসার জন্য শিশু জরিপ পরিচালনা করার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিকে

ভর্তি কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয় । সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিংবা বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মধ্যে এক বা একাধিক বেসরকারি সংস্থা কার্যকর থাকলে সম্মিলিতভাবে সমন্বয়পূর্বক ক্যাচমেন্ট এরিয়ার সকল ৫+ বয়সী শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

- অভিভাবকদের অসচেতনতার জন্য বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের একই শ্রেণিতে ভর্তি করা হয় গ্রামীন এলাকার অভিভাবকরা শিশুদের বয়সের ব্যাপারে কোনো প্রামানিক দলিল বা ডকুমেন্ট দেখাতে না পারায় অভিভাবকদের কথামতো শিশুদের ভর্তি করা হয়। ফলে বয়সের তারতম্যের জন্য একই শ্রেণিতে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার অসুবিধা সৃষ্টি হয়।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে বিভিন্ন বয়সের শিশুরা একসাথে পড়াশোনা করে। বয়সের পার্থক্যের জন্য ছোটরা বড়দের সাথে মিশতে চায় না, একই উচ্চতা ও একই বয়সের শিশুরা একসাথে বসতে এবং খেলা করতে পছন্দ করে। শিশু শিক্ষার্থীরা সমবয়সীদের মধ্যেই পারস্পরিক সখ্যতা বেশি গড়ে তুলে এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক বাড়ায়। বয়সের ব্যবধানে বড়রা ছোটদের উপর কর্তৃত্ব করছে এবং কম বয়সীরা সকল দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে ফলে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ছে।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে বালিকার চেয়ে বালকের সংখ্যা বেশী কিন্তু বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে বালকের চেয়ে বালিকার উপস্থিতি হার বেশী। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন গড়ে ৭% শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ম শ্রেণিতে (৮৯%) উত্তীর্ণ হয়, অন্যত্র চলে যায় (৪%) কিন্তু ঝরে পড়ে (৭%)। সুতরাং প্রায় ১১% শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে বিদ্যালয় ত্যাগ করছে।
- কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ে নতুন শ্রেণি কক্ষ তৈরি হয় নাই, পুরাতন ভবনেই প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির কার্যক্রম চালানো হচ্ছে কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়েই প্রাক-প্রাথমিক এর জন্য নতুন কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হলেও ৫০% বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।
- প্রত্যেকটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতেই অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে। কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে আলাদা শাখা খুলে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে কিন্তু সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান না করে নিরুৎসাহিত করায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।
- অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জেন্ডার সমতা বজায় রেখে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে না বিশেষ করে শিখন-শেখানো সামগ্রী বাছাই ও শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার সময় জেন্ডার সমতার দিকটি বিবেচনায় রাখা হয় না।

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্যাকেজ ও খেলাধুলার সামগ্রী প্রদান করা হয়ছে । কিন্তু যেখানে শিক্ষার্থী ৩০ এর অধিক সেখানে শিশু শিক্ষার্থীরা সবাই ইহা ব্যবহার করতে পারছে না। তাছাড়াও উক্ত শিখন-শেখানো সামগ্রী শিশু শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করার ফলে কিছু কিছু বিদ্যালয়ে অনেক বস্তু নষ্ট হয়ে গেছে ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে।
- কোনো স্কুলের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক যে কোনো ছুটিতে গেলে তার পরিবর্তে ছোট শিশুদের পাঠদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না ফলে পাঠদান বিঘ্ন ঘটে। এমতাবস্থায় উচ্চতর শ্রেণি থেকে স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষার্থীর সহায়তা নেয়া হয় এমনকি অভিভাবকদের মধ্য হইতে শিক্ষিত মা-বাবা পাঠদানে সহায়তা করে থাকেন।
- প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ই NCTB কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যবই ব্যবহার করা হয় কিন্তু এর সাথে আরো সহায়ক বই শিশুদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় যা ছোট ছোট শিশুদের জন্য বোঝা হয়ে দাড়ায়। ফলে অনেক কোমলমতি শিশু এই বাড়তি চাপের দরুন বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেয়।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে School level improvement plan করা হচ্ছে। বিদ্যালয় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার আওতায় শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্ক উন্নয়ন ও তাদের সচেতন করার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গুণগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।
- শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও প্রাথমিক চিকিৎসার সম্পর্কে অধিক গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেয়া হয় না। পাঠ্যপুস্তকে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত না করাতে শিশু শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় Child Centeredness শিশু কেন্দ্রিকতা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বংশগতির প্রভাব, শিশুর বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা, শিশুর অনুকরণ করার ক্ষমতা ও সম্ভাবনার কথা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে বিবেচনা করা হয়েছে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরের ১ম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট দক্ষতার সাথে সমন্বয় করে উলম্ব সম্প্রসারণ (Vertical Expansion) করা হয়েছে যেন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহের সাথে প্রাথমিক শিক্ষার অর্জনযোগ্য দক্ষতার সেতুবন্ধন তৈরি করে শিক্ষক শিশুর ভবিষ্যৎ শিখনের দরজা উম্মুক্ত করতে পারেন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর সাবলীল উত্তরণ ঘটাতে পারেন।

- শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে সারা বছর ব্যাপি ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয় না। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মতো বছরে তিনটি সাময়িক পরিক্ষা নেয়া হয় যার ফলে শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিক্ষা ভীতি সৃষ্টি হয়।
- অধিকাংশ বিদ্যালয়েই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বজায় রেখে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৫০ বর্গফুট আয়তনের শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। শ্রেণিকক্ষটি খোলামেলা ও অলো-বাতাসপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় বিদ্যালযগুলোতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়েছে।
- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ভবন কংক্রিটের বা ইটের তৈরি। শহরের স্কুল ব্যতিত বিশেষ করে বেশির ভাগ গ্রামীন অঞ্চলের বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী প্রাচীর নেই। কিছু স্কুল রাস্তার পাশে অবস্থিত এবং রাস্তার মধ্যে কোন স্পীড ব্রেকার নেই এছাড়াও কিছু স্কুল পুকুরের পাড়ে অবস্থিত ফলে বিদ্যালয় ছুটির পর প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী দূর্ঘটনায় পতিত হয়। এছাড়াও কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ও দেয়াল খুবই দূর্বল এবং পুরাতন ভবনগুলো খুবই ঝুকিপূর্ণ। ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তা ঝুকির মধ্যে শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। এমতাবস্থায় অভিভাবকরা ছোট শিশুদের বিদ্যালয়ে আসা নিয়ে সব সময় আতংকিত থাকে।
- এক তৃতীয়াংশ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা অত্যন্ত ভাল এবং ৫০% বিদ্যালয়ের নিরবিঘ্ন নিরাপত্তা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে। ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে ইহার তারতম্য লক্ষ করা যায়। কজেই বলা যায় কিছু সমস্যা ছাড়া বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রয়েছে ।
- ৮৩% বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিকের জন্য আলাদা শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে এবং কক্ষগুলি ছবি ও রং দিয়ে সজ্জিতকরণ করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে আলাদা শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত হয় নাই, সেগুলোর ভবন নির্মানের কাজ প্রক্রিয়াধীন। কয়েকটি জেলার প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির প্রত্যেকটি শ্রেণিকক্ষ সু-সজ্জিতকরণ করা হয়েছে, দেয়ালগুলো ও সুন্দর রং করা হয়েছে । দেয়ালে শিশু শিক্ষার্থীদের উপযোগী আকর্ষণীয় ছবি ও চিত্র রাখা হয়েছে এবং সাথে সেলফ বা তাক রাখা হয়েছে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা মাদুরে বসে ক্লাস করে যেন শিশু ইচ্ছেমত নিজের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং আরাম করে বসে পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে। মাদুরে "ইউ" আকৃতির হয়ে বসে এবং গোল হয়ে দলীয় ভাবে বসে বিভিন্ন শিখনীয় খেলার আইটেম নিয়ে খেলে ও শিখে। বেঞ্চ সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে মুখোমুখি হয়ে দলে বসে এবং বেঞ্চের উপরে শিখনীয় খেলার আইটেম নিয়ে খেলে ও শিখে। অতএব দেখা যায়, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির অধিকাংশ (৭১%) শিক্ষার্থীরা চট বা মাদুরে বসে এবং ২৯% শিক্ষার্থী বেঞ্চ সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে বসে ক্লাস করে।

- অধিকাংশ গ্রামীন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জানালা, ভেন্টিলেটর ও বারান্দার অবস্থা ভাল নয়। বর্ষার দিনে বৃষ্টিতে শ্রেণিকক্ষ ভিজে যায় ফলে ছোট শিশুদের শ্রেণি পাঠদান ব্যাহত হয় কিন্তু শহরে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জানালা, ভেন্টিলেটর ও বারান্দার অবস্থা ভাল ফলে শিশুরা স্বাচ্ছন্দে পড়াশোনা করতে পারে।
- বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সমস্যা দেখা দেয় । অধিকাংশ বিদ্যালয়ের টিউবওয়েল কিছুটা উচুতে ফিটিং করা হয়েছে, ছোট শিশুরা টিউবওয়েল থেকে পানি পান করতে গিয়ে জামা কাপড় ভিজিয়ে শরীর নষ্ট করে ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বিদ্যালয়ে গভীর নলকুপ বসিয়ে এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষের ভিতর বেসিনের ব্যবস্থা করে শিশুদের বিশুদ্ধ পানির সংস্থান করা প্রয়াজন।
- অধিকাংশ গ্রামীন অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে টয়লেট বিদ্যালয় থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত এবং টয়লেটগুলো বেশির ভাগ নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকে, এমতাবস্থায় শিশুরা টয়লেটে যেতে অনীহা প্রকাশ করে। এছাড়াও অনেক শিশুরাই টয়লেট ব্যবহার করতে পারেনা, কোনো কোনো শিশু বলতেও পারে না মাঝে মাঝে অনাকাঙ্খিত ঘটনার মোকাবেলা করতে হয় যা অত্যন্ত বিড়ম্বনা। এজন্য শিশুদের জন্য একজন আয়া বা সাহায্যকারী প্রয়োজন।
- শহরে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক পাখা ও লাইট পর্যাপ্ত কিন্তু গ্রামীন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রিক পাখা ও লাইট থাকলেও বিদ্যুৎ ঠিক মত না থাকাতে শিশু শিক্ষার্থীরা আরামদায়ক পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারেনা। গ্রামীন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বড় খেলার মাঠ রহিয়াছে। শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে এবং বিভিন্ন খেলাধুলা করে আনন্দ পায়। অধিকাংশ শহরের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ নেই সেখানে শিক্ষার্থীরা মনের আনন্দে খেলতে পারে না এবং বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহবোধ করে না । অভিভাবকদের বা পিতা-মাতার ইচ্ছায় বিদ্যালয়ে আসে।
- বেশির ভাগ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থী আছে। অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ত্রিশ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিতকরণ করা হয়েছে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিতকরণ করা নেই, দেয়ালেও আকর্ষণীয় ছবি লাগানো হয় নাই। ব্ল্যাক বোর্ডগুলোও শিশুদের উপযোগী নয় এবং

শ্রেণিকক্ষে চার্ট ও পোষ্টার টানানোর ব্যবস্থা নেই। ফলে মানসম্মত শিশু শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বসার ব্যবস্থা শিখন-শেখানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ৮০% প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের মতে শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি হয়ে বসলে তাদের পর্যবেক্ষণ করতে ও দেখাশোনা করতে সুবিধা হয়। এজন্য মাদুরে বসে ক্লাস করা ভাল তবে বেঞ্চ সম্বলিত শ্রেণিকক্ষে প্রতি বেঞ্চে তিন জন করে বসলে শিক্ষকের নড়াচড়া করতে সুবিধা হয় এবং শিশুদের সহজেই আয়ত্বে আনা যায়।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখা এবং শ্রেণিকক্ষে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে বহুমুখী পদ্ধতি ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের অধিক গুরুত্ব দিয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সে লক্ষে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষককে হতে হবে ধৈর্যশীল, বন্ধুসুলভ, দায়িত্বশীল ও আন্তরিক, অসাম্প্রদায়িক, বাকপটু, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন,নিয়মানুবর্তিতা, মনোবৈজ্ঞানিক ও প্রশিক্ষিত।
- প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে প্রতিদিন ব্যায়াম ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সূচনা করা হয় এতে করে শিক্ষার্থীরা দেশাত্ববোধ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। ২৫০ বর্গফুট মাপের খোলামেলা ও আলো-বাতাসপূর্ণ শেণিকক্ষে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নূন্যতম মান বজায় রেখে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
- বিদ্যালয় পরিবেশ হচ্ছে শিখন-শেখানো পরিবেশের একটি অংশ। যদি বিদ্যালয়ের পরিবেশ সার্বিকভাবে ভালো থাকে তাহলে শিশু বিদ্যালয়ে আসতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। অধিকাংশ সময় বর্ষার দিনে বৃষ্টিতে বিদ্যালয়ের মাঠ পানিতে ভরে যায়, রাস্তার পাশে যানবাহনের বিকট শব্দ, শিক্ষকের কঠোর শাসন, পাশের শ্রেণির হৈ-চৈ এর কারনে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয় এবং গুণগত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে।
- কোনো কোনো শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ইংরেজি সংখ্যা, বর্ণ বা ইংরেজি বিষয় পাঠদান করে থাকেন। ছোট শিশুদের বিদেশি ভাষার ধারণা দিলে তারা অতিরিক্ত পড়ার চাপ বহন করতে পারে না ফলে পাঠদান বিঘ্ন ঘটে। শিক্ষার্থী পরবর্তিতে বিদ্যালয়ে আসতে অনিহা প্রকাশ করবে।
- বেশির ভাগ প্রধান শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষকের ক্লাস পর্যবেক্ষণ করেন না। ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ইচ্ছে মত শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাছাড়াও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যালয় পরিদর্শন না করাতে শিক্ষক নিয়মনীতি বজায় রেখে পাঠদান করে না ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা প্রাক প্রাথমিক শিক্ষকের ভাল ও উন্নত কার্যক্রম হতে বঞ্চিত হন।

- অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহার করে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করেন । কিছু সংখ্যক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহার করেন না। অনেক শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকে ফলে সব শিক্ষার্থীকে উপকরণ দিয়ে শেখানো ও শ্রেণিকক্ষ শান্ত রেখে পাঠদান করা কষ্টদায়ক।
- অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা হয় না। অডিও ভিজুয়াল ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদান করা হলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায় এবং বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসে, খুব দ্রুত শিখতে ও পাঠ আয়ত্ত্ব করতে পারে। আইসিটি নির্ভর উপকরণের অপর্যাপ্ততা শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হয়।
- ৬৭% শিক্ষক 'টিজি' বা 'শিক্ষক সহায়িকা' অনুসরণ করে না কিন্তু (৩৩%) শিক্ষক'টিজি' অনুসরণ করে পাঠদান করেন। বেশির ভাগ শিক্ষক নিজেদের মত করে পাঠদান করেন। অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক 'শিক্ষক সহায়িকা' অনুসরণ না করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্য পরিচালনা করেন ফলে গুণগত শিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিশু শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়। যার ফলে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য কলম, মাটি, রঙিন কাগজ,তুলা দিয়ে বিভিন্ন বস্তু ও মডেল তৈরি, নারিকেলের পাতা, তেতুলের বীচি ইত্যাদি দিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে পাঠদান করা হয়। বাড়ির কাজ দিয়ে,সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট থেকে ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ও উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। উপকরণ ব্যবহার করার পর সংরক্ষণের জন্য আলমারি বা ডেক্স থাকতে হবে। সঠিকভাবে উপকরণ সংরক্ষণ করতে পারলে পরবর্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- শিশু জন্মের পর থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিখন ও বিকাশের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিবাহিত করে পরিবারে। আবার শিশু যখন প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে আসতে শুরু করে, তখনও সে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময় (২.৫ ঘন্টা) ছাড়া অবশিষ্ট সময়টুকু পরিবারের সাথেই থাকে। অনেক পরিবারই শিশুর শিখন-শেখানো কার্যক্রমে কোনো ভূমিকা রাখে না ফলে বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে।
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানিয়ে, "মা" সমাবেশের মাধ্যমে বা অভিভাবকদের নিয়ে মাসিক সভার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তাদেরকে সচেতনতা বৃদ্ধি করে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করা যায়। বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিশুকে সামগ্রীক বিকাশের প্রেক্ষাপটে বাড়িতে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু উভয়ের প্রতি সমান যত্ন নিলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ঘটবে।

- অভিভাবকদের মাসিক সভায় বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও শিখন-শেখানো পরিবেশ উন্নয়নের জন্য অভিভাবকদের চাহিদা অনুযায়ী আলোচনা করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ এর গুরুত্ব সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করে তুলতে হবে। এ সভায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সকল শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে অভিভাবকদেরও সচেতন করা হয়।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের একাডেমিক দীর্ঘ মেয়াদী কোন প্রশিক্ষণ না থাকাতে তিনি শিক্ষার্থীদের মনের অবস্থা না বুঝে পাঠদান করেন ফলে পাঠটি ফলপ্রসু হয় না। শুধুমাত্র ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রেণিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ইহা ছাড়া বেশির ভাগ শিক্ষক স্নাতক বা স্নাতোকোত্তর ডিগ্রীধারী হওয়াতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ক্লাস নিতে লজ্জাবোধ করে। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।
- প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হয় না। প্রধান শিক্ষক নিয়মিত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন না। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ছুটিতে থাকলে শ্রেণি কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়।
- দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় গুণাবলি বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয় না যেমন রাতে দাঁত ব্রাশ করা,মল ত্যাগের পর হাত সাবান দিয়ে ধৌত করা,নখ কাটা। স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত নেই।
- কিছু সংখ্যক শিশু শ্রেণিকক্ষে ঝগড়া করে, কান্নাকাটি করে, খেলার সামগ্রী নিয়ে মনোমালিন্য হয় ফলে শ্রেণিকক্ষে বিশৃংখলা দেখা দেয় । সে ক্ষেত্রে শিক্ষক নাচ,গান,গল্প ও বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়াম দেখিয়ে শ্রেণিশৃংখলা ফিরিয়ে এনে পাঠদানে অগ্রসর হন ।
- শহরাঞ্চলে খেলাধুলা করার মত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে জায়গা নেই,আবার শ্রেণিকক্ষে এত বেশি শিশু শিক্ষার্থী যে, শ্রেণিকক্ষেও খেলাধুলা করানো সম্ভব হয়না। ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা খেলার মাধ্যমে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক অভিভাবক খেলাধুলা ব্যায়াম এই সব বিষয়ের চাইতে তার সন্তান বাংলা,ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে কতটুকু পারদর্শি সে বিষয়ে বেশি আগ্রহী, ফলে অভিভাবকদের অসচেতনতা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।
- শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে বয়সের পার্থক্যের কারণে সবাই একসাথে খেলার ছলে পড়তে স্বাচ্ছন্দবোধ করে না। বড় শিশুরা ছোট শিশুদের উপর প্রভাব খাটায় ফলে ছোট শিশুরা বিদ্যালয়ে আসতে চায় না এবং ঝরে পড়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।

- শিশু শিক্ষার্থীরা দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিট বিরতিহীন ভাবে শ্রেণিকক্ষে অবস্থান করার কারনে এক ঘেয়েমি এসে যায় ও বিরক্তবোধ করে। কোনো কোনো শিক্ষার্থী টিফিন নিয়ে আসে ফলে ক্লাসের যে কোন সময় তারা টিফিন খাওয়া শুরু করে এবং অন্য শিক্ষার্থীরা যারা টিফিন নিয়ে আসে নাই তারা ঐ শিক্ষার্থীর দিকে তাকিয়ে থাকে। ফলে শ্রেণিকার্যক্রম ব্যাহত হয়।
- শারীরিক প্রতিবন্ধি বা অক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ কেনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে নতুন নতুন যে সব ভবন হচ্ছে সেখানে নীচতলায় হুইল চেয়ারে বসে উঠার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নেই। উপরের তলায় উঠার কোনো ব্যবস্থা নেই। ইহা ছাড়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধি শিশুদের মন মর্জি বুঝে পাঠদান করা একজন শিক্ষকের পক্ষে অনেকটাই কষ্টদায়ক হয়ে দাড়ায়।
- প্রাক-প্রাথমিকে উপকরণ বাবদ সরকারি বরাদ্ধ খুবই নগন্য। ফলে আইসিটি নির্ভর উপকরণ ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক এর শিশুরা উপকরণ নষ্ট করে ফেলে,সঠিক সময়ে সকল ধরনের উপকরণ সংগ্রহ করতে না পারায় উপকরণের অপ্রতুলতা শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

৫.৩ আলোচনা ঃ

গবেষক উক্ত গবেষণাটি সম্পন্ন করতে গিয়ে জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন । গবেষণার সমগ্রক হইতে দৈব চয়নের ভিত্তিতে নমূনা নির্বাচন করে গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। গবেষণার প্রশ্নের ভিত্তিতে সংগৃহিত তথ্য ও উপাত্তগুলোকে বিন্যস্ত করে গুণগত ও পরিমাণগতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ২৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ,প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকার ও মতামত প্রদান এবং এসএমসি ও অভিভাবকদের উম্মুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে ৬টি ক্ষেত্রে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, শিখন-শেখানো পরিবেশ, শিখন-শেখানো সামগ্রী, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্র প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

<u>প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা ঃ</u> সরকার যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ৫ থেকে ৬ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে যে সমস্থ বিভিন্ন ধরণের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন এদের পাঠক্রম, শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে ভিন্নতা ও সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে। বিদ্যালয় বিহীন গ্রামে একটি করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সঠিকভাবে ও সঠিক তথ্য যাচাই বাছাই করে শিশু জরিপ পরিচালনা করার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তি কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে করে কোন শিশুই বিদ্যালয় থেকে বাদ না পড়ে ফলে বিদ্যালয গমনোপযোগী শিশুকে বিদ্যালয়মূখী করতে পেরেছেন।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ৫+বয়সী শিশুর সংখ্যা ৩০ জন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। শিশু নির্বাচনের সময় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য একটি নতুন কক্ষ ও একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের সময় মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে একজন সহকারী শিক্ষককে ১৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। শিশুদেরকে বিদ্যালয়মূখী করা এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার রোধ ও একই ক্লাসে পুনরাবৃত্তি রোধের ব্যবস্থার জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অভিভাবক ও এসএমসি এর সমন্বয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঝুকিগ্রস্থ শিশু ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদেরকে অন্যান্য শিশুদের মত সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এস.এম.সি এবং অভিভাবক কমিটির সহায়তায় শিক্ষক স্বল্পতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে প্যারা শিক্ষক নিয়োগ করে শ্রেণি পরিচালনা করা হচ্ছে। NCTB কর্তৃক প্রণিত পাঠ্যবই সকল ধরণের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির শিশুদের নিজস্ব বর্ণমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতি মাসে একটি করে অভিভাবক সভার ব্যবস্থা এবং বাড়িতে একটি শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে অভিভাবক ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সচেতন করে তোলার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। বিদ্যালয় গমনপোযোগী সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

<u>প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ঃ</u> প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় শিক্ষার্থীর বয়স, মেধার কথা বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় Child Centeredness শিশু কেন্দ্রিকতা পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে শিশু শিক্ষার্থীর বয়স,চাহিদা, মেধা ও সামর্থ বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বংশগতির প্রভাব, শিশুর বিকাশে পরিবারের সম্পৃক্ততা, পরিবেশের ভূমিকা,

শিশুর অনুকরণ করার ক্ষমতা ও সম্ভাবনার কথা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক্রম প্রণয়নে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যা দীর্ঘ মেয়াদে জাতীয় মূল্যবোধচর্চায় শিশুদের উদ্বুদ্ধ করবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরের ১ম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট দক্ষতার সাথে সমন্বয় করে উলম্ব সম্প্রসারণ (Vertical Expansion) করা হয়েছে যেন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহের সাথে প্রাথমিক শিক্ষার অর্জনযোগ্য দক্ষতার সেতুবন্ধন তৈরি করে শিক্ষক শিশুর ভবিষ্যৎ শিখনের দরজা উম্মুক্ত করতে পারেন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর সাবলীল উত্তরণ ঘটাতে পারেন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে অংশগ্রহণমূলকভাবে বহুমূখী শিখন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে সারা বছর ব্যাপি ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদেরকে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা না নিয়ে মৌখিক,লিখিত,পর্যবেক্ষণ, এসাইনমেন্ট এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করার কথা বলা হয়েছে। ।

<u>প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ঃ</u> বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ও শ্রেণিকক্ষের অবস্থা সরজমিনে জানার জন্য গবেষক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ করেছেন। এতে দেখা গেছে সকল বিদ্যালয়েরই স্কুল ভবন কংক্রিটের বা ইটের তৈরি। শহরের বেশির ভাগ স্কুল রাস্তার পাশে অবস্থিত এবং গ্রামীন অঞ্চলের স্কুলগুলো পুকুরের পাড়ে অবস্থিত ফলে অভিভাবকরা দূর্ঘটনার ভয়ে শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকে। গ্রামীন ও শহরের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির প্রত্যেকটি শ্রেণিকক্ষ সু-সজ্জিতকরণ আছে, দেয়ালগুলো ও সুন্দর রং করা হয়েছে। দেয়ালে শিশু শিক্ষার্থীদের উপযোগী আকর্ষণীয় ছবি ও চিত্র রাখা হয়েছে এবং সাথে সেলভ বা তাক রাখা হয়েছে। অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ফ্লোর মেট বা মাদুর বিছানো হয়েছে এবং কয়েকটি স্কুলে বেঞ্চ সম্বলিত শ্রেণিকক্ষ সাজানো হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বজায় রেখে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৫০ বর্গফুট আয়তনের শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রাক-প্রাথমিক কক্ষে বারান্দা ও জানালা রয়েছে এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের সুব্যবস্থা রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির সংযুক্ত শ্রেণিকক্ষ কিংবা শ্রেণিকক্ষ সংলগ্ন হাত ধোয়ার জায়গা এবং শিশুদের ব্যবহার উপযোগী টয়লেট ,টিউবওয়েল বা বিশুদ্ধপানির অপর্যাপ্ততার দরুন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। গ্রামীন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বড় খেলার মাঠ রহিয়াছে। শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে এবং বিভিন্ন খেলাধুলা করে আনন্দ পায়। শিশু শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী হয়ে উঠে। অধিকাংশ

শহরের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ নেই সেখানে শিক্ষার্থীরা মনের আনন্দে খেলতে পারে না ফলে বিদ্যালয়ে আসতে স্বচ্ছন্দ্যবোধ করে না। সর্বোপরি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো পরিবেশ শিশুবান্ধব করে গড়ে তুললে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো পরিবেশঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো পরিবেশটি হবে আনন্দময় ও শিশুবান্ধব, যেখানে শিশু ইচ্ছেমত খেলাধুলা ও ছুটোছুটি করবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে। আসবাবপত্রগুলো হবে শিশুর জন্য আরামদায়ক ও নিরাপদ, পর্যাপ্ত খেলার সামগ্রি ও অন্যান্য শিক্ষামূলক উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে যাতে শিশু নিয়মিত এগুলোর সাথে মিথস্ক্রিয়া করার সুযোগ পায়। শ্রেণিকক্ষে শিশুদের স্বত্ত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের আঁকা বিভিন্ন চিত্র, ছবি ও অন্যান্য কাজ প্রদর্শনের সুযোগ থাকতে হবে, যাতে তারা মনে করে এটি তাদের একান্তই নিজের জায়গা। মোটকথা শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ হবে শিশুর একান্ত নিজস্ব জগতের সাথে সংগতিপূর্ণ যা তাকে আনন্দ ও নিরাপত্তার অনুভূতি এবং সম্পৃক্ত হওয়ার উৎসাহ যোগাবে ও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে উৎসাহিত করবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন শিক্ষক। শিশুরা আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে শেখার কাজটি করতে গিয়ে শিশুকে গড়ে তুলেন একজন সμ য় শিক্ষার্থী। কিছু সংখ্যক অভিভাবক মনে করেন শ্রেণিকক্ষে ছবি,চার্ট,রং, প্লে কর্ণার ও বিভিন্ন খেলনা ইত্যাদির অপ্রতুলতা এবং শিক্ষকের কঠোর শাসন ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ আনন্দদায়ক না হলে শিশুবান্ধব পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় বিমূখ হয় এবং বিদ্যালয়ে আসলেও শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত থাকে না। পুরুষ শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় করলে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কঠোর শাসনের মধ্যে থাকে। মহিলা শিক্ষক অত্যন্ত যত্ন সহকারে শিক্ষাদান করেন এবং শিশুদের কাছাকাছি গিয়ে তাদের খোজ খবর নেওয়াতে শিশুরা মহিলা শিক্ষককে খুবই ভালবাসে এবং বিদ্যালয়ে আসতে উৎসাহ পায়।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের দৃষ্টিতে প্রতিটি শিশুর শিখন চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে শিখন-শেখানো কাজে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বহুমূখী শিখন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে শিশুদের জড়তা ও ভীতি দূর করে জেন্ডার নিরপেক্ষ শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

এছাড়াও শিখন-শেখানো পরিবেশ হবে পারিবারিক পরিবেশের মত সৌহার্দ্যপূর্ণ যেখানে শিশুরা সমস্ত প্রকারের ভয় ভীতি থেকে দূরে থেকে শিক্ষালাভ করবে। বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সবাইকে একসাথে করে আনন্দঘন পরিবেশে সবার প্রতি সমান যত্ন নিয়ে শিশুর চাহিদা ও সামর্থ অনুযায়ী পাঠদান করার ব্যবস্থা করা হয়।

শিখন-শেখানো সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ ঃ গবেষক মাঠ পর্যায়ে শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পান যে,প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, ওয়ার্ক বুক,

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ ও ডিজিটাল সামগ্রী। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের বর্ণনা মতে শ্রেণিকক্ষে শিশুদেরকে বিভিন্ন রং এর চার্ট,পোস্টার,ব্লক, বিভিন্ন খেলনা ও গল্পের ছলে পড়ানো হলে শিখন পরিবেশ সুন্দর হয়। এছাড়াও মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বর্ণ,শব্দ ও সংখ্যা দেখানো হলে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পায় ও পাঠে মনোযোগী হয় এবং সহজে শিখতে পারে। ফলে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে এবং শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বেড়ে যায়। অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক মনে করেন অডিও ভিজুয়াল ও মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে শিক্ষার্থীদেরকে শেখানো যায়, তবে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাবে বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসার জন্য প্রস্তুত থাকবে, খুব দ্রুত শিখতে ও পাঠ আয়ত্ব করতে পারবে। এছাড়াও 'শিক্ষক সহায়িকা' অনুসরণ করে পাঠদান করলে শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্যকম বুঝতে সহজ হয় এবং শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহী হয়ে উঠে।

পরিবার ও অভিভাবকদের সম্পৃক্ততা ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বিকাশ ও শিখনে বিদ্যালয়ের পাশাপাশি পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু জন্মের পর থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিখন ও বিকাশের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিবাহিত করে পরিবারে। আবার শিশু যখন প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে আসতে শুরু করে, তখনও সে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময় দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিট ছাড়া অবশিষ্ট সময়টুকু পরিবারের সাথেই থাকে। সুতরাং শিশুর শিখন-শেখানো প্রμ য়ায় পরিবারের একটি বিশাল ভূমিকা রয়েছে।

পরিবার ও বিদ্যালয় একটি পারস্পরিক পরিপূরক ভূমিকায় থেকে শিক্ষাকার্যে সহায়তা দিয়ে থাকেন। তাই শিশুদের অভিভাবকদের নিয়ে মাসে একবার মাসিক সভার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবণ করা এবং শিশু বিকাশের বিভিন্ন বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কৌশল নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা করা হয়। শিশুদের প্রতি অভিভাবক ও সমাজের মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোকপাত করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়াতে ও ঝরে পড়া নিয়ন্ত্রনে পরিবার ও অভিভাবকরা যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকেন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ঃ গবেষক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও সরেজমিনে বিদ্যালয় পরিদর্শন করে এবং গবেষণা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের মতামত ও আলোচনার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা খুজে পেয়েছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়াতে সুষ্ঠুভাবে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা কষ্টকর হয়ে পড়ে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের একাডেমিক দীর্ঘ মেয়াদী কোন প্রশিক্ষণ না থাকাতে তিনি শিক্ষার্থীদের মনের অবস্থা না বুঝে পাঠদান করেন ফলে পাঠটি ফলপ্রসু হয় না। ইহা ছাড়া বেশির ভাগ শিক্ষক স্নাতক বা স্নাতোকোত্তর ডিগ্রীধারী হওয়াতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ক্লাস নিতে লজ্জাবোধ করে। প্রধান শিক্ষকদের প্রাক-প্রাথমিক বিষয়ে তেমন কোনো প্রশিক্ষণ না থাকায় তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

তিনি পর্যবেক্ষণ করে তেমন কিছু বুঝতে না পারাতে শিশু শ্রেণির কাজ চলে শিশু শিক্ষকের খেয়াল খুশি মত। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ছুটিতে থাকলে শ্রেণি কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়।

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় গুণাবলী বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রায়াজন । শহরাঞ্চলে খেলাধুলা করার মত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে জায়গা নেই,আবার শ্রেণিকক্ষে এত বেশি শিশু শিক্ষার্থী যে, শ্রেণিকক্ষেও খেলাধুলা করানো সম্ভব হয়না। ফলে শিশু শিক্ষার্থীরা খেলার মাধ্যমে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক অভিভাবক খেলাধূলা ব্যায়াম এই সব বিষয়ের চাইতে তার সন্তান বাংলা,ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে কতটুকু পারদর্শি সে বিষয়ে বেশি আগ্রহী, ফলে অভিভাবকদের অসচেতনতা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধি বা অক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ কেনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে নতুন নতুন যে সব ভবন হচ্ছে সেখানে নীচতলায় হুইল চেয়ারে বসে উঠার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নেই। উপরের তলায় উঠার কোনো ব্যবস্থা নেই। প্রাক-প্রাথমিকে উপকরণ বাবদ সরকারি বরাদ্ধ খুবই নগন্য। ফলে আইসিটি নির্ভর উপকরণ ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এছাড়াও প্রাক-প্রাথমিক এর শিশুরা উপকরণ নষ্ট করে ফেলে,সঠিক সময়ে সকল ধরনের উপকরণ সংগ্রহ করতে না পারায় উপকরণের অপ্রতুলতা শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। কিছু বিদ্যালয়ের ব্ল্যাক বোর্ড যথাপোযুক্ত নয়, ব্ল্যাক বোর্ড উচুতে টানানোর ফলে শিক্ষার্থীদের সমস্যা হয়।

সুতরাং শ্রেণিকক্ষে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি অনুযায়ী ত্রিশ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা, প্রধান শিক্ষক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য শিখন বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখা এবং পর্যাপ্ত শিখন-শেখানো সামগ্রী ও আইসিটি নির্ভর উপকরণের ব্যবস্থা করিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৫.৪ সুপারিশ

- সারা বাংলাদেশে ৪-৬ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত এক বছরের পরিবর্তে দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।
- বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য স্কুল ম্যাপিং এর স্থান বা ক্যাচমেন্ট এরিয়া সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যাতে করে কোনো ক্রমেই কোনো শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে না পারে।
- শিক্ষার্থীর সঠিক বয়স নির্ধারণপূর্বক ৫-৬ বছরের শিশুদেরকেই প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি করানো উচিত।
- প্রাক-প্রাথমিকে শিশুদের উপস্থিতি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধ করানোর জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একই কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়,এনজিও স্কুল, কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও এবতেদায়িতে একই শিক্ষাক্রম চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য দ্রুত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিশু যত্ন ও বিকাশে পারদর্শি ও আন্তরিক বিশেষ করে মহিলাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- কোনো শ্রেণি কক্ষেই ত্রিশ এর অধিক শিক্ষার্থী রাখা যাবেনা। অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বিদ্যালয়ে আলাদা শাখা খুলে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অগ্রাধিকার দিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রতিটি বিদ্যালযে প্রাক-প্রথমিক শিক্ষার জন্য "সহায়ক শিক্ষক বা প্যারা টিচার" নিয়োগ দিতে হবে এবং প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের পরিচর্য়ার জন্য একজন "আয়া " এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল এবং শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জেন্ডার সমতা বজায় রাখতে হবে।
- মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সারা বছর ব্যবহার উপযোগী অধিক পরিমাণে বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে। সকল প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে অতিরিক্ত বই এর ভীতি থেকে শিক্ষার্থীকে দূরে রাখার জন্য এনসিটিবি কর্তৃক পাঠ্য বইয়ের বাইরে অতিরিক্ত সহায়ক বই ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
- স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে সর্বাত্বক নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা যাতে করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের পরিবেশের ব্যাপারে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদান করতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য "শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ" এর ক্ষেত্রে সক্রিয় কোনো যোগ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাষ্টার ট্রেইনারদের একটি দল গড়ে তুলতে হবে, যারা পর্যায়ক্রমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাবেন।
- বিদ্যালয় পরিবর্তন করে ১ম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়ন পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু একাডেমির মতো প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের বিনামূল্যে ইউনিফর্ম এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিশুদেরকে আনন্দঘন পরিবেশে মনোবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাঠদান করতে হবে। মূল্যায়নের জন্য কোনো পরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করা যাবে না।
- শিক্ষকদেরকে যথোপযুক্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন বা বি.এড প্রশিক্ষণ এবং শিশু মনোবিজ্ঞান বা শিশুর বিকাশ ও পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিনিয়ত যে সব নতুন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট ও নিয়োজিত হবেন তাদেরকেও নিয়মিত প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। প্রধান শিক্ষকদেরকেও শিশুর বিকাশ ও পরিচর্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয় করার জন্য বহুমূখি রঙ্গিন পেপার দ্বারা তৈরি করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে সমতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও জেন্ডার ইকুইটি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন সন্নিবেশিত করতে হবে। ঘন ঘন পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা যাবে না।

- প্রাক-প্রাথমিকে ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট শ্রেণি কার্যক্রমের মধ্যে ১৫ মিনিটের বিরতি দিতে হবে। প্রধান শিক্ষকের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ পদস্থ কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত সুপারভিশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রত্যেক সাব ক্লাষ্টার ট্রেনিং এ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক একটি সেশন এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মত বৎসরে তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ না করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে আধুনিক ও শিশুকেন্দ্রিক যুগোপযোগী মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মজবুত পাকাদালান ও আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে এবং সহজেই শারীরিক অক্ষম শিশুসহ সকল শিশুই সহজে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতে পারে এমন শ্রেণিকক্ষ তৈরি করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষের পাশে ওয়াশরুম বা টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের শিশু শিক্ষা বিষয়ক বই,কার্টুন ও খেলাধূলার সরঞ্জাম সম্বলিত আলাদা কক্ষ তৈরি করতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সু-সজ্জিতকরণ করতে হবে এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ করতে হবে।
- শিশু শিক্ষার্থীদের উপযোগী বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ তৈরি এবং শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈদ্যুতিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।
- গতানুগতিক বা সনাতনধর্মী পাঠদান পরিহার করে শিক্ষার্থীরা খেলবে ও শিখবে এবং বহুমূখি পদ্ধতিতে পাঠদান করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রধান শিক্ষক ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শ্রেণি পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে।

- শ্রেণি কক্ষের চারটি কর্ণারে বিভিন্ন আকর্ষণীয় খেলাধূলার সরঞ্জাম রাখতে হবে। একই ধরনের খেলাতে এক ঘেয়েমী এসে যায় সেই জন্য ২/৩ মাস পর পর খেলাধূলার আইটেম পরিবর্তন করে দিতে হবে এবং অন্য আইটেমগুলো যত্ন সহকারে পরবর্তিতে ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে হবে। ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পছন্দ অনুযায়ী খেলার সামগ্রী বাছাই করতে হবে।
- প্রাক-প্রাথমিকের উপকরণ ক্রয় করার জন্য সরকার প্রতি বছর যে টাকা বরাদ্ধ দিয়ে থাকেন যা প্রয়োাজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল । উপকরণ ক্রয়ের জন্য সরকারি বরাদ্ধ আরোও বৃদ্ধি করতে হবে, পাশাপাশি অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।
- শিক্ষক নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করবেন।
- সমাজের বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গদের নিকট থেকে বা সরকারি সহায়তায় আইসিটি নির্ভর উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। যে কোনো ধরণের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক অতি যত্ন সহকারে ব্যবহারের পর সংরক্ষণ করবেন।
- পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের নিয়ে শিশু শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ৩/৪ মাস পর পর সচেতনতামূলক সভা করতে হবে এবং প্রতি মাসে "মা" দিবস উদযাপন করতে হবে।
- শিক্ষাদান পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিভাবকদের ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শন বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে প্রতিনিয়ত একটি শিশু বিদ্যালযের শিক্ষকদের চোখে চোখে বা দৃষ্টি সীমার মধ্যে থাকে।
- মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে মিল রেখে বাড়িতে শিশুদের সহায়তা করার কৌশল আয়ত্ব করানোর ব্যাপারে সচেতন করতে হবে। ।

- বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় মাতা-পিতার বাস্তবসম্মত মতামত গ্রহণ করা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিশুদের শিক্ষিত মাতা/পিতাকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে শ্রেণির বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করানো।
- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মাতা-পিতা ও অভিভাবকদের তাদের শিশুদের করণীয় সম্পর্কে প্যারেন্টিং এডুকেশন এর ব্যবস্থা করা ।

৫.৫ পরবর্তী গবেষণার জন্য সুপারিশ ঃ

- বাংলদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা নিরূপন।
- জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এর আলাকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম মূল্যায়ণ।
- মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিখন-শেখানো পরিবেশের কার্যকারিতা যাচাই।
- বাংলদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ থেকে উত্তরণের উপায় নিরুপন।
- বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ভৌত অরকাঠামো ও শ্রেণি কক্ষের অবস্থা পর্যালোচনা।
- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো সামগ্রী ব্যবহারের কার্যকারিতা যাছাই।

৫.৬ উপসংহার ঃ

এ গবেষণার লক্ষ ছিল বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার যে নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন অনুসন্ধান করা। গবেষণার সমগ্রক হিসেবে সারা বাংলদেশের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় অন্তর্ভূক্তি করার কথা কিন্তু গবেষক ২টি বিভাগের ৬টি জেলার ২৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১২টি শহরের বিদ্যালয় এবং ১২টি গ্রামীন বিদ্যালয়) এর মধ্যে গবেষণার কাজ সীমাবদ্ধ করেছেন। উক্ত গবেষণার Validity যাচাই এর জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ২টি বিদ্যালয় (শহর ও গ্রামের) এ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রাহক ছক ও প্রশ্নমালার কার্যকারিতা যাচাই করে চূড়ান্ত করা হয়। এই গবেষণাটি সম্পদনের জন্য গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় গবেষক নিজে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে শেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছেন। পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য থেকে দেখা যায়, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বিদ্যালয়ে উপস্থির হার বেশি। বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার ৫-৬ বছরের সমস্ত শিশুই কোনো না কোনো প্রাক-প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষ খোলামেলা ও আলো-বাতাস পূর্ণ এবং প্রত্যেকটি শ্রেণিকক্ষই সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে । এ ক্ষেত্রে শহরের

স্কুলগুলো গ্রামের স্কুলের চেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। সকল ক্ষেত্রেই পুরুষ শিক্ষকের চেয়ে মেয়ে শিক্ষকরা শিশু শিক্ষার্থীদেরকে আন্তরিকতার সাথে শিক্ষাদান করে থাকেন। শহরের স্কুলের শ্রেণিকক্ষে কিছুসংখ্যক শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে পাঠদান করেন কিন্তু গ্রামের স্কুলে গতানুগতিক বিভিন্ন শিখন-শেখানো সামগ্রী ব্যবহার করে শিক্ষা দেয়া হয়। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়েই শিখন-শেখানো কৌশল এবং উপকরণ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা লক্ষ করা হয় কিন্তু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য কোথাও তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বিদ্যালয়গুলো কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। অর্ধেক প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়েই নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয় নাই। এছাড়াও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী শিক্ষকরা পেশার সাথে খাপখাওয়াতে পারছেনা ফলে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা উপকরণের অপর্যাপ্ততা দেখা যায়। এছাড়াও শিশু শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবকরা আতংকিত থাকে। সর্বোপরি একজন শিক্ষক পেশার প্রতি আন্তরিক হয়ে বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে। এ গবেষণার ফলাফল প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলের এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হবে।

গ্রন্থপঞ্জি/রেফারেন্স

আবুদ, এফ.ই. **ইভালুয়েশন অফ এন আর্লি চাইল্ড হুড প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম ইন রম্নরাল বাংলাদেশ**। জার্নাল অফ হেলথ, পপুলেশন এন্ড নিউট্রেশন ২৫, ৩-১৩, ২০০৭।

আবুদ, এফ.ই হোসেন, কে.ও'গ্যারা, সি.দি সাকসিড প্রজেক্ট ; **চ্যালেঞ্জিং আর্লি স্কুল ফেইলিওর ইন বাংলাদেশ, রিসার্চ ইন কমপারেটিভ এন্ড ইন্টারন্যাশাল এডুকেশন** ৩(৩), ২৯৫-৩০৭, ২০০৮।

ঘোষ,অরুন **"শিড়্গার ভাবধারা,পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস"** এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজ, কলিকাতা-১৯৮৮।

ইভানস, জে.এল.আর.জি. মায়ার্স এন্ড ই.এম ইলফেল্ড; **আর্লি চাইল্ড হুড কাউন্টস ; এ প্রোগ্রামিং গাইড অন আর্লি চাইল্ড হুড কেয়ার ফর ডেভেলপমেন্ট,** ওয়াশিংটন, ডি.সি. বিশ্বব্যাংক, ২০০০।

ইয়ং, এম.ই (এড.) **ফ্রম আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট টু হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট**। ওয়াশিংটন, ডি.সি বিশ্বব্যাংক।ওইসিডি(২০০২).অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অর্ডিনেশনএ্যান্ডডেভেলপমেন্ট।

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি (২০০৭**). জিপিপি ম্যানুয়াল,** ব্র্যাক, মহাখালি, ঢাকা ।

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি (১৯৯৯). **শিড়্গিকা সহায়িকা: শিশু শ্রেণি**, ব্র্যাক, মহাখালি, ঢাকা ।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (২০০৪). **শিড়্গক সহায়িকা, প্রাক-প্রাথমিক শিড়্গা কার্যক্রম, শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিড়্গা প্রকল্প,** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো (২০০৮). প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

অন্তর্বর্তীকালীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্যাকেজ (২০১০). প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ,ঢাকা ।

প্ল্যান বাংলাদেশ (২০০৫) .**শিক্ষাμম ও পাঠ্যসূচি, প্রি-স্কুল কার্যμম, ইসিসিডি কর্মসূচি,** প্ল্যান বাংলাদেশ, গুলশান, ঢাকা।

প্ল্যান বাংলাদেশ (২০০৫). **শিক্ষক প্রশিক্ষণ সহায়িকা, প্রি-স্কুল কার্যμম, ইসিসিডি কর্মসূচি,** প্ল্যান বাংলাদেশ, গুলশান, ঢাকা ।

প্ল্যানিং কমিশন, **ন্যাশনাল স্ট্র্যাটিজি ফর একসিলারেটেড পোভার্টি রিডাকশন** (টু), ২০০৯-২০১১ অর্থ বছর বাংলাদেশ সরকার ২০০৮।

মাহমুদ, শ. ন. (১৯৯০). **শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি কথা**, খাতুন, ক. শতপুষ্পা (পৃষ্ঠা ৭-১৪) ঢাকা:বাংলা একাডেমি ।

মিয়াস, আর (১৯৯২). **দ্যা টুয়েলভ হু সারভাইড ঃ স্ট্রেংদেনিং প্রোগ্রামস অব আর্লি চাইল্ড হুড ডেভেলপমেন্ট ইন দ্যা থার্ড ওয়ার্ল্ড।** লন্ডন, রুটলেজ।

সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৭). পাড়াকর্মী সহায়িকা, পাড়াকর্মী মৌলিক প্রশিক্ষণ, শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যμ ম, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ।

সেন,গুপ্ত,ইরা **" আধুনিক মনোবিজ্ঞান"** নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রা. লি.কলিকাতা।

জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১০). শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ।

Aboud F. E., Hossain, K., O'Gara, C. (2008). **The Succeed Project: challenging early school failure in Bangladesh, Research in Comparative and International Education,** 3(3), 295-307

Aboud, F. E., **Evaluation of an early childhood parenting program in rural Bangladesh**. Journal of Health, Population and Development. Washington, D.C.: The World Bank. 2000

Ahmad, M., & Nath, S. R. (2005**). Quality with equity: The primary education agenda, Education Watch Report** 2003/4, Dhaka: Campaign for Popular Education (CAMPE).

Bureau of Non-Formal Education. (2009). **Mapping of non-formal education activities in Bangladesh**, Ministry of Primary and Mass Education, Government of the People's Republic of Bangladesh.

Burns, R. B. (1990). **Introduction to research methods. (4th edition).** Melbourne : Longman Cheshire.

Curriculum Development Centre (2008**). Primary Education Curriculum,** Ministry of Education and Sports, Government of Nepal.

Curriculum Development Division (2008). **Pre-primary Curriculum Framework,** Botswana: Ministry of Education. Department of Education and Training (2008). *K - 10 Scope and Sequence*, Western Australia.

Directorate of Primary Education (2007). **Approved Strategies and Action Plans: Gender, Special Needs Children's Education, Tribal Children's Education, Vulnerable Group Children's Education, Access and Inclusive Education**, PEDPII, Ministry of Primary and Mass Education, Bangladesh.

Department of Education and Children's Services. (2004). **Choosing and using teaching and learning materials.** Hindmarsh: Department of Education and Children's Services, The State of South Australia.

Early Childhood Development Resource Centre (2008). Curriculum & Syllabus: Pre-Primary, Institute of Educational Development, BRAC University

Evans, J. L et al. (2000) **Early Childhood Counts: A programming guide on early childhood care for development.** Washington D. C. The World Bank.

Evans, J.L., R.G. Myers & E.M. Illfeld.*;* **Early Childhood Counts: A Programming Guide on Early Childhood Care for Development**. Washington, D.C.: The World Bank. 2000

Early Childhood Research and Learning, Faculty of Education Monash University: Melbourne.

GOB (2010). Teacher's Guide, Pre-primary Education, Directorate of Primary Education (DPE), Primary and Mass Education Ministry, (Bangla version).

GOB (2008).Operational Framework for Pre-primary Education, Ministry of Primary and Mass Education. Gaag, J. V., &Tan, J. (1998). The Benefits of early child development programs: An economic analysis. Washington, DC: World Bank. .

Government of Bangladesh. (2006). **Early childhood development in Bangladesh: a policy paper.** Retrieved on 2nd November 2011 from http://www.ecdbangladesh. net/ecd_bangladesh.pdf.

Government of India. (2009). **Integrated child development services (ICDS) scheme.** Retrieved from http://wcd.nic.in/icds.htm

Mangal,S.K & Shubhra Mangal 2013**. Research Methodology in Behavioural Sciences**.Delhi:Phl learning Pvt.Lt.

Myers, R. (1992) **The Twelve Who Survive: Strengthening Programmes of Early Childhood Development in the Third World**. London, Routledge.

National School Readiness Indicators Initiative (2005). Getting Ready, Findings from the National School Readiness Indicators Initiatives, A 17 State Partnership, Rhode Island KIDS COUNT

New Zealand Ministry of Education (1996). *Te Whariki: Early Childhood Curriculum*, Wellington: Learning Media

Planning Commission, National Strategy for Accelerated Poverty Reduction *(II), FY 2009-2011*, Government of Bangladesh, 2008

Pre-school Curriculum Evaluation Research Consortium (2008). Effects of Pre-school Curriculum Programs on School Readiness, Institute of Education Science, National Centre for Education Research, US Department of Education

Sarker, P., & Deva., G. (2009). 'Exclusion of indigenous children from primary education in the Rajshahi Division of northwestern Bangladesh'. International Journal of Inclusive Education, 13(1):1-11.

UNICEF, Baseline Survey of Caregivers' KAP on Early Childhood Development, 2001

UNICEF, The State of the World's Children: Early Childhood, 2001

Young, M. E. (ed.) From Early Childhood Development to Human Development. Washington, D. C., World Bank.

পরিশিষ্ট-ক

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

তারিখ ঃ ১আগষ্ট ২০১৬খি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাপক

.....

.....

বিষয়: পি এইচ,ডি প্রোগ্রামের গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান প্রসঙ্গে

মহোদয়,

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১১-২০১২ শিক্ষা বর্ষের একজন পি এইচ,ডি গবেষক। আমি "বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন : একটি অনুসন্ধান" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়েছি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millenium Development Goals) এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA) এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে শিশুর প্রারম্ভিক পর্যায় হতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা,বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণ, উপস্থিতি বৃদ্ধি করে ঝরে পড়া রোধ, বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি,বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের এবং শিক্ষাবঞ্চিত অনগ্রসর শিশুদের জন্য শিশুবান্ধব পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। আপনি এই কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এ বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত একান্ত প্রয়োজন যা গবেষকের গবেষণা কর্মে তথা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ উদ্দেশ্যে আপনার নিকট একটি মতামতমালা উপস্থাপন করা হলো। অনুগ্রহপূর্বক এটি পূরণ করে গবেষণা কাজে সহযোগিতা করবেন। উল্লেখ্য যে,সংগৃহিত তথ্য কেবলমাত্র গবেষণার প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হবে এবং আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।

সহযোগিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

প্রতি স্বাক্ষর

(ড. মো. আবূল এহসান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(মো. জহিরুল ইসলাম)
পিএইচ,ডি গবেষক
শিক্ষাবর্ষ :২০১১-২০১২
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়।

পরিশিষ্ট-খ

"বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন : একটি অনুসন্ধান"

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য প্রশ্নোত্তরিকা

(সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

প্রশ্নোত্তরিকার তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য ,দ্বিতীয় অংশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত, তৃতীয় অংশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা এবং এর মান উন্নয়নে আপনার সুপারিশ।

উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য

উত্তরদাতার নাম :

প্রতিষ্ঠানের নাম : পদবী :

উপজেলা : জেলা :

চাকুরীতে যোগদানের সন : অভিজ্ঞতা :

শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পেশাগত যোগ্যতা :

দ্বিতীয় অংশ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (টিক চিহ্ন) দিন।প্রয়োজনে একাধিক ঘরে (টিক চিহ্ন) দেয়া যেতে পারে।

১। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তথ্য :

১.১ আপনার বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার সর্বশেষ শিশু জরীপ কখন হয় ?

১.২ শিশু জরীপ কীভাবে করা হয় ? .....

১.৩ ক্লাস্টারের জরীপকৃত শিশু :..... জন, ৫-৬ বছর বয়সী শিশু ..... জন। ছেলে ...., মেয়ে...

১.৪ বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী (৫-৬ বছর বয়সী) :..... জন। ছাত্র : ....., ছাত্রী : .....।

ভর্তি হয়নি এমন শিশু (৫-৬ বছর বয়সী) : ..... জন । ভর্তির হার : .....

১.৫ পরিদর্শনকালে উপস্থিতি : ..... . , মাসিক গড় উপস্থিতি : .....% ।

১.৬ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় .....

১.৭ আপনার ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার মত প্রতিষ্ঠান কি কি .....

১.৮ শিশু জরীপের তথ্য অনুযায়ী ৫-৬ বছর বয়সী সকল শিশু প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে কী?

Dhaka University Institutional Repository

হ্যাঁ/না । না হলে ভর্তি না হওয়ার কারণ .....

১.৯ কোন কোন ধরনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় .....

১.১০ কী পন্থা অবলম্বন করলে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা যায় .....

সকল শিক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে কী ? হ্যাঁ/না

একই শ্রেণিতে পূনরাবৃত্তি দূর করার উপায় কী ? .....

২। বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশ

২.১: জমির পরিমান .....শতাংশ

স্কুল ঘর : দালান/ আধা পাকা দালান/ দোচালা টিনের ঘর

খেলার মাঠ : আছে / নাই, থাকলে আয়তন : ....., বাউন্ডারী ওয়াল: আছে / নাই,

পুকুর : আছে / নাই, স্কুলের পাশে সড়ক ও জনপদের রাস্তা : আছে / নাই,

২.২: শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা : .....টি, নতুন শ্রেণি কক্ষ তৈরি : হয়েছে / হয় নাই

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা শ্রেণি কক্ষের ব্যবস্থা আছে : হ্যাঁ / না

শ্রেণি কক্ষের বসার স্থান : পরিস্কার/ মোটামুটি পরিস্কার / অপরিস্কার

শ্রেণি কক্ষের বসার স্থান : বেঞ্চ /মাদুর /উম্মুক্ত জায়গা / বারান্দা / খোলা মাঠ

২.৩: শ্রেণি কক্ষে আলো বাতাস প্রবেশের জন্য জানালা, ভেন্টিলেটর ও খোলামেলা স্পেস আছে কি ? হ্যাঁ / না

বৈদুতিক পাখা আছে : হ্যাঁ / না

২.৪ : বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষের সার্বিক অবস্থা : অত্যন্ত ভাল /গ্রহণযোগ্য/ ভাল নয়

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণি কক্ষে বসার অবস্থা কেমন : .....

২.৫: নিরাপদ খাবার পানি : ভাল /গ্রহণযোগ্য/গ্রহণযোগ্য নয়

শৌচাগার /ল্যাট্রিন : আছে / নাই, থাকলে তা ব্যবহার্য / অব্যবহার্য

খেলার মাঠ : অত্যন্ত ভাল /গ্রহণযোগ/গ্রহণযোগ্য নয়/ মোটেই কোন মাঠ নেই

২.৬ : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শেণিকক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভৌত সুযোগ সুবিধার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে : হ্যাঁ /না

২.৭: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সকল শিশুদের Safety and security এর জন্য বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা কেমন :

অত্যন্ত ভাল / গ্রহণযোগ্য/গ্রহণযোগ্য নয়

৩। বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ :

৩.১ : বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে উপযোগী : হ্যাঁ / না

বিদ্যালয়ের শিখন পরিবেশ কোলাহল মুক্ত : হ্যাঁ / না

বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের সাজ সজ্জা : সুসজ্জিত /আকর্ষণীয় /আকর্ষণীয় নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ : বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ শিশু বান্ধব : হ্যাঁ/ না

কিভাবে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে শিশুবান্ধব করা যায় ? .....

শিশুদের জিন্য শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে অন্তরায় কী ? .....

বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে কোন ধরনের শিক্ষকের ভূমিকা বেশি : পুরুষ শিক্ষক/মহিলা শিক্ষক

৩.৩ : বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে পিতা-মাতা ও অভিভাবক কমিটি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ?

৩.৪ : টিফিন টাইম আছে কি না ? হ্যাঁ /না

শিক্ষার্থীদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা কিভাবে করা হয় ? .....

শিখনীয় সহায়ক সামগ্রী বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক কিনা ? হ্যাঁ/না

দলীয় আলোচনা বা দলে কাজ করা শিখনীয় পরিবেশ নষ্ট হয় কি না ? হ্যাঁ/না

৩.৫: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে আপনি (শিক্ষক) কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ?.....

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর পাঠদানে আপনি (শিক্ষক) কী পরিবর্তন নিয়ে আসেন ? .....

৩.৬ : শিশুদের মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কীভাবে আপনি (শিক্ষক) নিশ্চিত করবেন ? .....

৪. : শিক্ষাক যোগ্যতা, প্রশিক্ষাণ ও পেশাগত উন্নয়ন

৪.১ : বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা : ....., পুরুষ শিক্ষক : ....., মহিলা শিক্ষক : .....

শিক্ষার্থী সংখ্যা : ..... , শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত : .....

৪.২ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা কোন শিক্ষক আছে কী ? হ্যাঁ/না

শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা : ..... , প্রশিক্ষণ : .....

শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া : সরাসরি / নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি /পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি / অন্যান্য

৪.৪ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিয়োজিত শিক্ষক /মনোনিত শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কি না ? ? হ্যাঁ/না

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে প্রশিক্ষণের ধরণ ..... সময়কাল : .....

বিদ্যালয়ের কতজন শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন .....

৪.৫ : শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ আছে কি না ? হ্যাঁ/না

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ আছে কি না ? হ্যাঁ/না

শিখন সহায়ক সামগ্রী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ আছে কি না ? হ্যাঁ/না

একীভুত শিক্ষা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ আছে কি না ? হ্যাঁ/না

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে আর কী ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন ?.....

৪.৬ : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের পাঠদান কিভাবে বাস্তবায়ন করা হয় ? .....

এতে সমস্যার সৃষ্টি হয় কি না ? হ্যাঁ /না

Dhaka University Institutional Repository

অভিভাবক ও উপরের শ্রেণির শিক্ষার্থী দিয়া পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয় কি না ? হ্যাঁ /না

পাঠদান করানো হলে সমস্যার সৃষ্টি হয় কি না ? হ্যাঁ /না

৫. শিড়্গা উপকরণ বা সহায়ক শিখন শেখানো সামগ্রী :

৫.১ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে কী ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় ? .....

শিক্ষা উপকরনের অবস্থা কেমন : ব্যবহার উপযোগী / ব্যবহার উপযোগী নয়

শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য শিক্ষা উপকরণ : পর্যাপ্ত /অপর্যাপ্ত

বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত উপকরণ শিখন শেখানো কাজে যথার্থ কি না ? হ্যাঁ /না

৫.২ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষাদান সহজ,আনন্দদায়কও কার্যকর করার উপায় কী ? .....

৫.৩ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে অডিও ভিজিওয়াল উপকরণ ব্যবহৃত হয় কি না ? হ্যাঁ /না

শিশুদের শিখন-শেখানো কাজে কম্পিউটার বা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হয় কি না ? হ্যাঁ /না

শিশুদেরকে বিদ্যালয়মুখী ও ক্লাসে ধরে রাখার জন্যকোন ধরনের উপকরণ বেশী সহহায়ক ? .....

৫.৪ : প্রতিটি শিশুর জন্য খেলার সামগ্রী পর্যাপ্ত আছে কি না ? হ্যাঁ /না

ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুরা কোন ধরনের উপকরণ নিয়ে খেলতে পছন্দ করে ? .....

৫.৫ : শিক্ষার্থীদের পাঠদানে টি,জি বা টিচার্স গাইড অনুসরণ করেন কী না ? হ্যাঁ /না

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত টি,জি বা টিচার্স গাইড মানসম্মত পাঠদানে যথেষ্ট কী না ? হ্যাঁ/না

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত টি,জি বা টিচার্স গাইড এর দূর্বল দিকগুলো কী ? .....

৫.৬. উপকরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা কিভাবে করা হয় ?

৬. : পিতা-মাতা, অভিভাবক কমিটি এবং সমাজের সম্পৃক্ততা

৬.১ : পিতা-মাতা, অভিভাবক কমিটি এবং সমাজের লোকেরা কোন কোন কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছেন : শিক্ষার্থী উপস্থিতি নিশ্চিত করণে /ঝরে পড়া রোধে/শিশু জরীপে সহযোগীতা করে/স্কুল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে

৬.২ : কিভাবে অভিভাবক এবং সমাজের লোকদেরকে বিদ্যালয় কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা যায় ? .....

৬.৩ : পিতা-মাতা এবং সমাজের লোকেরা শিক্ষার্থীদেরকে কিভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে অভিযোজন ঘটাতে সহায়তা করে ? .....

৬.৪ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে মাসিক অভিভাবক সভার ভূমিকা কী ? .....

তৃতীয় অংশ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা এবং ইহার মানোন্নয়নে আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিন।

পরিশিষ্ট-গ

Dhaka University Institutional Repository

"বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন : একটি অনুসন্ধান"

প্রধান শিক্ষকের জন্য প্রশ্নোত্তরিকা

(সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

প্রশ্নোত্তরিকার তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য,দ্বিতীয় অংশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত, তৃতীয় অংশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ইহার মানোন্নয়নে আপনার করণীয়।

উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য

উত্তরদাতার নাম :
প্রতিষ্ঠানের নাম : পদবী :
উপজেলা : জেলা :
চাকুরীতে যোগদানের সন : অভিজ্ঞতা :
শিক্ষাগত যোগ্যতা :
পেশাগত যোগ্যতা :

দ্বিতীয় অংশ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (টিক চিহ্ন) দিন।প্রয়োজনে একাধিক ঘরে (টিক চিহ্ন) দেয়া যেতে পারে।

১.বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তথ্য :

১.১ আপনার বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার সর্বশেষ শিশু জরীপ কখন হয় ?

১.২ শিশু জরীপ কীভাবে করা হয় ? .....

১.৩ ক্লাস্টারের জরীপকৃত শিশু :..... জন, ৫-৬ বছর বয়সী শিশু ..... জন। ছেলে ...., মেয়ে...

১.৪ বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী (৫-৬ বছর বয়সী) :..... জন। ছাত্র : ....., ছাত্রী : .....।

ভর্তি হয়নি এমন শিশু (৫-৬ বছর বয়সী) : ..... জন । ভর্তির হার : .....

১.৫ পরিদর্শনকালে উপস্থিতি : ..... . , মাসিক গড় উপস্থিতি : .....% ।

১.৬ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় .....

১.৭ আপনার ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার মত প্রতিষ্ঠান কি কি .....

১.৮ শিশু জরীপের তথ্য অনুযায়ী ৫-৬ বছর বয়সী সকল শিশু প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে কী?

হ্যাঁ/না । না হলে ভর্তি না হওয়ার কারণ .....

১.৯ কোন কোন ধরনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় .....

১.১০ কী পন্থা অবলম্বন করলে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা যায় .....

সকল শিক্ষার্থী পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে কী ? হ্যাঁ/না

একই শ্রেণিতে পূনরাবৃত্তি দূর করার উপায় কী ? .....

Dhaka University Institutional Repository

২। বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশ

২.১: জমির পরিমান .....শতাংশ

স্কুল ঘর : দালান/ আধা পাকা দালান/ দোচালা টিনের ঘর

খেলার মাঠ : আছে / নাই, থাকলে আয়তন : ....., বাউন্ডারী ওয়াল: আছে / নাই,

পুকুর : আছে / নাই, স্কুলের পাশে সড়ক ও জনপদের রাস্তা : আছে / নাই,

২.২: শ্রেণি কক্ষের সংখ্যা : .....টি, নতুন শ্রেণি কক্ষ তৈরি : হয়েছে / হয় নাই

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা শ্রেণি কক্ষের ব্যবস্থা আছে : হ্যাঁ / না

শ্রেণি কক্ষের বসার স্থান : পরিস্কার/ মোটামুটি পরিস্কার / অপরিস্কার

শ্রেণি কক্ষের বসার স্থান : বেঞ্চ /মাদুর /উম্মুক্ত জায়গা / বারান্দা / খোলা মাঠ

২.৩: শ্রেণি কক্ষে আলো বাতাস প্রবেশের জন্য জানালা, ভেন্টিলেটর ও খোলামেলা স্পেস আছে কি ? হ্যাঁ / না

বৈদুতিক পাখা আছে : হ্যাঁ / না

২.৪ : বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষের সার্বিক অবস্থা : ভাল /গ্রহণযোগ্য/ ভাল নয়/গ্রহণযোগ্য নয়

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণি কক্ষে বসার অবস্থা কেমন : .....

২.৫: নিরাপদ খাবার পানি : ভাল /গ্রহণযোগ্য/ ভাল নয়/গ্রহণযোগ্য্ নয়

শৌচাগার /ল্যাট্রিন : : আছে / নাই, থাকলে তা ব্যবহার্য / অব্যবহার্য

খেলার মাঠ : অত্যন্ত ভাল /গ্রহণযোগ্য/ ভাল নয়/গ্রহণযোগ্য্ নয়/ মোটেই কোন মাঠ নেই

২.৬ : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শেণিকক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে ভৌত সুযোগ সুবিধার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে : হ্যাঁ /না

২.৭: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সকল শিশুদের Safety and security এর জন্য বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা কেমন :

অত্যন্ত ভাল / গ্রহণযোগ্য/ ভাল নয়/গ্রহণযোগ্য্ নয়/

৩। বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ :

৩.১ : বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ : ঘরোয়া / আনুষ্ঠানিক

বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে উপযোগী : হ্যাঁ / না

বিদ্যালয়ের শিখন পরিবেশ কোলাহল মুক্ত : হ্যাঁ / না

বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের সাজ সজ্জা : সুসজ্জিত /আকর্ষনীয় /আকর্ষনীয় নয়।

৩.২ : বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ শিশু বান্ধব : হ্যাঁ/ না

কিভাবে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে শিশুবান্ধব করা যায় ? .....

শিশুদের জিন্য শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে অন্তরায় কী ? .....

বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে কোন ধরনের শিক্ষকের ভূমিকা বেশি : পুরুষ শিক্ষক/মহিলা শিক্ষক

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ : বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে পিতা-মাতা ও অভিভাবক কমিটি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ?

৩.৪ : টিফিন টাইম আছে কি না ? হ্যাঁ /না

শিক্ষার্থীদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা কিভাবে করা হয় ? .....

শিখনীয় সহায়ক সামগ্রী বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক কিনা ? হ্যাঁ/না

দলীয় আলোচনা বা দলে কাজ করা শিখনীয় পরিবেশ নষ্ট হয় কি না ? হ্যাঁ/না

৩.৫: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে আপনি (প্রধান শিক্ষক) কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ?

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর পাঠদানে আপনি কী পরিবর্তন নিয়ে আসেন ? .....

৩.৬ : শিশুদের মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাসবতবায়ন কীভাবে আপনি নিশ্চিত করবেন ? .....

৪. : শিড়্গাক যোগ্যতা, প্রশিড়্গাণ ও পেশাগত উন্নয়ন

৪.১ : বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা : ....., পুরুষ শিক্ষক : ....., মহিলা শিক্ষক : .....

শিক্ষার্থী সংখ্যা : ..... , শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত : .....

৪.২ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা কোন শিক্ষক আছে কী ? হ্যাঁ/না

শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা : ..... , প্রশিক্ষণ : .....

শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া : সরাসরি / নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি /পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি / অন্যান্য

৪.৪ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিয়োজিত শিক্ষক /মনোনিত শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কি না ? ? হ্যাঁ/না

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে প্রশিক্ষণের ধরণ ..... সময়কাল : .....

বিদ্যালয়ের কতজন শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন .....

৪.৫ : শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ আছে কি না ? হ্যাঁ/না

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ আছে কি না ? হ্যাঁ/না

শিখন সহায়ক সামগ্রী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ আছে কি না ? হ্যাঁ/না

একীভুত শিক্ষা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ আছে কি না ? হ্যাঁ/না

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে আর কী ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন ?.....

রিফ্রেশার্স /সতেজীকরণ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কী ? হ্যাঁ/না

৪.৬ : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের পাঠদান কিভাবে বাস্তবায়নার করা হয় ? .....

এতে সমস্যার সৃষ্টি হয় কি না ? হ্যাঁ /না

অভিভাবক ও উপরের শ্রেণির শিক্ষার্থী দিয়া পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয় কি না ? হ্যাঁ /না

৪.৭ : প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং শিক্ষাক্রম তৈরিতে আপনার মতামত নেয়া হয়েছে । হ্যাঁ/না

প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং শিক্ষাক্রম তৈরিতে একজন প্রধান শিক্ষকের মতামত নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন -- আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন।

Dhaka University Institutional Repository

৫. শিক্ষা উপকরণ বা সহায়ক শিখন শেখানো সামগ্রী :

৫.১ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে কী ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় ? .....

শিক্ষা উপকরনের অবস্থা কেমন : ব্যবহার উপযোগী / : ব্যবহার উপযোগী নয়

শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য শিক্ষা উপকরণ : পর্যাপ্ত /অপর্যাপ্ত

৫.২ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষাদান সহজ,আনন্দদায়কও কার্যকর করার উপায় কী ? .....

৫.৩ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে অডিও ভিজিওয়াল উপকরণ ব্যবহৃত হয় কি না ? হ্যাঁ /না

শিশুদের শিখন-শেখানো কাজে কম্পিউটার বা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হয় কি না ? হ্যাঁ /না

শিশুদেরকে বিদ্যালয়মুখী ও ক্লাসে ধরে রাখার জন্য কোন ধরনের উপকরণ বেশী সহহায়ক ? .....

৫.৪ : প্রতিটি শিশুর জন্য খেলার সামগ্রী পর্যাপ্ত আছে কি না ? হ্যাঁ /না

ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুরা কোন ধরনের উপকরণ নিয়ে খেলতে পছন্দ করে ? .....

৫.৫ : শিক্ষার্থীদের পাঠদানে টি,জি বা টিচার্স গাইড অনুসরণ করেন কী না ? হ্যাঁ /না

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত টি,জি বা টিচার্স গাইড মানসম্মত পাঠদানে যথেষ্ট কী না ? হ্যাঁ/না

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত টি,জি বা টিচার্স গাইড এর দূর্বল দিকগুলো কী ? .....

৫.৬ : আপনার প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক দ্বারা সহজলভ্য ও হাতে তৈরি শিখন সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন কী ? হ্যাঁ/না

অন্য আর কোন উপায়ে শিখন সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন .....

৫.৭ : শিখন সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারে আপনার শিক্ষককে কী ধরনের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন ? .....

৫.৮. উপকরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা কিভাবে করা হয় ?

৬. : পিতা-মাতা, অভিভাবক কমিটি এবং সমাজের সম্পৃক্ততাঃ

৬.১ : পিতা-মাতা, অভিভাবক কমিটি এবং সমাজের লোকেরা কোন কোন কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছেন : শিক্ষার্থী উপস্থিতি নিশ্চিত করণে /ঝড়ে পড়া রোধে/শিশু জরীপে সহযোগীতা করে/স্কুল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে

৬.২ : কিভাবে অভিভাবক এবং সমাজের লোকদেরকে বিদ্যালয় কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা যায় ? .....

৬.৩ : পিতা-মাতা এবং সমাজের লোকেরা কিভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে শিশুদের অভিযোজন ঘটাতে সহায়তা করে ?

৬.৪ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে মাসিক অভিভাবক সভার ভূমিকা কী ? .....

তৃতীয় অংশ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা এবং ইহার মানোন্নয়নে আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিন।

পরিশিষ্ট-ঘ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন : একটি অনুসন্ধান

জেলা প্রাথমিক শিড়্গা অফিসার, উপজেলা প্রাথমিক শিড়্গা অফিসার, সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিড়্গা অফিসার জন্য প্রশ্নোত্তরিকা

(সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

প্রশ্নোত্তরিকার তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য,দ্বিতীয় অংশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত, তৃতীয় অংশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ইহার মানোন্নয়নে আপনার করণীয়।

উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য

উত্তরদাতার নাম :
প্রতিষ্ঠানের নাম : পদবী :
উপজেলা : জেলা :
চাকুরীতে যোগদানের সন : অভিজ্ঞতা :
শিক্ষাগত যোগ্যতা :
পেশাগত যোগ্যতা :

দ্বিতীয় অংশ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (টিক চিহ্ন) দিন।প্রয়োজনে একাধিক ঘরে (টিক চিহ্ন) দেয়া যেতে পারে।

১. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তথ্য :

১.১ বর্তমান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম কবে থেকে শুরু হয় ? .....

১.২ বর্তমান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সরকারের পলিসি কী ?.....

১.৩ শিশু জরীপ কীভাবে করা হয় ? .....

৫-৬ বছর বয়সী সকল শিশু শিশু জরীপের আওতাভুক্ত হয় কি না ? .....

শিশু জরীপের সময় তদারকীর জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহন করেন .....

১.৫ সরকার প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী সংক্রান্ত কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন? .....

১.৬ কোন কোন ধরনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় .....

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সনাক্তকরনের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ? .....

১.৭ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পাঠদানে কোন পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কী ? .....

২। বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশ

২.২: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা শ্রেণি কক্ষের ব্যবস্থা আছে : হ্যাঁ / না

শ্রেণি কক্ষের আয়তন: ..... শ্রেণি কক্ষের বসার স্থান : বেঞ্চ /মাদুর /উম্মুক্ত জায়গা / বারান্দা / খোলা মাঠ

২.৩: শ্রেণি কক্ষে আলো বাতাস প্রবেশের জন্য জানালা, ভেন্টিলেটর ও খোলামেলা স্পেস আছে কি ? হ্যাঁ / না

বৈদুতিক পাখা আছে : হ্যাঁ / না

২.৪ : বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষের সার্বিক অবস্থা : অত্যন্ত ভাল /গ্রহণযোগ্য/ ভাল নয়

২.৫: নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা আছে কী ? হ্যাঁ/না

Dhaka University Institutional Repository

শৌচাগার /ল্যাট্রিন : : আছে / নাই, থাকলে তা ব্যবহার্য / অব্যবহার্য

খেলার মাঠ : অত্যন্ত ভাল /গ্রহণযোগ্য/ গ্রহণযোগ্য নয়/ মোটেই কোন মাঠ নেই

২.৬ : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শেণিকক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে এবং বসার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

২.৭: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সকল শিশুদের Safety and security এর জন্য বিদ্যালয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

৩। বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ :

৩.১: বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ শিশু বান্ধব করার জন্য আপনি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ? .....

৩.২ : শিশুদের জন্য শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে আপনি কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন ? .....

কিভাবে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে শিশুবান্ধব করা যায় ? .....

৩.৩ : বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে আপনার কোন ধরনের শিক্ষক বেশী ভূমিকা রাখেন এবং কেন ?

৩.৩ : বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে পিতা-মাতা ও অভিভাবকের সহযোগিতা নেয়া হয় কী না ? হ্যাঁ/না

পিতা-মাতা ও অভিভাবকের সহযোগিতা গ্রহণ করলে কীভবে তারা সহযোগিতা করে থাকেন ?

৩.৪: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে আপনি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ?

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর পাঠদানে আপনি কী পরিবর্তন নিয়ে আসেন ? .....

৩.৬ : শিশুদের মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কীভাবে আপনি নিশ্চিত করবেন ? .....

৪. : শিড়াক যোগ্যতা, প্রশিড়াণ ও পেশাগত উন্নয়ন

৪.১ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে কী ? হ্যাঁ/না

শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা : ..... , প্রশিক্ষণ : .....

শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া : .....

৪.৪ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিয়োজিত শিক্ষক /মনোনিত শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কি না ? ? হ্যাঁ/না

৪.৫ : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের পাঠদান কিভাবে বাস্তবায়নার করা হয় ? .....

এতে সমস্যার সৃষ্টি হয় কি না ? হ্যাঁ /না

অভিভাবক ও উপরের শ্রেণির শিক্ষার্থী দিয়া পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয় কি না ? হ্যাঁ /না

এভাবে পাঠদান করানো হলে সমস্যার সৃষ্টি হয় কি না ? হ্যাঁ /না

৪.৬: শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কী ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ?

৪.৭ : প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং শিক্ষাক্রম তৈরিতে আপনার মতামত নেয়া হয়েছে । হ্যাঁ/না

প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং শিক্ষাক্রম তৈরিতে আপনার মতামত নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন -- আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন।

৫. শিড়াা উপকরণ বা সহায়ক শিখন শেখানো সামগ্রী :

৫.১ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে কী ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় ? .....

শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য শিক্ষা উপকরণ : পর্যাপ্ত /অপর্যাপ্ত

বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত উপকরণ শিখন শেখানো কাজে যথার্থ কি না ? হ্যাঁ /না

৫.২ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষাদান সহজ,আনন্দদায়কও কার্যকর করার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন? .....

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে অডিও, ভিজিওয়াল উপকরণ ব্যবহৃত হয় কি না ? হ্যাঁ /না

শিশুদের শিখন-শেখানো কাজে কম্পিউটার বা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হয় কি না ? হ্যাঁ /না

শিশুদেরকে বিদ্যালয়মুখী ও ক্লাসে ধরে রাখার জন্য কোন ধরনের উপকরণ বেশী সহহায়ক বলে আপনি মনে করেন?

৫.৪ : প্রতিটি শিশুর জন্য খেলার সামগ্রী পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছেন কি না ? হ্যাঁ /না

৫.৫ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত টি,জি বা টিচার্স গাইড মানসম্মত পাঠদানে যথেষ্ট কী না ? হ্যাঁ/না

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত টি,জি বা টিচার্স গাইড এর দূর্বল দিকগুলো কী ? .....

৫.৭ : শিখন সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারে আপনার শিক্ষককে কী ধরনের দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন ?

৬. : পিতা-মাতা, অভিভাবক কমিটি এবং সমাজের সম্পৃক্ততা

৬.১ : পিতা-মাতা, অভিভাবক কমিটি এবং সমাজের সদস্যদের কোন কোন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন :

শিক্ষার্থী উপস্থিতি নিশ্চিত করণে /ঝরে পড়া রোধে/শিশু জরীপে সহযোগীতা করে/স্কুল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে

৬.২ : কিভাবে অভিভাবক এবং সমাজের লোকদেরকে বিদ্যালয় কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা যায় ? .....

৬.৩ : পিতা-মাতা এবং সমাজের লোকেরা শিক্ষার্থীদেরকে কিভাবে বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে অভিযোজন ঘটাতে সহায়তা করে ? .....

৬.৪ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে মাসিক অভিভাবক সভার ভূমিকা কী ? .....

৭. : মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধায়ন

৭.১ : আপনি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে Supervision এ গিয়েছেন কী না ? হ্যাঁ /না

প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় Supervision করলে কোন কোন দিক বিবেচনা করে থাকেন ?

এবং কী নির্দেশনা দিয়ে থাকেন ? .....

৭.২ : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের কোন কোন দিক তত্ত্বাবধায়ন করে থাকেন ? .....

৭.৩ : জেন্ডার সমতা বজায় আছে কি না তা কিভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন ? .....

৭.৪: মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সরকারের গৃহিত পদক্ষেপই যথেষ্ট ? হ্যাঁ/না

যথেষ্ট না হলে আর ও কী প্রয়োজন ? .....

তৃতীয় অংশ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সমুহ কী? এবং ইহার মানোন্নয়নে আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিন।

পরিশিষ্ট-ঙ

বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন : একটি অনুসন্ধান

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষা মণত্রণালয়ের প্রতিনিধি,প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি.উপ-আঞ্চলিক পরিচালক এর জন্য প্রশ্নোত্তরিকা

(সংগৃহিত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।

প্রশ্নোত্তরিকার তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশে উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য,দ্বিতীয় অংশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত, তৃতীয় অংশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা ইহার মানোন্নয়নে আপনার করণীয়।

উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য

উত্তরদাতার নাম :

প্রতিষ্ঠানের নাম : পদবী :

উপজেলা : জেলা :

চাকুরীতে যোগদানের সন : অভিজ্ঞতা :

শিক্ষাগত যোগ্যতা :

পেশাগত যোগ্যতা :

দ্বিতীয় অংশ

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে (টিক চিহ্ন) দিন।প্রয়োজনে একাধিক ঘরে (টিক চিহ্ন) দেয়া যেতে পারে।

১. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তথ্য :

১,১ বর্তমান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম কবে থেকে শুরু হয় ? .....

১.২ বর্তমান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সরকারের পলিসি কী ?.....

১.৩ শিশু জরীপ কীভাবে করা হয় ? .....

৫-৬ বছর বয়সী সকল শিশু শিশু জরীপের আওতাভুক্ত হয় কি না ? .....

শিশু জরীপের সময় তদারকীর জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহন করেন .....

১.৪ শিশু জরীপের তথ্য অনুযায়ী ৫-৬ বছর বয়সী সকল শিশু প্রাক-প্রাথমিক কিদ্যালয়ে ভর্তি না হয়ে থাকলে আপনি কী পদক্ষেপ গ্রহন করেন? .....

১.৫ সরকার প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী সংক্রান্ত কী পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন? .....

১.৬ কোন কোন ধরনের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় .....

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সনাক্তকরনের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ? .....

১.৭ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পাঠদানে কোন পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কী ? .....

২। বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশ

২.২: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা শ্রেণি কক্ষের ব্যবস্থা আছে : হ্যাঁ / না

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণি কক্ষের আয়তন: ..... শ্রেণি কক্ষের বসার স্থান : বেঞ্চ /মাদুর /উম্মুক্ত জায়গা / বারান্দা / খোলা মাঠ

২.৩: শ্রেণি কক্ষে আলো বাতাস প্রবেশের জন্য জানালা, ভেন্টিলেটর ও খোলামেলা স্পেস আছে কি ? হ্যাঁ / না

বৈদুতিক পাখা আছে : হ্যাঁ / না

২.৪ : বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষের সার্বিক অবস্থা : .....

২.৫: নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা আছে কী ? হ্যাঁ/না

শৌচাগার /ল্যাট্রিন এর ব্যবস্থা :

খেলার মাঠ :

২.৬ : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শেণিকক্ষে প্রবেশের ক্ষেত্রে এবং বসার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

২.৭: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সকল শিশুদের Safety and security এর জন্য বিদ্যালয়ে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

৩। বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ :

৩.১: বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ শিশু বান্ধব করার জন্য আপনি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ? .....

৩.২ : শিশুদের জন্য শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে আপনি কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন ? .....

কিভাবে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশকে শিশুবান্ধব করে থাকেন ? .....

৩.৩ : বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে কোন ধরনের শিক্ষক বেশী ভূমিকা রাখেন এবং কেন ?

৩.৩ : বিদ্যালয়ের শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে পিতা-মাতা ও অভিভাবকের সহযোগিতা নেয়া হয় কী না ? হ্যাঁ/না

পিতা-মাতা ও অভিভাবকের সহযোগিতা গ্রহণ করলে কীভবে তারা সহযোগিতা করে থাকেন ?

৩.৪: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিখনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে আপনি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ?

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর পাঠদানে আপনি কী পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ? .....

৩.৬ : শিশুদের মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন কীভাবে আপনি নিশ্চিত করে থাকেন ? .....

৪. : শিড়াক যোগ্যতা, প্রশিড়াণ ও পেশাগত উন্নয়ন

৪.১ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে কী ? হ্যাঁ/না

শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা : ..... , প্রশিক্ষণ : .....

শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া : .....

৪.৩ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকের যোগ্যতা বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ? .....

৪.৪ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিয়োজিত শিক্ষক /মনোনিত শিক্ষক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কি না ? ? হ্যাঁ/না

৪.৫ : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের পাঠদান বাস্তবায়নে কী নির্দেশনা প্রদান করেন ?

এতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি হয় কি না ? হ্যাঁ /না

৪.৬: শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কী ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ?

৪.৭ : প্রাক- প্রাথমিক শিড়াার পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং শিড়াাক্রম তৈরিতে আপনার মতামত নেয়া হয়েছে । হ্যাঁ/না

প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং শিক্ষাক্রম তৈরিতে আপনার মতামত নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন -- আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন।

৫. শিড়্গা উপকরণ বা সহায়ক শিখন শেখানো সামগ্রী :

৫.১ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে কী ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় ? .....

শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য শিক্ষা উপকরণ : পর্যাপ্ত /অপর্যাপ্ত

বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত উপকরণ শিখন শেখানো কাজে যথার্থ কি না ? হ্যাঁ /না

৫.২ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষাদান সহজ,আনন্দদায়কও কার্যকর করার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন ?

৫.৩ : প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে অডিও ভিজিওয়াল উপকরণ ব্যবহৃত হয় কি না ? হ্যাঁ /না

শিশুদের শিখন-শেখানো কাজে কম্পিউটার বা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হয় কি না ? হ্যাঁ /না

শিশুদেরকে বিদ্যালয়মুখী ও ক্লাসে ধরে রাখার জন্য কোন ধরনের উপকরণ বেশী সহায়ক বলে আপনি মনে করেন?

৫.৪ : প্রতিটি শিশুর জন্য খেলার সামগ্রী পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছেন কি না ? হ্যাঁ /না

৫.৫ : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত টি,জি বা টিচার্স গাইড মানসম্মত পাঠদানে যথেষ্ট কী না ? হ্যাঁ/না

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত টি,জি বা টিচার্স গাইড এর দূর্বল দিকগুলো কী ? .....

৬. : পিতা-মাতা, অভিভাবক কমিটি এবং সমাজের সম্পৃক্ততা

৬.১ : পিতা-মাতা, অভিভাবক কমিটি এবং সমাজের সদস্যদের কোন কোন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন ? শিক্ষার্থী উপস্থিতি নিশ্চিত করণে /ঝরে পড়া রোধে/শিশু জরীপে সহযোগীতা করে/স্কুল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে।

৬.২ : অভিভাবক এবং সমাজের লোকদেরকে বিদ্যালয় কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য কী ধরনের দিক নির্দেশন প্রদান করেন ?

৬.৪ : মাসিক অভিভাবক সভা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে কী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় বলে আপনি মনে করেন?

তৃতীয় অংশ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা এবং ইহার মানোন্নয়নে আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ঃ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান্নোয়নে করনীয় ঃ

পরিশিষ্ট-চ

শ্রেণি কড়া পর্যবেড়াণ চেকলিস্ট

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ শ্রেণি ঃ প্রাক-প্রাথমিক

Dhaka University Institutional Repository

উপজেলা ঃ জেলা ঃ পরিদর্শনের তারিখ ঃ

১। (ক) আপনার শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা ..... ছেলে ..... মেয়ে .... (খ) উপস্থিতি সংখ্যা ..... ছেলে .... মেয়ে...

২। শ্রেণি কক্ষের আয়তন ..... জানালার সংখ্যা ..... দরজার সংখ্যা .....

৩। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ..... জন। শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বসার জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে : হ্যাঁ /না

৪। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কক্ষ : দালান/ আধা পাকা দালান/ দোচালা টিনের ঘর

৫। খেলার মাঠ : আছে / নাই, থাকলে আয়তন : ....., বাউন্ডারী ওয়াল: আছে / নাই

৬। পুকুর : আছে / নাই, স্কুলের পাশে সড়ক ও জনপদের রাস্তা : আছে / নাই

৭। নতুন শ্রেণি কক্ষ তৈরি : হয়েছে / হয় নাই ; প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা শ্রেণি কক্ষের ব্যবস্থা আছে : হ্যাঁ / না

৮। শ্রেণি কক্ষের বসার স্থান : বেঞ্চ /মাদুর /উন্মুক্ত জায়গা / বারান্দা / খোলা মাঠ

৯। শ্রেণি কক্ষের বসার স্থান : পরিস্কার/ মোটামুটি পরিস্কার / অপরিস্কার

১০। শ্রেণি কক্ষে আলো বাতাস প্রবেশের জন্য ভেন্টিলেটর ও খোলামেলা স্পেস আছে কি ? হ্যাঁ / না

১১। বৈদুতিক পাখা আছে : হ্যাঁ / না

১২। নিরাপদ খাবার পানি : ভাল /গ্রহণযোগ্য/গ্রহণযোগ্য নয়

১৩। শৌচাগার /ল্যাট্রিন/ওয়াস রুম : আছে / নাই, থাকলে তা ব্যবহার্য / অব্যবহার্য

১৪। খেলার মাঠ : অত্যন্ত ভাল /গ্রহণযোগ/গ্রহণযোগ্য নয়/ মোটেই কোন মাঠ নেই

১৬। শিক্ষার্থীরা

১৫। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে কী ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয় ?

১৬। শিক্ষা উপকরনের অবস্থা কেমন : ব্যবহার উপযোগী / ব্যবহার উপযোগী নয়

১৭। শিক্ষার্থীদের ব্যবহার্য শিক্ষা উপকরণ : পর্যাপ্ত /অপর্যাপ্ত

১৮। শ্রেণি কক্ষে ব্ল্যাক বোর্ড/ সাদা বোর্ড শিশুদের উপযোগী। হ্যাঁ / না

১৯। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে অডিও ভিজিওয়াল উপকরণ ব্যবহৃত হয় কি না ? হ্যাঁ /না

শিশুদের শিখন-শেখানো কাজে কম্পিউটার বা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার হয় কি না ? হ্যাঁ /না

২০। প্রতিটি শিশুর জন্য খেলার সামগ্রী পর্যাপ্ত আছে কি না ? হ্যাঁ /না

ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুরা কোন ধরনের উপকরণ নিয়ে খেলতে পছন্দ করে ..

২১। শিক্ষার্থীদের পাঠদানে টি,জি বা টিচার্স গাইড অনুসরণ করেন কী না ? হ্যাঁ /না

Dhaka University Institutional Repository

২২। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত টি ,জি বা টিচার্স গাইড মানসম্মত পাঠদানে যথেষ্ট কী না ? হ্যাঁ/না

২৩। সহজলভ্য ও হাতে তৈরি শিখন সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন কী ? হ্যাঁ/না ; করলে কিভাবে .....

২৪। উপকরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা কিভাবে করা হয় ?

২৫। বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষের সার্বিক অবস্থা : অত্যন্ত ভাল /গ্রহণযোগ্য/ ভাল নয়

২৬। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সকল শিশুদের Safety and security এর জন্য বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা কেমন :

অত্যন্ত ভাল / গ্রহণযোগ্য/গ্রহণযোগ্য নয়